মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০০৬

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' (আহযাব ৫৮)।

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ ৭ম সংখ্যা
রবীঃ আউয়াল-রবীঃ ছানী ১৪২৭ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ ১৪১২-১৪১৩ বাং
এপ্রিল ২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
ওয়েবসাইটঃ www.at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

● হাদিয়াঃ-১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ২
দরসে কুরআনঃ
- আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে ৩
  - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (শেষ কিস্তি)

প্রবন্ধঃ
- জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(৪র্থ কিস্তি)* ১০
  - ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- ইবাদত কবুলের শর্তাবলী ১৫
  - আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
- যালিমের পরিণতি ১৮
  -আবু তাহের
- ডঃ গালিবের কারা নির্যাতনের অবসান আর কত দিনে!! ২৪
  -অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

মহিলা ছাহাবীঃ ২৮
- উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)
  -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

চিকিৎসা জগৎঃ ৩২
- ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টি

ক্ষেত-খামারঃ ৩৩
- (ক) গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষ
- (খ) ঝিঙ্গাঃ সবরকম জমিতে

কবিতাঃ ৩৫
(১) পণ করেছি (২) হামদ
(৩) পাঁচটি রুকন (৪) ধর্ম কি?
(৫) কেমনে ভুল মায়ের কথা
(৬) শিক্ষকের উপদেশ

সোনামণিদের পাতাঃ ৩৭
স্বদেশ-বিদেশ ৩৮
মুসলিম জাহান ৪১
বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
সংগঠন সংবাদ ৪৫
পাঠকের মতামত ৪৮
প্রশ্নোত্তর ৪৯

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন!

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভেজাল আন্দোলন হ'ল **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**। দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তেই এ নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন চলে আসছে। 'আহলেহাদীছ' অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী। যিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবল তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন। ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল, যারা উক্ত নামে অভিহিত হ'তেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪ হিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ' *(আল-মুস্তাদরাক: সিলসিলা ছহীহা)*।

অথচ বিশ্ব ইতিহাসের নির্মম ধারাবাহিকতায় আপোষহীন চির অজেয় এই আহলেহাদীছ জামা'আতকে নিয়েই চলছে এখন অন্তহীন ষড়যন্ত্র। বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ষড়যন্ত্রের শিকার এদেশের প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ। এদের কণ্ঠরোধ করার জন্য চলছে গভীর চক্রান্ত। হক্বের এই বুলন্দ আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্যই জিহাদের সুড়সুড়ি দিয়ে ও নানান প্রলোভন দেখিয়ে একশ্রেণীর অশিক্ষিত তরুণকে ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাদের অধিকাংশই আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান। যেন এই সুবাদে এদের দ্বারা সংঘটিত সকল অপকর্মের দায়ভার খুব সহজেই গোটা আহলেহাদীছ সমাজের উপর চাপানো যায়, নিষ্কলুষ আহলেহাদীছ জামা'আতের গায়ে কালিমা লেপন করে সারা বিশ্বে এদেরকে 'জঙ্গী' ও 'সন্ত্রাসী' হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, শিরক-বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার এবং সূদ-ঘুষ ও জুয়া-লটারী ইত্যাদি ইসলাম গর্হিত অপকর্মের বিরুদ্ধে আর এদের বলিষ্ঠ কণ্ঠ উচ্চারিত না হয়, ইসলাম বিরোধী আইন ও শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেন আর তারা কথা বলতে না পারে সেজন্যই আহলেহাদীছ নামধারী ঐ নির্বোধ তরুণদের দ্বারা নীল নকশা অনুযায়ী উক্ত সকল স্থানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে আহলেহাদীছরা যেন কখনো অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হ'তে না পারে, যেন তাদের কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে সেজন্যও ষড়যন্ত্রকারীরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়েছে। আহলেহাদীছ ইয়াতীমদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, আহলেহাদীছ দাঈ ও ইমামদের ভাতা বন্ধ করে, আহলেহাদীছ প্রতিষ্ঠানগুলিকে হুমকির মুখে ফেলে, সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্য ভিত্তিক ইসলামী দাতা সংস্থা, যারা এদেশের আহলেহাদীছ সমাজের জন্য উন্নয়ণমূলক কাজ করছিল তাদেরকেও অভিযুক্ত করে এদেশছাড়া করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্নের মাধ্যমে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে এখন চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র চলছে। উদ্দেশ্য একটিই আহলেহাদীছ সমাজে যেন কোন উন্নয়ণমূলক কাজ না হয়। আহলেহাদীছদের মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা এবং কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেন গড়ে না ওঠে। দুর্ভাগ্য, ইসলামের স্যোল এজেন্সি নিয়ে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারাই আজ অন্যান্য ইসলামী দলকে পিষে মারতে চায়। চায় অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে। অন্য কেউ যেন স্বাবলম্বী না হ'তে পারে সেদিকেই যেন তাদের সজাগ দৃষ্টি। দীর্ঘ এক বৎসরাধিককাল যাবত এদেশের হকপন্থী আহলেহাদীছ আলেমগণের উপরে জেল-যুলুম নেমে আসলেও এরা মন্ত্রী ও এমপির আসন পেয়ে মুখে কলুপ এঁটে বসেছে। দেশের সকল আলেম-ওলামা মযলূমের পক্ষে কথা বললেও এই ইসলামী দলটির ভাগ্যে জোটেনি সত্যের পক্ষে 'টু' শব্দটিও করার।

এতদ্ব্যতীত আব্দুল্লাহ ইবনু সাবার ন্যায় মুনাফিকদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অতিভক্তির চোরাগলি দিয়ে প্রথমতঃ এ আন্দোলনকে তিলে তিলে ধ্বংস করার দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। অবশেষে যখন তা প্রকাশ্য রূপ লাভ করে তখন এদের মূল হোতাকে বহিষ্কার করা হ'লে সে ও তার অনুচররা সংগঠনের কোটি টাকা সহ বহু সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয় এবং উল্টো মিথ্যা মামলা দায়ের করে নেতৃবৃন্দকে কোণঠাসা করতে চায়। কিন্তু এতেও কোন ফল না হ'লে এবং মাঠে-ময়দানে এরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়লে এদের প্রতিহিংসা ভিন্নরূপ লাভ করে। মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে এরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে চরম বিষোদ্গার করতে থাকে। যা দেশের সংবাদপত্র থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। আর একশ্রেণীর সাংবাদিক এ মিথ্যা ও উদ্ভট তথ্য লুফে নিয়ে প্রচার করে পত্রিকার কাটতি বাড়ায়। এমনকি রাজশাহীর লাখো জনতার নিয়মিত প্রকাশ্য তাবলীগী ইজতেমাকে 'জঙ্গী সমাবেশ'(?) বলার অপচেষ্টা চালায়। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেমগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ১৯৯৭ সালের 'তাবলীগী ইজতেমা'কে এদেশের দু'একটি চিহ্নিত জাতীয় দৈনিক 'আলকায়েদা নেতার রাজশাহী সফর ও জঙ্গী সমাবেশ' বলে সর্বোচ্চ মিথ্যাচার করে। এফবিআই-এর তথাকথিত তালিকাভুক্তির মিথ্যা কাহিনী রচনা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আহলেহাদীছ আলেমগণের বিরুদ্ধে চালায় চরম মিথ্যাচার। আহলেহাদীছ আন্দোলনের দু'জন কর্মীর দাওয়াতে প্রবাসে চার হাযার মানুষ আহলেহাদীছ হওয়াকে এরা নিকৃষ্ট জঙ্গী হওয়ার সাথে তুলনা করার অপপ্রয়াস চালায়। ধিক! ঐ সমস্ত বিদেশী খুদকুঁড়ো খাওয়া সাংবাদিকদের, যারা সত্য জেনেও নির্লজ্জের মত কল্পকাহিনী রচনা করে।

অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী হে আহলেহাদীছ ভাই! তোমার ঘরে বাইরে সর্বত্র এখন শত্রুর আনাগোনা। তোমার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য, তোমার কালজয়ী আদর্শকে কালিমালিপ্ত করার জন্য, তোমাদের ঈর্ষণীয় অগ্রগতিতে ভীত-বিহ্বল শত্রুরা তাই এখন তোমার ঘরেই হানা দিয়েছে। তোমার কোমলমতি তরুণ ছেলেটিকেই ব্যবহার করছে হাতিয়ার হিসাবে। পরিণামে তোমাদের নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে বছরের পর বছর কারান্তরীণ রেখে গোটা আহলেহাদীছ জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। তোমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির মাধ্যমে এরা সুকৌশলে তোমাদের মজবুত ভীতকে নড়বড়ে করতে চায়। তোমাদেরকে জঙ্গী ও সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করে তোমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হক্বের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চায়। অতএব আর অলস বসে থাকার সময় কোথায়? ওঠো! জাগ্রত হও! ষড়যন্ত্রের সকল অলি-গলিতে সতর্ক পাহারা বসাও। তোমাদের অঢেল সম্পদ বাতিল শক্তি ছিনিয়ে নিচ্ছে। অথচ তুমি টেরও পাচ্ছ না। অতএব সাবধান হও! আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আন্দোলনে তোমার যাবতীয় সময়, শ্রম ও অর্থ কুরবানী করো। সকল মতানৈক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বীনে হক্ব প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করো।

পরিশেষে দেশের সরকার ও প্রশাসনকে বলব, আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন! গুটিকতেক নামধারী আহলেহাদীছের অপকর্মের দায়ভার দেশের তিন কোটি আহলেহাদীছের উপরে চাপানোর অপচেষ্টার ফলাফল নিঃসন্দেহে শুভ নয়। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেশের প্রতিথযশা আহলেহাদীছ আলেমগণকে বছরের পর বছর কারা নির্যাতনকারীদের এই জাতি শুধু ধিক্কারই জানাবে না, বরং ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে এরাই 'অত্যাচারী শাসক' হিসাবেই চিহ্নিত হবে। অতএব হে সরকার সাবধান!

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত অনারব শব্দাবলীঃ (শেষ কিস্তি)

ক্রমিক সংখ্যা	শব্দ	ভাষা	আয়াত	সূরার নাম ও ক্রমিক নং	পারা সংখ্যা	আয়াত নম্বর	আয়াতের অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
৭৩	غَسَّاقٌ ঠাণ্ডা, দুর্গন্ধ।	তুর্কী	فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ	ছোয়াদ (৩৮)	২৩	৫৭	'অতএব তারা এখন জাহান্নামের স্বাদ আস্বাদন করুক, যার পানি চূড়ান্ত গরম ও তাদের দেহরস চূড়ান্ত দুর্গন্ধযুক্ত'।
৭৪	غِيْضَ শুষ্ক করা হয়েছে। غاض থেকে ماضى مَجْهُوْلٌ	হাবশী	وَغِيْضَ الْمَاءُ	হূদ (১১)	১২	৪৪	'পানি শুষে নেয়া হ'ল'। নূহের তূফান উপলক্ষে বর্ণিত।
৭৫	فِرْدَوْسٌ	রোমক	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً	কাহ্ফ (১৮)	১৬	১০৭	'যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস হবে মেহমানখানা'।
৭৬	فُوْمٌ রসুন, গম।	ইবরানী	مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُوْمِهَا	বাক্বারাহ (২)	১	৬১	'অতএব তুমি আমাদের জন্য দো'আ কর তোমার প্রভুর নিকটে, যেন আমাদের জন্য যমীনে উৎপন্ন শস্যাদি যেমন তরকারি, কাঁকুড়, রসুন, ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি প্রদান করা হয়'। মান্না-সালওয়ার ন্যায় জান্নাতী খাদ্য বাদ দিয়ে মাটিতে উৎপন্ন খাদ্য চেয়ে মূসা (আঃ)-এর নিকটে তার কওমের দাবী পেশ।
৭৭	قَرَاطِيْسُ কাগজ সমূহ। একবচনে قِرْطَاسٌ	অনারব	تَجْعَلُوْنَهُ قَرَاطِيْسَ	আন'আম (৬)	৭	৯১	'তোমরা তা (তওরাতকে) কতগুলি ছিন্নপত্রে পরিণত করেছিলে মাত্র'। অর্থাৎ আমলহীন কেতাবে পরিণত করেছিলে।
৭৮	قِسْطٌ ন্যায়বিচার, ইনছাফ।	রোমক	شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ	মায়েদাহ (৫)	৬	৮	'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে স্বাক্ষ দানে অবিচল থাক'।
৭৯	قِسْطَاسٌ	রোমক	وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ	বনী ইসরাঈল	১৫	৩৫	'তোমরা সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন কর'।

	দাঁড়িপাল্লা		الْمُسْتَقِيْم	(১৭)			
৮০	قَسْوَرَةٌ বাঘ, শিকারী।	হাবশী	فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ	মুদ্দাছছির (৭৪)	২৯	৫১	'তারা যেন বাঘ দেখে (গাধার মত) পলায়নপর'। ক্বিয়ামতের মাঠে জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে।
৮১	قِطٌّ অংশ	নাবাত্বী	عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا	ছোয়াদ (৩৮)	২৩	১৬	'তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! ক্বিয়ামতের আগেই আমাদের আযাবের অংশ আমাদেরকে দ্রুত প্রদান করুন'।
৮২	أَقْفَالٌ তালা, একবচনে قُفْلٌ	ফারসী	أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا	মুহাম্মাদ (৪৭)	২৬	২৪	'নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ'?
৮৩	قُمَّلٌ উকুন একবচনে قُمَّلَةٌ	ইবরানী	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ	আ'রাফ (৭)	৯	১৩৩	'অতঃপর আমরা তাদের উপরে (গযব আকারে) প্রেরণ করলাম প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত...'। ফেরাঊনের কওমের উপরে আগত আযাবের বর্ণনা।
৮৪	قِنْطَارٌ অগাধ মাল-সম্পদ, স্বর্ণের থলি। রোমক ভাষায় ১২০০ উক্বিয়াহ, সুরিয়ানী ভাষায় গরুর চামড়া ভর্তি সোনা বা রূপা।	রোমক/ সুরিয়ানী	مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ	আলে ইমরান (৩)	৩	৭৫	'আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যদি তুমি অগাধ মাল-সম্পদ আমানত রাখ তবুও তারা তা তোমাকে দিয়ে দিবে'।
৮৫	قَيُّوْمٌ সকল কিছুর ধারক, তত্ত্বাবধায়ক।	সুরিয়ানী	هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ	বাক্বারাহ (২)	৩	২৫৫	'তিনি চিরঞ্জীব ও সকল কিছুর ধারক'।
৮৬	كَافُوْرٌ কর্পূর, জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম, অতীব সুগন্ধিযুক্ত ও ধবধবে সাদা।	ফারসী	مِزَاجُهَا كَافُوْرًا	দাহর (৭৬)	২৯	৫	'নেককার ব্যক্তিগণ জান্নাতের এমন পানীয় পান করবে, যা হবে কর্পূর মিশ্রিত'।
৮৭	كَفِّرْ 'দূরীভূত করে	নাবাত্বী	وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا	আলে ইমরান (৩)	৪	১৯৩	'(হে প্রভু) আমাদের পাপসমূহ দূরীভূত করুন'।

	দাও'। تَكْفِيْرٌ মাদ্দাহ থেকে أمرحاضرمعروف						
৮৮	كِفْلَيْن 'পূর্ণ দুই অংশ' একবচনে كِفْلٌ	হাবশী	يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِه	হাদীদ (৫৭)	২৭	২৮	'তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে পূর্ণ দু'অংশ দিবেন'।
৮৯	كَنْزٌ খনি, বহুবচনে كُنُوْزٌ	ফারসী	لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ	হূদ (১১)	১২	১২	'তাঁর উপরে কেন নাযিল হয়নি সম্পদের খনি...'। রাসূলের বিরুদ্ধে কাফিরদের বক্তব্য প্রসঙ্গে বর্ণিত।
৯০	كُوِّرَتْ 'লেপটানো' التَّكْوِيْر মাদ্দাহ হ'তে واحد مؤنث ماضي مجهول	ফারসী	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ	তাকভীর (৮১)	৩০	১	'যেদিন সূর্যকে জ্যোতিহীন করা হবে'। ক্বিয়ামত দিবসের বর্ণনা প্রসঙ্গে।
৯১	لِيْنَةٌ তাজা খেজুর গাছ।	ইবরানী	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ	হাশর (৫৯)	২৮	৫	'তোমরা যে তাজা খেজুর গাছ কর্তন করেছ, বা কিছু না কেটে মূলের উপরে দণ্ডায়মান রেখে দিয়েছ, সবই আল্লাহর হুকুমে'।
৯২	مُتَّكَأً আসন, যার উপরে ঠেস দিয়ে বসা হয়। اسم اتكأ থেকে ظرف হয়েছে।	হাবশী	وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً	ইউসুফ (১২)	১২	৩১	'যখন আযীযপত্নী (যুলায়খা) নগরীর মহিলাদের নিন্দাবাদের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে পাঠালো এবং তাদের জন্য ভাল আসন ও খানাপিনার ব্যবস্থা করল'।
৯৩	مَجُوْسٌ মজূসী, অগ্নি উপাসক, পারস্যের প্রাচীন ধর্মীয় ফের্কা, যারা ভাল ও মন্দের জন্য দুই খোদাকে মান্য করে। ভাল-র খোদা	অনারব	وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسَ	হজ্জ (২২)	১৭	১৭	'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী, ছাবেঈ, নাছারা, মজূসী এবং যারা মুশরিক আল্লাহ তাদের বিষয়ে ক্বিয়ামতের দিন ফায়ছালা করবেন'।

	'ইয়াদদান' এবং মন্দ-এর খোদা হ'ল 'আহ্‌রিমান'।						
৯৪	مَرْجَانٌ ছোট মনিমুক্তা	আজমী	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	আর-রহমান (৫৫)	২৭	২২	'(মিষ্ট ও লবণাক্ত দুই সাগরের) গর্ভ হ'তে বের হয়ে থাকে বড় ও ছোট মনিমুক্তা সমূহ'।
৯৫	مِسْكٌ মিশকে আম্বর, সুগন্ধি।	ফারসী	خِتَامُهُ مِسْكٌ	মুত্বাফ-ফেফীন (৮৩)	৩০	২৬	'জান্নাতীদের পান করানো হবে (এমন সর্বোচ্চ মানের পানীয়) যার অবশিষ্টাংশটুকুও হবে মিশকের সুগন্ধিযুক্ত'।
৯৬	مِشْكٰوةٌ চেরাগদান, আলো রাখার তাক।	হাবশী	كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ	নূর (২৪)	১৮	৩৫	'আল্লাহ্‌র জ্যোতির উদাহরণ একটি চেরাগদানির ন্যায়; যাতে চেরাগ রয়েছে।
৯৭	مَقَالِيْدُ চাবি সমূহ, খনি সমূহ। একবচনে مَقْلَادٌ	ফারসী	لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ	যুমার (৩৯)	২৪	৬৩	'তাঁর হাতেই রয়েছে আসমান ও যমীনের চাবিসমূহ'।
৯৮	مَرْقُوْمٌ লিপিবদ্ধ رَقْمًا মাদ্দাহ হ'তে اسم مفعول	ইবরানী	كِتَابٌ مَرْقُوْمٌ	মুত্বাফফেফীন (৮৩)	৩০	২০	'(ইল্লীল হ'ল) লিপিবদ্ধ খাতা'।
৯৯	مُزْجَاةٌ সামান্য, তুচ্ছ, মূল্যহীন। إِزْجَاءٌ থেকে اسم مفعول واحد مؤنث	আজমী	وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ	ইউসুফ (১২)	১৩	৮৮	'আমরা এসেছি মূল্যহীন কিছু মালামাল নিয়ে। এর বিনিময়ে আপনি আমাদের পুরোপুরি খাদ্য দিন এবং আমাদের উপরে ছাদাক্বা করুন'। ইউসুফের নিকটে গিয়ে তার ক্ষুধার্ত সৎ ভাইদের কাতর আবেদন।
১০০	مَلَكُوْتٌ শব্দটি কেবল আল্লাহ্‌র জন্য খাছ। যার অর্থ বিশাল	নাবাত্বী	وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ	আন'আম (৬)	৭	৭৫	'এমনিভাবে আমরা ইবরাহীমকে দেখিয়েছিলাম আসমান ও যমীনের বিশাল সাম্রাজ্য (বা তার বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ)'।

	সাম্রাজ্য।						
১০১	مَنَاصٌ নাজাত, রেহাই। نَوْصٌ মাদ্দাহ হ'তে مصدر	নাবাত্বী	وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ	ছোয়াদ (৩৮)	২৩	৩	'তাদের পূর্বে যুগে যুগে আমরা বহু জনপদকে ধ্বংস করেছি। তখন তারা চিৎকার করেছে। কিন্তু রেহাই পাবার কোন উপায় ছিল না'।
১০২	مِنْسَأَةٌ লাঠি, দড়ি نَسَأَ (হাঁকানো) থেকে اسم آله	হাবশী	تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ	সাবা (৩৪)	২২	১৪	'অতঃপর যখন আমরা তার মৃত্যুর ফায়ছালা করলাম, তখন তার মৃত্যুর নিদর্শন কিছুই বুঝা গেল না, কেবলমাত্র তখনই যখন মাটির পোকা-মাকড় তার (হাতে ধরা) লাঠিটি খেয়ে ফেলল। অতঃপর তিনি পড়ে গেলেন'। সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর কাহিনী প্রসঙ্গে।
১০৩	مُنْفَطِرٌ বিদীর্ণকারী, اِنْفِطَارٌ মাছদার হ'তে اسم فاعل	হাবশী	السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ	মুযযাম্মিল (৭৩)	২৯	১৮	'সেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে'।
১০৪	مُهْلٌ তৈলছটা	মরক্কো	يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ	কাহ্ফ	১৫	২৯	'যখন তারা (বাঁচাও বাঁচাও বলে) পানাহ চাইবে, তখন তাদেরকে টগবগে গরম তৈলের ছিটার ন্যায় পানি দেওয়া হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ঝলসিয়ে দেবে'।
১০৫	نَاشِئَةٌ রাতে ওঠা, রাতের ইবাদত।	হাবশী	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ	মুযযাম্মিল (৭৩)	২৯	৬	'নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ ইবাদতে দৃঢ়তা এবং সুন্দর ক্বিরাআতের (উপযুক্ত সময়)'।
১০৬	ن হুরূফে মুক্বাত্ত্বা'আতের অন্তর্ভুক্ত।	ফারসী	ن – وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُوْنَ	ক্বলম (৬৮)	২৯	১	'নূন' এর অর্থ কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন'। 'কলমের কসম এবং যা তারা লেখে'।
১০৭	هُدْنَا আমরা ফিরে এসেছি, তওবা করেছি।	ইবরানী	إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ	আ'রাফ (৭)	৯	১৫৬	'নিশ্চয়ই আমরা আপনার দিকে ফিরে এসেছি'।
১০৮	هُوْدٌ	আজমী	أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ	হূদ (১১)	১২	৬০	'ধ্বংস হৌক আদ-ইহুদী কওম'।

	ইহুদী লোক। هَائِدٌ -এর বহুবচন।		هُوْدٍ				
১০৯	هَوْنٌ নম্রতা	সুরিয়ান/ আরবী	يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	ফুরক্বান (২৫)	১৯	৬৩	'আল্লাহ্র খালেছ বান্দা তারাই, যারা যমীনের উপরে চলে নম্রভাবে'।
১১০	هَيْتَ لَكَ 'তুমি জলদি এসো।	ক্বিবতী/ সুরিয়ানী	وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ	ইউসুফ (১২)	১২	২৩	'(যোলায়খা ইউসুফকে) বলল, জলদি এসো'।
১১১	وَرَاءَ আগে, পিছে, ব্যতীত। اسم ظرف বিপরীতার্থক (لغات اضداد) শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত।	নাবাত্বী/ অনারব	وَاللهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيْطٌ-	বুরূজ (৮৫)	৩০	২০	'আল্লাহ তাদের আগে-পিছে পরিবেষ্টন করে আছেন'।
১১২	وَرْدَةً গোলাবী, গোলাপ ফুল। বহুবচনে وُرُوْدٌ	নাবাত্বী/ অনারব	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	আর-রহমান (৫৫)	২৭	৩৭	'যেদিন আসমান বিদীর্ণ হবে, অতঃপর চর্মের ন্যায় লালচে রং ধারণ করবে'।
১১৩	وَزَرٌ আশ্রয়স্থল	নাবাত্বী/ অনারব	كَلاَّ لاَ وَزَرَ	ক্বিয়ামাহ (৭৫)	২৯	১	'কখনোই না। তাদের কোন আশ্রয়স্থল হবে না'।
১১৪	يَاقُوْتٌ মূল্যবান মুক্তা। একবচনে ياقوتة বহুবচনে يَوَاقِيْتُ	ফারসী	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ	আর-রহমান (৫৫)	২৭	৫৮	'জান্নাতী হূরগণ যেন মুক্তা সদৃশ'।
১১৫	لَنْ يَحُوْرَ 'সে কখনোই ফিরে আসবে না'। حَوْرٌ মাদ্দাহ থেকে।	হাবশী	إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ	ইনশিক্বাক্ব (৮৪)	৩০	১৪	'সে ধারনা করে যে, সে আর কখনই পুনরুত্থিত হয়ে (আল্লাহ্র কাছে) ফিরে আসবে না'।
১১৬	يسن	হাবশী	يسن	ইয়াসীন (৩৬)	২২	১	'ইয়াসীন'-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা জানেন।

	হুরূফে মুক্বাত্ত্বা 'আতের অন্তর্ভুক্ত						
১১৭	يَصِدُّوْنَ 'তারা শোরগোল করে'।	হাবশী	إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ	যুখরুখফ (৪৩)	২৫	৫৭	'তখন (হে মুহাম্মাদ!) তোমার কওম (ঈসা) সম্পর্কে শোরগোল করে দিল'।
১১৮	يُصْهَرُ 'গলিয়ে দেওয়া হবে' صَهْرٌ মাদ্দাহ হ'তে	মরক্কো	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ	হজ্জ (২২)	১৭	২০	'(গরম পানি দিয়ে) গলিয়ে দেওয়া হবে, যা কিছু তাদের পেটের মধ্যে আছে'। জাহান্নামের আযাবের বর্ণনা।
১১৯	اليَمُّ সমুদ্র, গভীর পানি	সুরিয়ানী	فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ	ত্বা-হা (২০)	১৬	৭৮	'অতঃপর তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিল'। ফেরাঊনের ডুবে মরার বর্ণনা।
১২০	يَهُوْدُ মূসা (আঃ)-এর দিকে সম্বন্ধকারী' দল। একবচনে يَهُوْدِيٌّ	আজমী	وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ	বাক্বারাহ (২)	১	১১৩	'ইহুদীরা বলে যে, নাছারাগণ কিছুর উপরে নেই' (অর্থাৎ ওরা সত্যভ্রষ্ট এবং ওরা কিছু নয়)।

সর্বমোট হিসাবঃ

ক্রমিক নং	ভাষা	শব্দ সংখ্যা		ক্রমিক নং	ভাষা	শব্দ সংখ্যা
১	হাবশী/যানজী	২৮		৮	মরক্কো	৪
২	ফারসী	১৮		৯	ক্বিবত্বী	২
৩	ইবরানী/আরবী (হিব্রু)	১৬		১০	অনারব	৩
৪	নাবাত্বী	১৯		১১	কালদীয়	১
৫	সুরিয়ানী	১১		১২	তুর্কী	১
৬	আজমী	৯		১৩	পরিষ্কার নয়	১
৭	রোমক	৭	**সর্বমোট ১৩ টি ভাষায় ১২০টি শব্দ**			

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

–ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৪র্থ কিস্তি)

(গ) যিন্দীক্বদের দ্বারা রচিত জাল হাদীছঃ

জাল হাদীছ রচনায় যিন্দীক্ব[৯৭] সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। যখন ইসলামের বিজয় পতাকা সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ইসলামের কালজয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে দলে লোক ইসলামের চির শান্তিময়, কল্যাণকামী পতাকাতলে সমবেত হ'তে লাগল, তখন একশ্রেণীর স্বার্থপর ব্যক্তি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ইসলামের এই অব্যাহত সফলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠল। তারা পলিসি হিসাবে বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণকেই বেছে নিল। কিন্তু বাস্তবে এরা ছিল ইসলামের ঘোর শত্রু, বকধার্মিক। আল্লাহ্র মনোনীত এই দ্বীনকে সমূলে ধ্বংস করার নিমিত্তেই এরা সাময়িকভাবে ইসলামী লেবাস পরিধান করেছিল মাত্র। এরাই ইতিহাসে যিন্দীক্ব নামে পরিচিত। এরা ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মূল হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র বাণীকে কালিমালিপ্ত করা। অর্থাৎ মিথ্যা হাদীছ রচনা করে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে চালিয়ে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করাকে বেছে নিল। তারা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তাদের এ অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। ডঃ মুস্তফা আস্-সুবাঈ বলেন, 'কখনও তারা ধারণ করত অতি সংগোপনে শী'আ রূপ, কখনও ভূষিত হ'ত সংসারত্যাগী ভূষণে, পরিধান করত ছূফীদের বেশ, কখনও নিজেদেরকে আবৃত করত হিকমত ও দর্শনের আবরণে। এ সমস্ত ছদ্মাবরণের ভিতর দিয়ে তারা ঐ বুলন্দ ইমারতের গায়ে ফাটল ধরাতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে থাকল, যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'।[৯৮]

কয়েকজন যিন্দীক্ব হাদীছ জালকারীর স্বীকারোক্তি থেকে এবং মুহাদ্দেছীনে কেরামের ভাষ্য থেকে তাদের জাল হাদীছ রচনার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানা যায়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আব্দুল করীম ইবনু আবীল 'আওজা নামক জনৈক যিন্দীক্বকে কতল করার জন্য উপস্থিত করা হ'লে সে বলে,

وَاللهِ لَقَدْ وَضَعْتُ فِيْكُمْ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ. أُحَرِّمُ فِيْهَا الْحَلاَلَ. وَ أُحِلُّ فِيْهَا الْحَرَامَ.

'আল্লাহর শপথ, আমি চার হাযার হাদীছ জাল করেছি। এগুলিতে আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করেছি'।[৯৯]

২. আব্বাসীয় খলীফা আল-মাহদী বলেন,

أَقَرَّ عِنْدِىْ رَجُلٌ مِّنَ الزَّنَادِقَةِ أَنَّهُ وَضَعَ أَرْبَعَ مِائَةِ حَدِيْثٍ فَهِىَ تَجُوْلُ فِىْ أَيْدِى النَّاسِ.

'আমার নিকট যিন্দীক্বদের এক ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে চারশত হাদীছ জাল করেছে, যা মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে'।[১০০]

৩. হাম্মাদ ইবনু যায়েদ বলেন,

وَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفِ حَدِيْثٍ. يَبُثُّوْهَا فِىْ النَّاسِ.

'যিন্দীক্বরা ১২ হাযার জাল হাদীছ রচনা করে মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়'। অন্য সূত্রে তিনি বলেন,

---

৯৭. *'যিন্দীক্ব' (زنديق) শব্দটি একবচন। বহুবচনে 'যানাদিকাহ' (زنادقة) ও 'যানাদীকুন' (زناديق)। আভিধানিক অর্থ- অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পথভ্রষ্ট। পরিভাষায় যারা মুসলিমবেশী কাফের অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও ইসলামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তারাই যিন্দীক্ব। যিন্দীকদের পরিচয় দিতে গিয়ে ওমর ইবনু হাসান ওছমান আল-ফালাতা বলেন,*

الزنادقة : هم الذين يأولون القرآن والسنة تأويلا فاسدا منافيا لأصول العقيدة الإسلامية.

-'যিন্দীক্ব তারাই, যারা কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী আক্বীদার মূলনীতি বিরোধী অপব্যাখ্যা করে'।
দ্রঃ আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০; ইবনু কাছীর (রাঃ) বলেন,

الزنادقة : الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم. لما وقر فى نفوسهم من الحقد على الإسلام و أهله. يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين. و هم المنافقون حقا.

দ্রঃ আল-বা'ইছুল হাছীছ ফি শারহি ইখতিছারি 'উলুমিল হাদীছ, পৃঃ ৬৫।

৯৮. মূল 'আরবীঃ

متسترين بالتشيع أحيانا. وبالزهد والتصوف أحيانا. وبالفلسفة والحكمة أحيانا. وفى كل ذلك إنما يتوخون إدخال الخلل فى بناء ذلك الصرح الشامخ الذى أقامه محمد صلى الله عليه وسلم.
দ্রঃ আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৪।

৯৯. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২০৭-২০৮; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৪-৩৫; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫; মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৫; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*

১০০. *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৪; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২০৮; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*

وَضَعَتِ الزَّنَادِقَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفِ حَدِيْثٍ .

'যিন্দীক্বরা ১৪ হাযার জাল হাদীছ রচনা করে'।[১০১]

৪. 'আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল-মুকরী বলেন,

إِنَّ رَجُلاً مِّنْ أَهْلِ الْبِدَعِ رَجَعَ عَنْ بِدْعَتِهِ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: أُنْظُرُوْا هٰذَا الْحَدِيْثَ عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَهُ، فَإِنَّا كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا رَأْيًا جَعَلْنَا لَهُ حَدِيْثًا.

'একজন বিদ'আতী তার বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে ফিরে এসে বলতে লাগল, তোমরা কার কাছ থেকে এই হাদীছ গ্রহণ করছ তা লক্ষ্য কর। কারণ আমরা যখন কোন 'রায়' বা মতামত দেখতে পেতাম তখনই তার জন্য একটি হাদীছ তৈরী করতাম'।[১০২]

যিন্দীক্বরা বিভিন্ন বিষয়ে হাদীছ জাল করেছে। এর মধ্যে আক্বীদা, ফিক্বহ, আখলাক্ব, হালাল-হারাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০৩] ইবনু কুতায়বা (রহঃ) বলেন, 'তিনভাবে হাদীছ মিশ্রণ ও ফাসাদ প্রবেশ করেছে। তন্মধ্যে যিন্দীক্বরা অন্যতম। অসম্ভব ও বাজে হাদীছ রচনার দ্বারা তারা ইসলামকে ভ্রান্ত প্রমাণ ও তিরস্কার করার জন্য সিদ্ধহস্ত ছিল। যেমন, ঘোড়ার রগ, ফেরেশতাদের পরিচর্যা, বুকের পালক, উভয় কব্জির নূর প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত হাদীছ, যেগুলিকে অনেক বিষয়ের সাথে মিলিয়ে দিয়েছে, যা হাদীছবিদগণের নিকট অস্পষ্ট নয়'।[১০৪]

যিন্দীক্বদের প্রতিরোধঃ

যিন্দীক্বদের এ ফিৎনা সর্বতোভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আব্বাসীয় খলীফাগণ তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলামের এ কৃমিকীটদের শায়েস্তা করার জন্য যারা তাদের গর্দানে সর্বাগ্রে তলোয়ার হেনেছিলেন, তাদের মধ্যে খলীফা আল-মাহদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যিন্দীক্বদের জন্য একটি রাজকীয় বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন, যেখানে তাদের শীর্ষস্থানীয় ভণ্ডদের উপস্থিত করে শাস্তি প্রদান করা হ'ত। জাল হাদীছ রচনাকারী এসব যিন্দীক্বদের মধ্যে 'আব্দুল করীম আবুল 'আওজা ছিল সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত। এতদ্ব্যতীত বায়ান ইবনু সাম'আন আল-মাহদী ও মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আল-মাছলূবও শীর্ষ হাদীছ জালকারীদের অন্যতম ছিল। এদের সকলকেই জাল হাদীছ রচনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল।[১০৫]

যিন্দীক্বদের রচিত কতিপয় জাল হাদীছঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিন্দীক্বরা বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য হাদীছ জাল করেছে। এখানে উদাহরণ স্বরূপ তাদের রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাল হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল-

১- أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ.

(১) 'আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী নেই, তবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন'।

উল্লেখ্য যে, মুসনাদে আহমাদে হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ إِلاَّ أَنْ يَّشَاءَ اللهُ -এর সাথে সংযুক্ত করে যিন্দীক্বরা এ হাদীছটি জাল করেছে।[১০৬]

২- رَأَيْتُ رَبِّيْ لَيْسَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ فَرَأَيْتُ كُلَّ شَيْئٍ مِنْهُ حَتَّى رَأَيْتُ تَاجًا مَّخْصُوْصًا مِّنَ اللُّؤْلُؤِ.

(২) 'আমি আমার প্রভুকে দেখলাম, আমার ও তাঁর মধ্যে কোন আবরণ ছিল না। অতঃপর আমি তাঁর সবকিছু দেখলাম, এমনকি আমি দেখলাম মুক্তাখচিত একটি বিশেষ মুকুট'।[১০৭]

৩- يَنْزِلُ رَبُّنَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ يُصَافِحُ الرُّكْبَانَ وَيُعَانِقُ الْمُشَاةَ.

(৩) 'আরাফাতের সন্ধ্যায় আমার রব এক ধূসর বর্ণের উটের উপর আরোহণ করে অবতরণ করলেন, তিনি

---

১০১. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২০৮; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৫; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২।*

১০২. *আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫।*

১০৩. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৫; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৫।*

১০৪. *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৫।*

১০৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫।*

১০৬. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৪; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫।*

১০৭. *আল-হাদীছুন নববী, পৃঃ ৩০৮-০৯; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৪।*

মুছাফাহা করলেন আরোহীদের সাথে এবং আলিঙ্গন করলেন পথচারীদের সাথে'।[১০৮]

٤- خَلَقَ اللهُ الْمَلاَئِكَةَ مِنْ شَعْرِ ذِرَاعَيْهِ وَ صَدْرِهِ.

(৪) 'আল্লাহ ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন তার দু'হাত ও বক্ষের পশম হ'তে'।[১০৯]

٥- إِنَّ اللهَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُخْلُقَ نَفْسَهُ خَلَقَ الْخَيْلَ وَاَجْرَهَا فَعَرِقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا.

(৫) 'আল্লাহ যখন নিজেকে সৃষ্টি করতে মনস্থ করলেন, তখন একটি ঘোড়া সৃষ্টি করলেন। এরপর তিনি ঐ ঘোড়াকে দৌড়ালেন, ফলে উক্ত ঘোড়া ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর ঐ ঘোড়া থেকেই তিনি নিজেকে সৃষ্টি করলেন'।[১১০]

٦- إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ الْحُرُوْفَ سَجَدَتِ الْبَاءُ وَوَقَفَتِ الْأَلِفُ.

(৬) 'আল্লাহ তা'আলা যখন 'আরবী বর্ণমালা সৃষ্টি করলেন, তখন 'বা' (ب) সিজদা করল এবং 'আলিফ' (الف) দাঁড়িয়ে থাকল'।[১১১]

٧- اَلنَّظْرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيْلِ عِبَادَةٌ.

(৭) 'সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো 'ইবাদত'।[১১২]

٨- اَلْبَاذِنْجَانُ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

(৮) 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ'।[১১৩]

(২) জাতি, গোত্র, ভাষা, দেশ ও ইমামপ্রীতির কারণে হাদীছ জালকরণঃ

জাল হাদীছ রচনার কারণসমূহের মধ্যে আরেকটি অন্যতম কারণ হ'ল জাতীয়তাবাদ, গোত্রপ্রীতি, ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ, বিভিন্ন স্থান ও স্ব স্ব অনুসরণীয় ইমামদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গোঁড়া সমর্থকদের দ্বারা হাদীছ জালকরণ। এক গোত্রের লোক অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে, এক ভাষাভাষির লোক অন্যভাষীকে হেয় করার জন্য, এক দেশের লোক অন্য দেশের উপরে নিজ দেশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্তে এবং এক ইমামের অনুসারীরা স্বীয় ইমামের প্রশংসায় এবং অন্য ইমামের কুৎসা রটনা করে জাল হাদীছ রচনা করে সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে থাকে। এভাবে একশ্রেণীর দুষ্টচক্রের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র হাদীছে জাল হাদীছের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়।

ডঃ আকরাম যিয়া আল-ওমরী বলেন, 'জাল হাদীছ রচনার সূত্রপাতে পক্ষপাতিত্ব বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চাই তা জাল হাদীছ রচনাকারীদের বসবাসের স্থানের জন্য হোক অথবা যে জাতির দিকে তারা সম্পৃক্ত সে জন্য হোক কিংবা যে ইমামের মাযহাবী ফিক্বহের অনুকরণ করে, তার জন্য হোক'।[১১৪] ডঃ হাসান মুহাম্মাদ মাক্বববূলী আল-আহদাল বলেন, 'স্বপক্ষপ্রীতি, চাই তা জাতির জন্য অথবা বংশের জন্য অথবা স্থানের জন্য অথবা ফিক্বহী মাযহাব সমূহের জন্য অথবা যুক্তি বা তর্কশাস্ত্র সম্পর্কিত অথবা বিভিন্ন জাতীয়তবাদের জন্য কিংবা গোত্রপ্রীতির জন্য হোক, যা মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি করেছে, এগুলির সবই জাল হাদীছ প্রসারে ভূমিকা পালন করেছে'।[১১৫]

এখানে উদাহরণ স্বরূপ এ জাতীয় কয়েকটি জাল হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল-

(ক) ভাষার প্রশংসা ও নিন্দায় রচিত জাল হাদীছঃ

ফারসী ভাষাভাষীরা তাদের ভাষার প্রশংসা ও আরবী ভাষার নিন্দায় নিম্নোক্ত হাদীছটি রচনা করে-

١. إِنَ اللهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ إِذَا رَضِىَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ بِالْفَارِسِيَّةِ.

(১) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যখন ক্রোধান্বিত হন তখন আরবী ভাষায় অহি নাযিল করেন। আর যখন খুশী থাকেন তখন অহি নাযিল করেন ফারসী ভাষায়'।[১১৬] আর এর জবাব দিতে গিয়ে আরবের একদল লোক রচনা করে বসে নিম্নোক্ত হাদীছঃ

٢. إِنَّ اللهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ إِذَا رَضِىَ أَنْزَلَ الْوَحْىَ بِالْعَرَبِيَّةِ.

---

১০৮. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৪; যাল-হাদীছুন নববী, পৃঃ ৩০৮।*

১০৯. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।*

১১০. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।*

১১১. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৪।*

১১২. *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ১৩২; আল-হাদীছুন নববী, পৃঃ ৩০৮; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৪।*

১১৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৪।*

১১৪. *বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৪১-৪২।*

১১৫. *মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৫।*

১১৬. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫; আল-হাদীছুন নববী, পৃঃ ৩০৯; মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৫।*

(২) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন রাগান্বিত হন, তখন অহি নাযিল করেন ফারসী ভাষায়। আর যখন খুশী থাকেন, তখন অহি নাযিল করেন 'আরবী ভাষায়'।[১১৭]

٣. أَبْغَضُ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالْفَارِسِيَّةِ وَ كَلاَمُ الشَّيْطَانِ الْخُوْزِيَّةُ وَ كَلاَمُ أَهْلِ النَّارِ الْبُخَارِيَّةُ وَ كَلاَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ.

(৩) 'আল্লাহ্র নিকটে ঘৃণিত বাক্য (ভাষা) হচ্ছে ফারসী, শয়তানের ভাষা হচ্ছে খূযিয়া, জাহান্নামবাসীদের ভাষা হচ্ছে বুখারিয়া এবং জান্নাতীদের ভাষা হচ্ছে আরবী'।[১১৮]

٤. إِنَّ كَلاَمَ الَّذِيْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ أَنَّ اللهَ إِذَا أَوْحَى أَمْرًا فِيْهِ يُسْرٌ أَوْحَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ إِذَا أَوْحَى أَمْرًا فِيْهِ شِدَّةٌ أَوْحَاهُ بِالْعَرَبِيَّةِ.

(৪) 'আরশের পাশে অবস্থানকারীদের ভাষা হ'ল ফারসী। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সহজ কাজের অহি করেন, তখন ফারসী ভাষায় তা নাযিল করেন। আর কোন কঠিন বিষয়ের অহি প্রেরণ করলে তা আরবী ভাষায় নাযিল করেন'।[১১৯]

(খ) স্থান ও যামানার প্রশংসায় রচিত জাল হাদীছঃ

٥. أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مُدُنِ الْجَنَّةِ فِيْ الدُّنْيَا: مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ دِمَشْقُ. وَ أَرْبَعُ مَدَائِنَ مِنْ مُدُنِ النَّارِ فِيْ الدُّنْيَا: اَلْقُسْطُنْطَنِيَّةُ وَ طَبَرِيَّةُ وَ أَنْطَاكِيَّةُ الْمُحْتَرِقَةُ وَ صَنْعَاءُ. وَ أَنَّ الْمِيَاهَ الْعَذْبَةَ. وَالرِّيَاحَ اللَّوَاقِحَ مِنْ تَحْتَ صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

(৫) 'পৃথিবীতে চারটি শহর হ'ল জান্নাতী শহরঃ মক্কা, মদীনা, বায়তুল মুক্বাদ্দাস ও দামেস্ক। আর চারটি শহর হ'ল জাহান্নামী শহরঃ কনস্টানটিনোপল, তাবারিয়া, আনতাকিয়া ও ছান'আ। আর পরিষ্কার পানি ও পরাগমিশ্রিত নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের প্রশস্ত পাথরের নীচ থেকে'।[১২০]

٦. جِنَانُ هٰذِهِ الدُّنْيَا دِمَشْقُ مِنَ الشَّامِ. وَ مَرْوُ مِنْ خُرَاسَانَ. وَ صَنْعَاءُ الْيَمَنِ وَ جَنَّةُ هٰذِهِ الْجِنَانِ صَنْعَاءُ.

(৬) 'এ দুনিয়ার হৃৎপিণ্ড হ'ল সিরিয়ার দামেস্ক, খুরাসানের মার্ভ এবং ইয়ামনের ছান'আ। আর এসব হৃৎপিণ্ডের জান্নাত হ'ল ছান'আ'।[১২১]

٧. أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مُفَتَّحَةٌ فِى الدُّنْيَا أَوَّلُهَا الْإِسْكَنْدَرِيَّةُ وَ عَسْقَلاَنُ وَ قَزْوِيْنُ. وَ فَضْلُ جِدَّةِ عَلَى هٰؤُلاَءِ كَفَضْلِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ عَلَى سَائِرِ الْبُيُوْتِ.

(৭) 'দুনিয়ায় জান্নাতের চারটি দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম হ'ল আলেকজান্দ্রিয়া। অতঃপর আসক্বালান ও কাযভীন। আর এগুলির উপর জেদ্দার মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সকল ঘরের উপর বায়তুল্লাহ্র মর্যাদা'।[১২২]

٨. أَهْلُ مَقْبَرَةِ عَسْقَلاَنَ يُرَفَّوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ الْعَرُوْسُ إِلَى زَوْجِهَا.

(৮) 'আসক্বালান শহরের কবরবাসীদেরকে ঐভাবে জান্নাতের দিকে সুসজ্জিত করে নেওয়া হবে, যেভাবে নববধূকে তার স্বামীর নিকটে সুসজ্জিত করে নেওয়া হয়'।[১২৩]

٩. رُفِعَتْ لِىَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَدِيْنَةً أَعْجَبَتْنِىْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ أَىُّ مَدِيْنَةٍ هٰذِهِ؟ قَالَ: هٰذِهِ نَصِيْبِيْنَ. فَقُلْتُ: اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ فَتْحَهَا وَ اجْعَلْ فِيْهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ بَرَكَةً.

(৯) 'আমার জন্য পৃথিবীকে তুলে ধরা হ'লে আমি একটি শহর দেখলাম, যেটি আমাকে আশ্চার্যান্বিত করল। আমি বললাম, হে জিবরীল! এটি কোন্ শহর? তিনি বললেন, এটি নাছীবীন শহর। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! উহার বিজয়কে ত্বরান্বিত কর এবং তাতে মুসলমানদের জন্য বরকত অবতীর্ণ কর'।[১২৪]

١٠. إِنَّ مِصْرَ سَتُفْتَحُ بَعْدِىْ. فَانْتَجِعُوْا (فَانْزَعُوْا) خَيْرَهَا وَ لاَ تَتَّخِذُوْهَا قَرَارًا. فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا.

---

১১৭. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৫।*

১১৮. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৪৩; মুছত্বালাহুল হাদীছ ওয়া রিজালুহু, পৃঃ ১৭৫; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন, পৃঃ ২০৯।*

১১৯. *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০; কিতাবুল মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১০; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন, পৃঃ ২০৯।*

১২০. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪২৮; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৯; কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১।*

১২১. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪২৮।*

১২২. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫২; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬০; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪২৮।*

১২৩. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪২৯; কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩।*

১২৪. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪৩২; কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪।*

(১০) 'আমার মৃত্যুর পর মিসর বিজিত হবে। সুতরাং তার কল্যাণ অনুসন্ধানের জন্য সেখানে যাও, তবে তাকে স্থায়ী নিবাস হিসাবে গ্রহণ করো না। কেননা সেখানে স্বল্পায়ু মানুষদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'।[১২৫]

١١. إِنَّ إِبْلِيْسَ دَخَلَ الْعِرَاقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَ دَخَلَ الشَّامَ فَطَرَدُوْهُ حَتّٰى بَلَغَ مِيْسَانَ. ثُمَّ دَخَلَ مِصْرَ فَبَاضَ فِيْهَا وَ فَرَخَ وَ بَسَطَ عَبْقَرِيَّةً.

(১১) 'ইবলীস ইরাকে প্রবেশ করলে সেখান থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় এবং শামে প্রবেশ করলে তারা (অধিবাসীরা) তাকে বিতাড়িত করে। এমনকি সে মীসানেও পৌঁছে। অতঃপর মিসরে প্রবেশ করে ডিম পাড়ে, বাচ্চা দেয় এবং বংশ বিস্তার করে'।[১২৬]

(গ) ইমামগণের প্রশংসায় ও নিন্দায় রচিত জাল হাদীছঃ

١٢. يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ اسْمُهُ النُّعْمَانُ. وَ كُنْيَتُهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ.

(১২) 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে নু'মান এবং কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা, সে আমার উম্মতের প্রদীপ'।[১২৭]

١٣. سَيَأْتِيْ مِنْ بَعْدِيْ رَجُلٌ اسْمُهُ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ. وَ يُكَنّٰى أَبَا حَنِيْفَةَ. لَيَحْيِيَ دِيْنَ اللهِ وَ سُنَّتِيْ عَلٰى يَدَيْهِ.

(১৩) 'আমার তিরোধানের পর একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে নু'মান ইবনু ছাবিত। তার কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা। তার হাতেই আল্লাহ্র দ্বীন ও আমার সুন্নাত পুনর্জীবিত হবে'।[১২৮]

١٤. يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ يُكَنّٰى أَبَا حَنِيْفَةَ يُجَدِّدُ اللهُ سُنَّتِيْ عَلٰى يَدَيْهِ.

(১৪) 'আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে নু'মান ইবনু ছাবিত। কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা। তার হাতে আল্লাহ আমার সুন্নাত সংস্কার করবেন'।[১২৯]

١٥. يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ يُكَنّٰى أَبَا حَنِيْفَةَ يُحْيِي اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ دِيْنِيْ وَ سُنَّتِيْ.

(১৫) 'আমার উম্মতের মধ্যে নু'মান ইবন ছাবিত নামে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হবেন, যার কুনিয়াত হবে আবূ হানীফা। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমার দ্বীন ও সুন্নাত বাঁচিয়ে রাখবেন'।[১৩০]

١٦. سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ فِتْنَتُهُ عَلٰى أُمَّتِيْ أَضَرُّ مِنْ إِبْلِيْسَ.

(১৬) 'অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোকের আবির্ভাব হবে, যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস (আশ-শাফেঈ)। সে আমার উম্মতের জন্য ইবলীস অপেক্ষাও বেশী ক্ষতিকর হবে'।[১৩১]

١٧. يَجِيْءُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ يُحْيِ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ هِجْرَتُهُ مِنْ خُرَاسَانَ إِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَهِجْرَتِيْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

(১৭) 'শেষ যামানায় একজন লোক আসবে, যার নাম হবে মুহাম্মাদ ইবনু কাররাম। সে আমার সুন্নাত ও জামা'আতকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার খুরাসান থেকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস পর্যন্ত হিজরত করা আমার মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ন্যায় গণ্য হবে'।[১৩২]

এভাবে নিজেদের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ভাষাকে সমুন্নত করার নিমিত্তে এবং স্ব স্ব এলাকার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রমাণ করার প্রত্যাশায় কত শত শত জাল হাদীছ যে তৎকালীন সময়ের বকধার্মিকরা রচনা করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। জাল হাদীছের গ্রন্থগুলিতে এবিষয়ে আরো অনেক জাল হাদীছ সংকলিত আছে। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র কয়েকটি হাদীছ উপস্থাপন করলাম।

[চলবে]

---

১২৫. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪৩৩; কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫।*

১২৬. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮; আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ, পৃঃ ৪৩৩; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫।*

১২৭. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭।*

১২৮. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮।*

১২৯. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮।*

১৩০. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯।*

১৩১. *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭; কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৯।*

১৩২. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫৮।*

ইবাদত কবুলের শর্তাবলী

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

অনেকে এমন কিছু আমল করে থাকে শরী'আতে যার কোন ভিত্তিই নেই। ভাল কাজের দোহাই দিয়ে তারা তা করে থাকে এবং বলে কুরআন-হাদীছে নেই তো কি হয়েছে, এটা তো খারাপ কিছু নয়? এই ভাল কাজের অজুহাতে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন প্রকার শিরক ও বিদ'আত। মীলাদীর নিকট মীলাদ করা ভাল, কবর ও পীর পূজারীর নিকট কবর ও পীর পূজা ভাল। এই ভালর চোরাগলি দিয়েই প্রবেশ করেছে ধর্মের নামে অধর্ম, সুন্নাতের নামে বিদ'আত। উল্লিখিত বিষয়গুলি যদিও আমাদের অনেকের নিকট খুব ভাল কিন্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে এর চেয়ে জঘন্য বিষয় আর কিছু নেই। এজন্য আমাদেরকে এমন আমল করতে হবে, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে ভাল ও গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

تبارك الّذىْ بيده الْمُلْكُ وهو على كلّ شيْءٍ قديْر الّذىْ خلق الْموت والْحياة ليبْلُوكُمْ أيُّكُمْ أحْسنُ عملا–

'পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব! তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ' *(মুলক ১-২)*।

ফুযায়েল বিন ইয়ায বলেন, এর অর্থ হ'ল- أخْلصُهُ وأصْوبُهُ অর্থাৎ যাতে করে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল ও সঠিক আমলকারী। নির্ভেজাল অর্থ শুধু আল্লাহ্র ওয়াস্তে হওয়া। আর সঠিক অর্থ নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকানুযায়ী হওয়া।[১] এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র দরবারে বেশী আমলের কোন গুরুত্ব নেই। বরং বেশী বেশী আমল করার পরেও জাহান্নামে যেতে হবে, যদি তাতে ইখলাছ ও রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা বিদ্যমান না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

عاملةٌ ناصبةٌ تصْلى نارا حامية–

'কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে' *(গাশিয়া ৩-৪)*। তিনি আরো বলেন,

وقدمْنا إلى ما عملُوا منْ عمل فجعلْناهُ هباءً منْثُورا–

'আমি তাদের কৃতকর্মগুলির দিকে অগ্রসর হয়ে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৩)*। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।-

ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে-

প্রথমতঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হ'তে হবে

আল্লাহ বলেন,

وما أُمرُوْا إلاّ ليعْبُدُوْا الله مُخْلصيْن لهُ الدّيْن حُنفاء–

'তারা তো আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছে' *(বাইয়িনাহ ৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولقدْ أُوحي إليْك وإلى الّذيْن منْ قبْلك لئنْ أشْركْت ليحْبطنّ عملُك ولتكُوْننّ من الْخاسريْن–

'(হে নবী!) আপনার ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই মর্মে অহি করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন তবে আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাবেন' *(যুমার ৬৫)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إنّ الله لايقْبلُ من الْعمل إلاّ ما كان لهُ خالصًا وابْتُغي به وجْهُهُ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ শুধুমাত্র ঐ আমলই গ্রহণ করেন, যা তাঁর জন্য নিরঙ্কুশভাবে করা হয় এবং শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়'।[৩]

তিনি আরো বলেন,

إنّ الله لاينْظُرُ إلى أجْسامكُمْ ولاّ إلى صُوركُمْ ولكنْ ينْظُرُ إلى قُلُوْبكُمْ وأعْمالكُمْ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহ ও চেহারার দিকে তাকাবেন না বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে'।[৪]

আবু দারদা নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

الدُّنْيا ملْعُوْنةٌ وملْعُوْنٌ ما فيْها إلاّ ما ابْتُغي به وجْهُ الله–

'দুনিয়াটা পুরোটাই অভিশপ্ত, তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেগুলিও অভিশপ্ত। ঐসব বিষয় ব্যতীত যা দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করা হয়'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার করা হবে। তারা হ'ল- ক্বারী (আলিম), মুজাহিদ ও দানবীর। আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে দানকৃত নে'মত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। ক্বারী (আলেম) বলবে,

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।*

১. *শায়খ ছালেহ আল-ফাউযান-এর 'আত্তাহকীর মিনাল বিদা' শীর্ষক ক্যাসেট থেকে সংগৃহীত।*

৩. *নাসাঈ, সনদ ছহীহ, আলবানী, ছহীহ তারগীব হা/৮।*

৪. *মুসলিম, ছহীহ তারগীব হা/১৫।*

৫. *ত্বাবারাণী, ছহীহ তারগীব, হা/৯।*

আমি আপনার জন্য কুরআন পড়েছিলাম ও ইলম শিক্ষা করে তা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি কুরআন এজন্যই পড়েছিলে যেন তোমাকে ক্বারী বলা হয়। ইলম শিখেছিলে ও শিখিয়েছিলে এজন্য যেন তোমাকে আলিম বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাকে তার নাকের উপরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

মুজাহিদ বলবে, আমি আপনার পথে যুদ্ধ করে নিজে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি এজন্যই যুদ্ধ করেছ যেন তোমাকে সাহসী বীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাকে তার নাকের উপরে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দানবীর বলবে, আপনি দান করতে পসন্দ করেন এমন কোন পথে দান না করে ছাড়িনি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমিতো দান করতে এজন্য যাতে তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশক্রমে তাকে তার নাকের উপর হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৬]

দ্বিতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী হওয়া। অপর বর্ণনায় নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ– 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৭] পক্ষান্তরে অপর হাদীছে এসেছে-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى–

'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে যা সে নিয়ত করে'।[৮] এ হাদীছটি অভ্যন্তরীণ আমলের দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ[৯] এর অর্থ হ'ল, আমল যতই ভাল হোক না কেন তা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী না হ'লে প্রত্যাখ্যাত হবে। অনুরূপভাবে আন্তরিক আমল তথা নিয়তে বিশুদ্ধতা আছে কি-না তার জন্য নিয়ত সংক্রান্ত হাদীছটি মানদণ্ড স্বরূপ। সুতরাং আমল যতই ভাল হোক না কেন তা যদি আল্লাহকে খুশী করার জন্য না হয়ে কোন বান্দাহকে দেখানোর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না।

কম আমল করেও জান্নাতে যাওয়া যায় যদি তা রাসূলের তরীকা অনুযায়ী হয়। পক্ষান্তরে বেশী আমল করেও জান্নাত লাভ করা তো দূরের কথা, রাসূলের উম্মত থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যদি তা রাসূলের তরীকা অনুযায়ী না হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

إِنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيْ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا–

'জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে। লোকটি বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। (আপনি আমাকে যা করতে বললেন) এর চেয়ে কোন কিছু বেশী করব না এবং তা থেকে কিছু কমও করব না। লোকটি ফিরে যেতে লাগলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি কেউ কোন জান্নাতবাসীকে দেখে খুশি হ'তে চায়, তাহ'লে সে যেন এই লোকটিকে দেখে'।[১০]

ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

إِنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ثَائِرُ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ: وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ–

'একজন বেদুইন এলোমেলো কেশে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে সংবাদ দিন আল্লাহ আমার উপর ছালাত হ'তে কি ফরয করেছেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তবে নফল হিসাবে আরো কিছু ছালাত পড়তে পার। লোকটি বলল, আমাকে এবার বলুন, আল্লাহ আমার উপর ছিয়াম হ'তে কি ফরয করেছেন? তিনি বললেন, রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয করেছেন। তবে নফল হিসাবে যা তুমি করতে পার। লোকটি বলল, এবার আমাকে

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫ 'ইলম' অধ্যায়।*
৭. *মুসলিম, ছহীহ তারগীব হা/৪৯।*
৮. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১।*
৯. *জামেউল উলূমে ওয়াল হিকাম।*
১০. *বুখারী হা/১৩৯৭, মুসলিম হা/১৪।*

বলুন, আল্লাহ যাকাত হ'তে আমার উপর কি ফরয করেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ইসলামের মৌলিক নীতিমালাগুলি বলে দিলেন। লোকটি বলল, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে হক্ব দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আমি কোন নফল ইবাদত করব না। আর আল্লাহ আমার উপর যা ফরয করেছেন তা থেকেও কিছু কম করব না। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে অবশ্যই সফলকাম হবে বা সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১১]

অন্য হাদীছে এসেছে,

جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ أَنَا أَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّى لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ فَإِنِّىْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ-

'তিন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের গৃহে এসে নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যখন তাদেরকে বলা হ'ল, তখন তারা নবী করীম (ছাঃ)-এর ইবাদতকে যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী করীম (ছাঃ) থেকে কোথায়? তাঁর তো পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আজ থেকে আমি সারা রাত (জেগে থেকে নফল) ছালাত আদায় করব। অপর ব্যক্তি বলল, আমি সারা জীবন ছিয়াম পালন করব কোন সময় ছিয়াম ভঙ্গ করব না। অপর ব্যক্তি বলল, আমি নারীদের থেকে পৃথক থাকব। আমি কখনোই বিয়ে-শাদী করব না। ইতিমধ্যেই নবী করীম (ছাঃ) উপস্থিত হ'লেন। তিনি বললেন, 'তোমরাই কি এরকম এরকম কথা বলেছ? তোমরা জেনে রাখ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি। এরপরেও আমি (কোন সময়) ছিয়াম পালন করি এবং ছিয়াম ভঙ্গও করি। রাতে (নফল) ছালাত পড়ি আবার নিদ্রাও যাই। আর আমি বিয়ে-শাদীও করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার এই আদর্শ থেকে বিমুখ হবে সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১২]

অত্র হাদীছগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমল কম হ'লেও জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা থাকতে পারে যদি তা নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী হয়। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা ব্যতীত বেশী আমল করে জান্নাত লাভ তো দূরের কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর উম্মত থেকে বহির্ভূত হওয়ারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা ভিত্তিক যে আমল করা হয় তাকে সুন্নাতী আমল বলে। আর তাঁর তরীকা পরিপন্থী হ'লে তাকেই বিদ'আতী আমল বলে। উল্লিখিত হাদীছ থেকে উভয় প্রকার আমলের পরিণতি অনুধাবন করা যায়। এজন্যই ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলতেন,

اَلْاِقْتِصَادُ فِىْ السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الْاِجْتِهَادِ فِىْ الْبِدْعَةِ

'সুন্নাতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা বিদ'আতী কাজে কঠোর পরিশ্রম করার চেয়েও উত্তম'।[১৩]

তিনি আরো বলেন, اِتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا وَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْعَتِيْقِ 'তোমরা অনুসরণ কর, বিদ'আত কর না। আর তোমরা প্রাচীন বিষয়গুলিকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর'।[১৪]

ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে ভাল মনে করে'।[১৫]

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমরা ইবাদত করতে এত ব্যস্ত যে ঐ ইবাদত নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হচ্ছে কি-না তা চিন্তা-ভাবনা করার সময়ও আমাদের নেই। এজন্যই আমরা ছওয়াব পাওয়ার আশায় অজান্তে দেদারসে এমন কিছু আমল করে যাচ্ছি যেগুলি জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ। যেমন- মীলাদ, শবেবরাত, চল্লিশা, খতমে জালালী, খতমে ইউনুস, কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, শবীনা খতম, উরস, কবরে চাদর দেয়া, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি কবরের উপর জ্বালানো, কবরে নযরানা পেশ করা প্রভৃতি। এগুলি এমন আমল যা নবী করীম (ছাঃ)-এর তরীকা পরিপন্থী হওয়ায় নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আর এর পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়। অতএব আসুন! কলুর বলদের মত অযথা পরিশ্রম করা থেকে বেঁচে থেকে ইখলাছ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর সুন্নাত ভিত্তিক আমল করি। শিরক ও বিদ'আতমুক্ত জীবন গড়ি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

---

১১. *বুখারী হা/৪৬, মুসলিম হা/১১, ইবনু হিব্বান হা/১৭২৪।*
১২. *বুখারী হা/৫০৬৩; মুসলিম হা/১৪০১।*
১৩. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১২৫, হা/৪১; হাকেম (১/১০৩), দারেমী, বায়হাক্বী, আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, (বৈরুত ছাপা) পৃঃ ৬।*
১৪. *ছহীহ তারগীব।*
১৫. *ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৮১।*

যালিমের পরিণতি

*আবু তাহের**

উপক্রমণিকাঃ

জন্মগ্রহণের পর নির্ধারিত একটি সময়ে মানুষকে এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়, এটি অবধারিত সত্য। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও দু'দিনের এই পার্থিব জীবনে মানুষের অহমিকার অন্ত নেই। একে অপরের উপর, এক সংগঠন কর্তৃক অপর সংগঠনের উপর, এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর যুলুম-নির্যাতন চালানোরও কোন সীমা-সরহদ্দ নেই। আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে যুলুম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সমগ্র পৃথিবী হয়ে উঠেছে মানবরূপী দানবদের অবাধ শোষণ ও নির্যাতনের লীলাভূমি। এই অত্যাচার-নির্যাতনের দিক থেকে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত। যালিম বা অত্যাচারী ও মাযলূম বা অত্যাচারিত। ইসলামের দৃষ্টিতে যালিমদের জন্য পরকালে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। আর ঈমানদার মাযলূমদের জন্য রয়েছে ক্ষমা, দয়া ও চির সুখময় স্থান জান্নাত। যালিমদের শাস্তি ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই হয়ে থাকে *(বাক্বারাহ ১১৪; মায়েদাহ ৩৩, ৪১; ইউনুস ৯৮; হজ্জ ৯; যুমার ২৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُوْنَ ط إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ- مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ-

'যালিমরা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর, এমনটি কখনো মনে করো না। তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে। মস্তক উপরে তুলে তারা ভীত-বিহ্বল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর সমূহ উড়ে যাবে' *(ইবরাহীম ৪২-৪৩)*। যুলুম-নির্যাতনের কারণে যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতাপশালী যালেমদেরকে ধ্বংস করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে কয়েকজনের পরিণতি তুলে ধরা হ'ল।-

ক্বাবীলঃ ক্বাবীল আদম (আঃ)-এর বড় পুত্র। বাইবেলে তার নাম Cain বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরব দেশে এই নাম ক্বাবীলে রূপান্তরিত হয়।[১] ক্বাবীল হ'ল পৃথিবীর প্রথম যালেম। সে আদম (আঃ)-এর শরী'আত অমান্য করে বিবাহ করতে উদ্যত হয়েছিল। বিষয়টি আল্লাহ্‌র নিকট অনুমোদনের জন্য আদম (আঃ) তাঁর দুই ছেলেকে কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা উভয়ে কুরবানী করলে আল্লাহ হাবীলের কুরবানী কবুল করেন। ক্বাবীলের উপর হাবীলের এই শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তার উপর ক্বাবীল অত্যাচার শুরু করে। আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ط قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ط قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ-

'আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের সত্য ঘটনা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়ে কুরবানী করল, একজনের কুরবানী কবুল হ'ল আর অপরজনের কবুল হ'ল না। সে বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ শুধু মুত্তাক্বীদের নিকট থেকে কবুল করেন' *(মায়েদাহ ২৭)*।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বাবীল কর্তৃক হাবীলের উপর অত্যাচারের কারণ ছিল ক্বাবীলের কুরবানী কবুল না হওয়া। বস্তুতঃ যালিমদের চরিত্রই হ'ল অন্যের খ্যাতি, সুনাম, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব বরদাস্ত না করা। আর ঈমানদার মাযলূম জনগোষ্ঠী চিরকালই জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হ'লেও অহি-র উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। নির্যাতিত হাবীল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদ্ধৃত করে আল্লাহ তার জবাবে বলেন,

لَئِنْ بَسَطْتَّ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ج إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَلَمِيْنَ- إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ-

'যদি তুমি আমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াও আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াব না। আমি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয়ই আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার পাপের বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নেও। অতঃপর জাহান্নামের সহচর হও। এটাই যালিমদের প্রতিফল' *(মায়েদাহ ২৮-২৯)*।

এই ক্বাবীলই হ'ল পৃথিবীর প্রথম যালিম। তাই পৃথিবীতে যালিমরা যত হত্যাযজ্ঞ ঘটাবে তার পাপের একটি অংশ তার উপর অর্পিত হবে।

কিন'আন ও তার দলবলঃ

কিন'আন হ'ল নূহ (আঃ)-এর পুত্র। নূহ (আঃ) তাঁর দাওয়াতী মিশন নিয়ে জাতির সামনে হাযির হ'লে কিন'আন ও তার দলবল দাওয়াত প্রত্যাখান করে এবং অত্যাচার শুরু

---

* বি. এ (অনার্স), এম. এ (হাদীছ), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া; কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭), ২/৪৮৬ পৃঃ।

করে। নূহ (আঃ) বিভিন্নভাবে তাঁর জাতিকে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু তারা হেদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে নূহ (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি অত্যাচার, অনাচারের স্টীম রোলার চালাতে লাগল। উপরন্তু তাঁকে হত্যা করার জন্য জনপদের লোকেরা গুণ্ডা, সন্ত্রাসী ও মাস্তানদেরকে লেলিয়ে দিত। নূহ (আঃ) বলেন,

رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلاً وَنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِيْ إِلاَّ فِرَارًا- وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِيْ أَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا-

'হে আমার রব! আমি আমার জাতিকে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদের দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, যিদ করেছে এবং জঘন্য ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে' *(নূহ ৫-৭)*।

তিনি স্বজাতির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করেন

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا- إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا- رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلاَّ تَبَارًا-

'হে আমার রব! আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদের রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফের। হে আমার রব! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালিমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন' *(নূহ ২৬-২৮)*।

অত্যাচারের সীমা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ বলেন, إِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى- 'তারা ছিল অধিক অত্যাচারী ও অবাধ্য' *(নাজম ৫২)*।

তাদের এই অত্যাচারের কারণে আল্লাহ তা'আলা মহা প্লাবনের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করেন। আল্লাহ বলেন,

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ-

'অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। আর তুমি যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে' *(মুমিনূন ২৭)*।

আল্লাহ্র নির্দেশে প্লাবন শুরু হ'ল। যালিমরা উঁচু উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নিল। প্লাবন মুহূর্তের মধ্যেই পাহাড়-পর্বতের চূড়া অতিক্রম করল। দুর্বার বেগে ধেয়ে আসা পানি যালিমদেরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল। মহা সমুদ্রের ঢেউয়ে মুমূর্ষু কিন'আনের আর্তনাদ দেখে পিতা নূহ (আঃ) মানবীয় স্বভাবপ্রসূত স্নেহপরায়ণ হয়ে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করলেন,

رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ أَهْلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ-

'হে আমার রব! আমার পুত্র তো আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়ছালাকারী' *(হূদ ৪৫)*। তখন আল্লাহ তার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ،

'হে নূহ! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে দুরাচার' *(হূদ ৪৬)*। নূহ (আঃ)-এর নৌকা ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনু ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত জুদী পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ল। ইতিমধ্যে যালিমগোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন,

وَقِيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ-

'বলা হ'ল, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আকাশ ক্ষান্ত হও। আর পানি হ্রাস করা হ'ল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল। জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হ'ল যালিম গোষ্ঠী নিপাত যাক' *(হূদ ৪৪)*।

ফের'আউন ও তার দলবলঃ

ফের'আউন ছিল মিসরের প্রতাপশালী যালিম শাসক। আল্লাহ বলেন, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوْسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ

–الظَّالِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ يَتَّقُوْنَ ‘যখন আপনার রব মূসাকে বললেন, তুমি যালেম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, ফের‘আউনের সম্প্রদায়ের নিকট, তারা কি ভয় করে না’ *(শু‘আরা ১০-১১)*। সে এত অত্যাচারী ছিল সে নিজেকে রব দাবী করেছিল। আল্লাহ বলেন, ‘সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। এরপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। সে সকলকে সমবেত করল ও সজোরে আহ্বান করল এবং বলল, আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব’ *(নাযি‘আত ১৭-২৪)*।

ক্ষমতার দম্ভে ফের‘আউন প্রকাশ্যে পুত্র সন্তান হত্যা করত *(বাক্বারাহ ৪০)*। নবী মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল *(আ‘রাফ ১২৪)*। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسَى بِآيَاتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَئِهِ فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ–

‘আমি তাদের পরে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফের‘আউন ও তার নেতৃবর্গের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তার মোকাবিলায় যুলুম করল। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের’ *(আ‘রাফ ১০৩)*। মূসা (আঃ) ফের‘আউনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে বললেন,

رَبَّنَآ إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِيْنَةً وَّأَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ–

‘হে আমার রব! তুমি ফের‘আউনকে এবং তার নেতৃবৃন্দকে পার্থিব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ এবং সম্পদ দান করেছ। এজন্য যে, তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার রব! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দাও, যাতে করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে’ *(ইউনুস ৮৮)*।

শেষ পর্যন্ত আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর দো‘আয় ফের‘আউন ও তার দলবলকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত যালিমদের জন্য ফের‘আউনের লাশ অক্ষত রাখলেন।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ–

‘তারপর আমি পাকড়াও করেছি ফের‘আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(আ‘রাফ ১৩০)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ،

‘আমি তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম তূফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক’ *(আ‘রাফ ১৩৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظَالِمِيْنَ–

‘অতঃপর আমি তাদের পাপের দরুন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফের‘আউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল যালিম’ *(আনফাল ৫৪)*।

এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে সাগরের মধ্য থেকে রক্ষা করলেন এবং ফের‘আউন ও তার অনুসারীদেরকে সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন। আল্লাহ্র আযাব থেকে নিষ্কৃতির জন্য স্বৈরাচার যালিম ফের‘আউন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ঈমান এনেছিল। কিন্তু সে ঈমান আল্লাহ গ্রহণ করেননি। আল্লাহ বলেন,

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ إِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهُ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتَّى إِذَآ إِدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْآ إِسْرَاءِيْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ– اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ– فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً،

‘আমি বনী ইসরাঈলকে নদী পার করে দিয়েছি। অতঃপর ফের‘আউন ও তার সেনাবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন ফের‘আউন বলল, আমি ঈমান আনয়ন করলাম এই মর্মে যে, কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল। বস্তুতঃ আমিও মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। এখন একথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করছিলে এবং তুমি বিপর্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে? আজকের দিনে আমি তোমার দেহকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে’ *(ইউনুস ৯০-৯২)*।

কারূণঃ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কারূণ অঢেল সম্পদের মালিক ছিল। সে ছিল মূসা (আঃ)-এর স্বজাতি হামানের ন্যায়

ফের'আউনের সমসাময়িক একজন অত্যাচারী ব্যক্তি।[২] অর্থের অংহকারে সে বনী ইসরাঈল ও নবী মূসার প্রতি অত্যাচার করেছিল। ফলে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ বলেন,

قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِىْ ط أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ جَمْعًا ط وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ– فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِىْ زِيْنَتِهِ ط قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوْتِىَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ– وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ج وَلاَ يُلَقّٰهَآ إِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ– فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ–

'সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাপীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। অতঃপর কারূণ সজ্জিত হয়ে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হ'ল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল, হায়! কারূণ যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হ'ত! নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সৎকর্মী তাদের জন্য আল্লাহ্র দেয়া ছওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা ছবরকারী। অতঃপর আমি কারূণকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না' *(ক্বাছাছ ৭৮-৮১)*।

আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ– فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ–

'আমি কারূণ, ফের'আউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তারা দেশে দম্ভ করেছিল। কিন্তু তারা অগ্রগামী হ'তে পারেনি। আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি ভূগর্ভে বিলীন করেছি এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই যালিম ছিল' *(আনকাবূত ৩৯-৪০)*।

নমরূদ ও তার দলবলঃ

নমরূদ হ'ল বেবিলনের রাজা। তার পূর্ণ বংশ পরিচিতি হচ্ছে- নমরূদ বিন কিন'আন বিন কাওশ বিন শাম বিন নূহ। সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাপটে নিজেকে রব দাবী করেছিল এবং ইবরাহীম (আঃ) সহ দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের উপর অত্যাচার করেছিল। অত্যাচারের কারণে আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেননি। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِىْ حَاجَّ إِبْرٰهِيْمَ فِىْ رَبِّهِ أَنْ اٰتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىِ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْىِ وَأُمِيْتُ ط قَالَ إِبْرٰهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ط وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ–

'তুমি কি সেই লোককে দেখনি, যে রব-এর ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বললেন, আমার রব তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন সে কাফির কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

এই অত্যাচারী শাসককে আল্লাহ সামান্য মশা দ্বারা ধ্বংস করেন। ইবনু কাছীর বলেন, নমরূদ ঈমানদারদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি মশক বাহিনী পাঠালেন। এত অধিক সংখ্যক মশা উপস্থিত হয় যে, সূর্য দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। আল্লাহ তাঁর মশক বাহিনীকে নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর নিয়োজিত করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের রক্ত খেয়ে হাড্ডিসার করে ফেলে। এভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানেই ধ্বংস হয়ে যায়। সেই মশাগুলির একটি যালিম শাসক নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ তাকে আযাব দিতে

২. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ইফাবা, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬ইং), ১/৩০৬পৃঃ।*

থাকেন। আর সে এই যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি পাবার জন্য হাতুড়ি দিয়ে উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করতে থাকে। অবশেষে এই যালিম এভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়।[৩]

লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ঃ

লূত (আঃ) ছিলেন রাসূলগণের অন্যতম *(ছফফাত ১৩৩)*। তাঁর জাতি সদোম, আমোরা, আদমাহ, সেবা'ইম ও সোআর নামক নগরীতে বসবাস করত।[৪] সোআর নগরীর অধিবাসী ব্যতীত সবাই লূত (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে *(হজ্জ ৪২, ৪৩)* এবং তাঁর কথা অমান্য করে তাঁর প্রতি অত্যাচার শুরু করে। তারা সমকামিতাসহ নানা গর্হিত কাজে লিপ্ত হয় *(হূদ ৭৪, ৭৫, ৭৮; যুমার ৩২)*। তাদের যুলুমের কারণে আল্লাহ মাটি চাপা দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেন। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ط أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ج فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ-

'তাদের সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে, নূহ, আ'দ, ছামূদ এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং মাদইয়ানবাসীদের? সেসব জনপদের যেগুলিকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? তাদের কাছে তাদের নবীগণ পরিস্কার নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর যুলুম করতেন, কিন্তু তারা নিজেরাই ছিল যালিম' *(তাওবাহ ৭০)*।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ- مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ-

'অবশেষে যখন আমার হুকুম (আযাব) এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদের উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই যালিমদের থেকে খুব দূরেও নয়' *(হূদ ৮২-৮৩)*। লূত (আঃ)-এর স্ত্রীও যালিম হওয়ার কারণে এই আযাব থেকে রক্ষা পায়নি। আল্লাহ বলেন,

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ-

'অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে তাদের মধ্যে রয়ে গেল, যারা রয়ে গেয়েছিল' *(আ'রাফ ৮৩)*।

আদ জাতিঃ

আদ প্রকৃতপক্ষে নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্য এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় আদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এরা ছিল সবচেয়ে সুঠাম ও শক্তিশালী জাতি। এরূপ শক্তিশালী জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি সৃষ্টি হয়নি *(ফাজর ৮)*। তাদের শক্তির অপব্যবহারের কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ-

'আদ জাতি পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বস্তুতঃ তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত' *(হা-মীম সাজদাহ ১৫)*। আল্লাহ এই শক্তিধর যালিম জাতিকে অত্যধিক শৈত্যপ্রবাহ দিয়ে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ- سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ- فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ-

'আদ সম্প্রদায়কে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। যা তিনি তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম প্রবাহিত করেছিলেন। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি'? *(হাক্কাহ ৬-৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ- إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ- تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ-

'আদ জাতি মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি তাদের উপর এক চিরাচরিত অশুভ দিনে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম। তা মানুষকে উৎখাত করেছিল, যেন তারা উৎপাদিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড' *(ক্বামার ১৮-২০)*।

ছামূদ জাতিঃ

আদ ও ছামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে 'আদ' ও অপর শাখাকে 'ছামূদ' বলা হয়। আদ জাতি ধ্বংসস্তূপের

৩. *ইমাম ইবনে কাছীর, তাফসীরে ইবনে কাছীর অনুবাদঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক (ইফাবা, ১৯৯০ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪।*

৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪১।*

উপর ছামূদ জাতির বসবাস শুরু হয়। নবী ছালেহ (আঃ)-কে আল্লাহ তাদের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা তার প্রতি ঈমান গ্রহণের পরিবর্তে যুলুমের পথ গ্রহণ করে। ফলে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ বলেন,

قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ- وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ وَلَايُصْلِحُوْنَ- قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ- وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ- فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ- فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوْا إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ-

'ছালিহ বললেন, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বেড়াত এবং সংশোধন করত না। তারা বলল, তোমরা পরস্পরে আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে (ছালেহ) ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এই চক্রান্তের শাস্তি দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম। আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছি। এই তো তাদের ঘরবাড়ী তাদের যুলুমের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন আছে' *(নামল ৪৭-৫৩)*। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَّالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ- وَأَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ-

'অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হ'ল, তখন আমি ছালেহ ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি। নিশ্চয়ই তোমার রব তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। আর যালিমদেরকে ভয়ংকর গর্জন পাকড়াও করল, ফলে ভোর হ'তে না হ'তেই তারা নিজ নিজ গৃহ সমূহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল' *(হূদ ৬৬-৬৭)*।

শাদ্দাদঃ

আদ-এর দুই পুত্র ছিল, শাদীদ ও শাদ্দাদ। প্রথমে শাদীদ রাজা হয় এবং বহু দেশ জয় করে। শাদীদের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ রাজা হয়।[৫] সে মানুষকে আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হ'তে দূরে রাখার জন্য আল্লাহ্র তৈরীকৃত জান্নাতের পরিবর্তে দুনিয়াতে জান্নাত তৈরী করে। ক্ষমতার দম্ভে অঢেল অর্থ অপচয় করে বিশাল জান্নাত নির্মাণ করে। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর জান্নাত স্বদলবলে উদ্বোধনের জন্য শাদ্দাদ অগ্রসর হচ্ছিল। আল্লাহ এই অহংকারী যালিমের দম্ভ সহ্য করলেন না। শাদ্দাদ তার নির্মিত জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।[৬]

আবরাহাঃ

আবরাহা ছিল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ আরবের একজন খ্রীষ্টান শাসক। সে আদুলিস (আবিসিনিয়ার একটি বন্দর)-এর বায়যানটীয় একজন বণিকের ক্রীতদাস ছিল।[৭] আবরাহা কা'বাগৃহে হজ্জ পালনের রীতি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে সানআয় একটি বিরাট গীর্জা নির্মাণ করে এবং সেখানে হজ্জ পালনের জন্য আরববাসীকে আহ্বান জানায়। আরবরা তা প্রত্যাখ্যান করলে এই যালিম শাসক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হস্তীবাহিনী সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। আরববাসীগণ এ সংবাদ পেয়ে ঐ যালিম সরকারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পলায়ন করে। মক্কাকে তারা আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়। আল্লাহ আবরাহা ও তার সৈন্যবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করলেন এবং আবরাহাকে ধ্বংস করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যালিমদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করে রাখলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ- أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ- وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ- تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ- فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ-

'আপনি কি দেখেননি আপনার রব হস্তীবাহিনীর সাথে কি ব্যবহার করলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছেন। যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করেছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে চর্বিত তৃণ সদৃশ করেছেন' *(ফীল ১-৫)*।

সমাপনীঃ

হে নব্য যালিম ও অহংকারীরা! মানব ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গভীরভাবে চিন্তা করো। কোন্ শক্তি নূহ

৫. *ইসলামী বিশ্ববোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ।*
৬. *বুখারী, কিতাবুত তাফসীর।*
৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩।*

(আঃ)-এর যুগে সমগ্র দুনিয়াকে প্লাবিত করে দিয়েছিল। আদ জাতির মত একটি শক্তিশালী জাতিকে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ুর মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করেছিল? কোন্ সে শক্তির কারণে ছামূদ জাতির উপর মহা হুংকার নেমে এসেছিল? কিভাবে গোটা জাতি মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল? কারূণের অঢেল সম্পদ থাকার পরও কোন্ শক্তি তাকে ভূগর্ভে বিলীন করেছিল? নমরূদের রাজত্ব কিসে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল? আবরাহার বিশাল বাহিনী কার ইঙ্গিতে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল? তৎকালীন একক পরাশক্তি ফের'আউনের স্বশস্ত্র বাহিনী লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরল কোন্ অভিশাপে? অত্যাচারই কি এর একমাত্র কারণ নয়? সেই মহাশক্তি কি সংশ্লিষ্ট জাতি সমূহের কৃত যুলুমের পুঞ্জীভূত রূপ নয়? সম্প্রতি কাশ্মীরে ভূমিকম্পে এক মিনিটের ব্যবধানে প্রায় লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হ'ল। আমেরিকার মত মহা শক্তিশালী রাষ্ট্রে হারিকেন রিটা ও ক্যাটেরিনায় হাযার হাযার মানুষের ক্ষয়ক্ষতি ও নিহত হওয়া কি রাষ্ট্রীয় যুলুম ও সন্ত্রাসের ফল নয়? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বন্যা, কীটপতঙ্গের মারাত্মক আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, কলকারখানার অবনতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা গযব রাষ্ট্রীয় যুলুমের ফসল নয় কি? বিগত ইতিহাস প্রমাণ করে যখনই যালিমরা অহি-র দাওয়াত বন্ধ করেছে ও নবীদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তখনই আল্লাহ তাদের উপর গযব অবতীর্ণ করেছেন। যুগে যুগে নিষ্ঠুরপ্রাণ যালিমরা হক্বপন্থী ঈমানদার ব্যক্তিদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। কিন্তু মুমিনগণ কখনোই বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। বরং আল্লাহ প্রদত্ত সুস্পষ্ট বিধান লংঘন করার চেয়ে স্বীয় জীবন বিলিয়ে দেওয়াকেই তাঁরা শ্রেয় মনে করেছেন। তাঁরা অন্যায় পথে শক্তি প্রয়োগ করেন না। কিন্তু যালিমরা এই সুযোগে অত্যাচারের সীমা আরো বাড়িয়ে দেয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ মযলূম আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দই এর বাস্তব উদাহরণ। তিন কোটি আহলেহাদীছ হাবীলের পদাঙ্ক অনুসরণ করায় ক্বাবীলের উত্তরসূরীরা দিনের পর দিন মিথ্যা মামলায় কারান্তরীণ রেখে নির্মম যুলুম অব্যাহত রেখেছে। সুতরাং তাঁর মত অহি-র দাওয়াতের অতন্দ্রপ্রহরী এশিয়া মহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও নেতা-কর্মীদের প্রতি জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে যেভাবে যুলুম করা হচ্ছে, তাতে এদেশ অচিরেই আল্লাহর গযবে নিমজ্জিত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি!

ডঃ গালিবের কারা নির্যাতনের অবসান আর কত দিনে!!

*অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ**

সভ্য সমাজে একটি নীতিবাক্য প্রায়ই শোনা যায়, 'মানুষ মানুষের জন্য'। তাই যদি হয়, তবে মানুষ মানুষকে বিপদে ফেলে কেন? কষ্ট দেয় কেন? নির্যাতন-নিপীড়ন করে কেন? সম্মান-সম্ভ্রম হানি করে কেন? বিশেষভাবে তা যখন সভ্য, শিক্ষিত, সুশীল সমাজ এবং জাতির দায়িত্বশীল, কর্ণধারদের দ্বারা সংঘটিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় 'নীতি বাক্য' কেবলমাত্র মুখে বলার জন্যই, সমাজ জীবনে প্রতিফলনের জন্য নয়।

এ পৃথিবীতে 'সত্য' প্রতিষ্ঠার পথ বড়ই কন্টকময়। সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা এ যেন মানুষের চিরন্তন নীতি। তাই যুগে যুগে সত্য প্রতিষ্ঠায়, সত্যের প্রচার ও প্রসারে যারাই আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের উপরেই নেমে এসেছে অত্যাচার-যুলুম-নির্যাতন। এটা পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। নবী-রাসূলগণের মত দুনিয়ার সেরা মানুষগণও এই পরীক্ষা থেকে বাদ যাননি। ইবরাহীম (আঃ)-কে জ্বলন্ত আগুনে ফেলা হয়। ইউসুফ (আঃ)-কে জেলখানায় আটক করা হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ শি'আবে আবু তালেব ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ রাখা হয়, হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয় বারংবার।

মুসলিম জাহানের কালজয়ী সংস্কারক ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে সমসাময়িক দুষ্টমতী আলেমদের চক্রান্তে একবার দু'বার নয়, আটবার কারান্তরীণ করা হয়। শেষবার একটানা আড়াই বছর কারা ভোগের পর সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জেলখানায় মৃত্যুবরণ করার কারণে তিনি মৃত্যুর পর গণধিকৃত হননি, বরং তাঁর জানাযায় দু'লক্ষ পুরুষ ও পনের হাযার নারী অংশ নেয়। ঐতিহাসিকদের মতে, ইতিপূর্বে মুসলিম বিশ্বের আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** কুচক্রী স্বার্থান্বেষী মহল ষড়যন্ত্র করে বোমা হামলার মিথ্যা মামলা দায়ের করে কারাগারে আটক রেখে মনে করছে, তাঁকে জনবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। কিন্তু না, আল্লাহর অপার অনুগ্রহে জনসাধারণের নিকট তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। চেনা-জানা দূরে থাক, জীবনে তাঁর নাম শোনেনি এমন ব্যক্তিও এখন তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে মুখে উচ্চারণ করে। আজকে দলমত নির্বিশেষে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের একটিই প্রশ্ন, একটিই উচ্চারণ,

* জাহানাবাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

'ডঃ গালিব কবে মুক্তি পাবেন', 'ডঃ গালিব তো নির্দোষ! সরকারের এই নির্মম নির্যাতনের অবসান আর কত দিনে?'

(দুই)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে আমার সহকর্মী বাবু নিরঞ্জন কুমার সাহা আলাপচারিতার এক পর্যায়ে বললেন, 'স্যার রাজনীতি করেন না; কিন্তু রাজনীতির শিকার হয়েছেন'। কথাটি অবহেলা করার মত নয়, বরং একশ' ভাগ সত্য। কিন্তু একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি রাজনীতির শিকার! কথাটি যেন ব্যাকরণের ঠিক উল্টো। তবে হ্যাঁ, রাজনীতি না করার জন্যই তিনি আজ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকারে পরিণত হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ দু'টি প্যানেলে বিভক্ত। জাতীয়তাবাদী ও জামায়াতপন্থী সাদা প্যানেল এবং আওয়ামীলীগ ও বামপন্থী নীল প্যানেল। ডঃ গালিব নীল-সাদা কিছুই করতেন না। ওসবের ধারে-কাছে ঘেঁষতেন না। তাই দেখা গেছে, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং তারিখে তাঁর অন্যায় গ্রেফতারের পর ক্যাম্পাসে কোন মিছিল-মিটিং হয়নি। শিক্ষক সমিতি কিংবা কোন ছাত্র সংগঠন তাঁর মুক্তির দাবী নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল করেনি। কিন্তু ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৬-এ ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. এস তাহের আহমেদ নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর আমরা দেখলাম ক্যাম্পাসের ভিন্ন এক চিত্র। একদিকে নৃশংস খুনের বিচারের দাবীতে শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সমাবেশ ও কঠোর কর্মসূচী পালন। অপরপক্ষে খুনের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন শিবির সভাপতি মাহবূব আলম ছালেহীকে পুলিশি গ্রেফতার থেকে রক্ষার জন্য শিবিরের বিশাল সমাবেশ আয়োজন। আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের নানান দম্ভোক্তি অবলীলাক্রমে দেশবাসী জেনে গেল। এ থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নোংরা দলপন্থী রাজনীতির এপিঠ-ওপিঠ সহজেই অনুমান করা যায়।

(তিন)

জেএমবির মোস্ট ওয়ান্টেড কুখ্যাত আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুর রহমান বাংলা ভাই অবশেষে র‍্যাবের জালে আটকা পড়ার মধ্য দিয়ে জঙ্গী নাটকের এক অধ্যায় শেষ হয়েছে। সেই সাথে ১৭ আগস্ট সিরিজ বোমা হামলাসহ পূর্বাপর সকল হত্যাকাণ্ড, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও বোমাবাজির সকল দায়-দায়িত্ব এককভাবে স্বীকার করেছে শীর্ষ জঙ্গী নেতা আব্দুর রহমান। কিন্তু এই কুখ্যাত আব্দুর রহমান আটক হওয়ার পর ঢাকার কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা গত বছরের ন্যায় এই বছরও চরম মিথ্যাচার শুরু করেছে।

সে আটক হওয়ার পর প্রাইভেট টিভি চ্যানেলে তাকে দেখানোর সাথে সাথে বলা হ'ল, 'তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল ছিলেন আহলেহাদীছ নেতা'। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে টিভির দর্শক-শ্রোতা না বুঝে, না শুনে 'আহলেহাদীছ' কথাটি লুফে নেয়। নানা রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে অবশেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও ডঃ গালিব পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। আরো বলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেএমবির প্রকাশ্য সংগঠন। ইত্যাদি...।

কোন তথ্য পাওয়ার পর তার সত্যতা যাচাই-বাছাই না করে খেয়াল-খুশীমত কলম চালিয়ে মিথ্যা রিপোর্ট লিখে দেওয়া বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি ডাহা মিথ্যা কথার সংক্ষিপ্ত জওয়াব নিম্নে দেয়া হ'ল-

প্রথমতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন জেএমবির প্রকাশ্য সংগঠন হয়ে থাকলে, তার প্রকাশ্য কার্যক্রমের উপর সরকার বিধি-নিষেধ আরোপ করছে না কেন? কেন আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন গ্রেফতার হচ্ছেন না? কিভাবে তাদের সাহিত্য সম্ভার ও মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশিত ও বিক্রি হচ্ছে? কারণ আহলেহাদীছ আন্দোলনই যে সর্বপ্রথম জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলছে তা আজ সর্বমহলেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ সাংবাদিক বন্ধুগণ আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে বুঝে না 'অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া' আর 'আকাশেতে মারলাম তীর লাগল কলা গাছে, হাটু দিয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেলরে বাবা'- কথার মতই ভূমিকা পালন করছেন। আব্দুর রহমানের পিতা অনলবর্ষী বক্তা মাওলানা আব্দুল্লাহ ইবনে ফযল মৃত্যুবরণ করেন ১৯৮৪ সালের ২১ এপ্রিল। তাঁর মৃত্যুর ১০ বছর পর ১৯৯৪ সালে ডঃ গালিব আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। তাহ'লে ডঃ গালিবের 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' প্রতিষ্ঠার সাথে আব্দুর রহমান ও তার পিতার সম্পর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টা কি সীমাহীন বাতুলতা নয়?

তৃতীয়তঃ ২ মার্চ ২০০৬ আরেকটি দৈনিকে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে গাজীপুর ভাওরাইদ মাষ্টারবাড়ী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জঙ্গী নেতা আব্দুর রহমান ও অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ উপস্থিত ছিলেন, এমন কথা বলা হয়েছে। অথচ ঐ সম্মেলনটি ছিল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' থেকে বহিষ্কৃত অধ্যাপক রেজাউল করিম গ্রুপের। সেখানে অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী) নন, বরং উপস্থিত ছিলেন বহিষ্কৃত রেজাউল করিম গ্রুপের আমীর অধ্যক্ষ আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা)। সেখানে শায়খ আব্দুর রহমান উপস্থিত ছিল মর্মে সে সময়ই দৈনিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। যার দায়দায়িত্ব তাদের হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

বলা বাহুল্য এভাবেই তথ্য সন্ত্রাসের আবির্ভাব হয়েছে।

(চার)

স্বার্থান্বেষী মহলের কাজ হ'ল মিথ্যাকে গোয়েবলসীয় কায়দায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার প্রচার করা, তাকে সত্য

বলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমনটা নিকট অতীতেও আমরা দেখেছি। প্রফেসর ডঃ আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল বারী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি দু'দু'বার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যিনি দুইবার (৪+৪=৮ বছর) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেন। যাঁর পরিকল্পনায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বৃহদায়তন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ভি. সি. ছিলেন তিনি। প্রফেসর ডঃ এম.এ. বারী জীবন ও যৌবনের প্রায় পঞ্চাশটি বছর দেশ ও জাতির খেদমতে বিলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মত সোনার মানুষটিকেও জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় জুড়ে মিথ্যা অপবাদের বোঝা বহন করতে হয়েছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রফেসর ড. এম.এ. বারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি ছিলেন। পাক হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতনের কবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারকে রক্ষা করার জন্য সে সময় তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর স্বার্থান্বেষী মহল ড. এম.এ. বারীর প্রশংসিত কার্যকলাপ বিতর্কিত করে তোলে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, রাজাকার, আল-বদর, '৭১-এর দালাল ইত্যাদি মিথ্যা বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন অবাস্তব জঘন্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ এনে বেশ কয়টি মামলা দায়ের করে। তাঁকে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত চালানো হয়। চাকুরীচ্যুত করার অপচেষ্টা চালানো হয়। আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে খারিজ হয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে দ্বিতীয় দফায় তিনি ভি. সি. নিযুক্ত হওয়ার পর পুনরায় স্বার্থবাদী মহল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লেপন শুরু করার অপচেষ্টা চালায়। মিজানুর রহমান মিজান নামে এক ছাত্রনেতা (পরবর্তীকালে দৈনিক খবর পত্রিকার সম্পাদক) 'আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলছি' নামে একটি পুস্তিকা রচনা কর তাঁর বিরুদ্ধে চরম মিথ্যাচার করে *(শামসুর রহমান, মহাজীবন স্মরণীয় সংখ্যা, সাপ্তাহিক আরাফাত, ১৬ জুন ২০০৩, ৪৪বর্ষ, ৪২-৪৩ সংখ্যা, পৃঃ ২০)*। আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রফেসর ড. এম.এ. বারী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সসম্মানে সরকারের উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু মিজানুর রহমান মিজানের নাম-গন্ধও পরে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, 'যে দেশে গুণীজনের সমাদর হয় না, সে দেশে গুনীজন জন্মায় না'। প্রয়াত ডঃ এম.এ. বারী ছিলেন দেশের শিক্ষা জগতের বিশাল মহীরুহ। তাঁর জীবদ্দশায় কোন সরকারই তাঁকে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পদকে ভূষিত করেনি। নিদান পক্ষে 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে তাঁকে সম্মানিত করা উচিত ছিল।

গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে, 'আমরা হুজুগে বাঙ্গালী'। হুজুগ পেলে মেতে উঠি। তাই তো দেখা যায়, সম্প্রতি প্রাইভেট টিভি চ্যানেলের বদৌলতে 'ক্লোজ আপ ওয়ান' বিজয়ী গায়ক নোলক বাবু ও রাজিবদের আবিষ্কার করিয়ে রাতারাতি গাড়ী-বাড়ি অঢেল বিত্ত-বৈভবের মালিক বানিয়ে দেওয়া হ'ল। এতে আমাদের বিদ্বেষ নেই। কিন্তু গায়ক ও শিল্পীদের পাশাপাশি দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড মিডিয়ায় তুলে ধরা হ'লে তাঁদের যথাযথ মূল্যায়ন হয়। বিরল প্রতিভার অধিকারী জ্ঞানতাপস প্রফেসর ড. এম,এ, বারীর জীবদ্দশায় তাঁর যশ ও খ্যাতি কোন মিডিয়ায় প্রচারিত হয়নি। একইভাবে জ্ঞানতাপস শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এম,এ, গালিবের সাহিত্যকর্ম এবং আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও মিডিয়ায় কখনো প্রচার করা হয়নি। বহুভাষাবিদ ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ এ জাতির মাঝে দ্বিতীয়বার জন্ম নিবেন না। বিদগ্ধ পণ্ডিত ড. এম,এ, বারীও এদেশে পুনরায় জন্মাবেন না। 'বাঙ্গালী দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝে না'- এই প্রবাদের মত আমরা এক্ষুণি যদি ডঃ গালিবের অসাধারণ প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন না করি এবং তাঁর প্রাপ্য অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করি, তাহ'লে এ জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হবেই হবে।

(পাঁচ)

বিগত ২০০৫ সালে ২২ ফেব্রুয়ারী প্রফেসর ডঃ গালিব গ্রেফতার হওয়ার পর জনৈক বশংবদের দেওয়া তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে কতিপয় পত্রিকা তাঁর চরিত্র হননে লিপ্ত হয়েছিল। জায়গা-জমি দখল, লক্ষ টাকার তহবিল তছরূপ, মানুষ খুনের চেষ্টা ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাঁর সুনাম ও সম্মান হানির জন্য একটি স্বার্থবাদী মহল উঠেপড়ে লেগেছিল। মূলতঃ সে সময় চিহ্নিত ঐ মহলটি নিজেদের অপকর্মগুলি আড়াল করার জন্য নানা প্রক্রিয়ায় ডঃ গালিবের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লিপ্ত হয়েছিল। বলা যায়, সুযোগ সন্ধানীরা সরকারি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল।

ডঃ গালিবের আমানতদারী, সততা এবং আর্থিক স্বচ্ছতা তাঁর সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিকট এক বিরল দৃষ্টান্ত। লক্ষ লক্ষ কেন সংগঠনের একটি পয়সাও তিনি আত্মসাৎ বা খেয়ানত করতে পারেন, এমন কথাকে সকল স্তরের কর্মীরা পাপ বলে মনে করে। নিজের ধার দেওয়া পাওনা টাকাও তিনি নেননি। আমি ব্যক্তিগতভাবে একশত টাকা ধার নিয়ে পরে তা আর দিতে গিয়ে তাঁকে কিছুতেই দিতে পারিনি। নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী ছাহেবের ধার নেওয়া দুইশত টাকা এক ছাত্র আমার সামনে তাঁকে দিতে এসেছিল। সেই টাকা তিনি গ্রহণ না করে সংগঠনের ফাণ্ডে জমা দিয়ে রসিদ নিতে বলেছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলে তাঁর গাড়ী, বাড়ী, বিত্ত-বৈভব চোখে

পড়তো। কিন্তু সেসব কিছুই তাঁদের নেই। সংগঠনের টাকা তো দূরের কথা, নিজ বেতনের টাকাও পকেটে নিয়ে চলাফেরা করতেন না। আর সেই মানুষদের উপরই চাপানো হয়েছে কোটি টাকা আত্মসাতের মামলা!

(ছয়)

জনৈক ক্রিমিনাল লিফলেট ছেপে মিথ্যা প্রচার করেছে যে, 'ড. বারীর সাথে অর্থ নিয়ে ড. গালিবের মতবিরোধ হয়'। এসব কথা সত্যের অপলাপ ও মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর্থিক বিষয় নিয়ে ড. এম,এ, বারীর সাথে ড. গালিবের কোনদিন মতবিরোধ বা মনোমালিন্য হয়নি। ড. এম,এ, বারীর সাথে ড. গালিবের মতবিরোধ ছিল জমঈয়তের কর্মপদ্ধতি বা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি এবং ড. গালিব প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র গঠনতান্ত্রিক স্বীকৃতি আদায় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। তন্মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে ড. এম, এ, বারী তথা জমঈয়তে আহলে হাদীসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। তা হ'ল কোন ব্যক্তি জমঈয়তে আহলে হাদীসের সক্রিয় সদস্য হয়েও একই সঙ্গে অন্য যেকোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হ'তে পারবে। তাতে আদর্শিক কোন বিধি-নিষেধ নেই।

তাই দেখা যায়, আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান হয়েও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জেলহত্যার ৪ নেতার অন্যতম এ,এইচ, এম, কামারুজ্জামান (রাজশাহী) আওয়ামীলীগের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আহলেহাদীছ হয়েও ঢাকা সিটির প্রাক্তন মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, প্রাক্তন এম,পি ও মন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন, প্রাক্তন এম,পি এমাজউদ্দীন প্রামাণিক (নওগাঁ), প্রাক্তন এম,পি হাফেয রুহুল আমীন মাদানী (ময়মনসিংহ), এ,এইচ, এম, খায়রুজ্জামান লিটন (রাজশাহী) আওয়ামীলীগ করেন। অধ্যাপক মোজফফর আহমদ ন্যাপ করেন। হেলালুজ্জামান তালুকদার (লালু) এম,পি বি,এন,পি করেন। প্রাক্তন এম,পি অধ্যাপক মুজীবর রহমান (রাজশাহী) ও মীম ওবায়দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) জামায়াতে ইসলামী করেন। এ্যাডভোকেট আয়েন উদ্দিন মুসলিমলীগ করেন। এভাবে আহলেহাদীছের প্রতিভাধর সন্তানগণ নামকরা রাজনীতিবিদ হিসাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে শামিল হয়ে আছেন। বলা বাহুল্য বর্তমানে কথিত ইসলামী রাজনীতির নামে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে'র অধিকাংশ নেতা-কর্মী জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির সাথে মিশে গেছেন। অথচ জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফীর নীতি ছিল জামায়াতে ইসলামীর মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং জামায়াতের বিভ্রান্তিকর মতবাদের বিরুদ্ধেই তিনি বহু লেখনী প্রদান করেছেন।

পক্ষান্তরে ডঃ গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে 'আহলেহাদীছের সন্তান হয়ে সেক্যুলার ও তাকুলীদপন্থী রাজনীতি করতে পারে না'। 'পাশ্চাত্য রাজনীতি বাদ দিয়ে, আহলেহাদীছদেরকে নির্ভেজালভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলন করতে হবে'। এই ভাইটাল পয়েন্ট নিয়েই ড. এম.এ. বারীর সাথে ড. গালিবের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। সে জন্যই ড. এম.এ বারীর পক্ষে ডঃ গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া রাজনীতিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সে কারণ রাজনৈতিক আহলেহাদীছ নেতাগণ ড. গালিবের বিরোধিতা করে থাকেন। অথচ ড. গালিবের দর্শনই যে সঠিক ও যথার্থ এবং তাতেই যে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে তা চিন্তাশীল মহল ইতিমধ্যেই অনুধাবন পেরেছেন।

(সাত)

জেএমবির প্রধান দুই হোতা আটক হওয়ার পর ১০ মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত টি. এফ. আই-এর কাছে যেসব তথ্য দিয়েছে তাতে থলের বিড়াল বের হ'তে শুরু করেছে। জঙ্গীদের অর্থ লেনদেন, আশ্রয়দাতা, মদদদাতা সর্বোপরি এবং সকল বোমা হামলায় সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়ে জোটের শরীক ইসলামী দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের নাম পত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে যেসব দল ও মহলের সঙ্গে জঙ্গীদের কানেকশন প্রকাশ পাচ্ছে, তাদেরই ইন্ধনে কি ড. গালিব গ্রেফতার হননি? তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ঐক্য জোটের অন্যতম নেতা মাওলানা মুহীউদ্দীন খান ১৭ জুন ২০০৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ থেকে এমন দাবীই করেছেন। দেশের আপামর জনতাও তা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাসও করেন।

এখন সময় এসেছে সত্য প্রকাশ হওয়ার। তাই মিথ্যা দূরীভূত হবেই ইনশাআল্লাহ। আজ দেশবাসীর প্রাণের দাবী, প্রকৃত জঙ্গী ও মদদ দাতাদের প্রচলিত আইনে প্রকাশ্যে বিচার হোক। সর্বোচ্চ শাস্তি কার্যকর হোক। সেই সাথে যাদের ইন্ধনে নির্দোষ ডঃ গালিব সহ নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হয়ে নির্যাতিত হচ্ছেন, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হোক। সেই সাথে আর কালক্ষেপণ না করে জ্ঞানতাপস নিরপরাধ ড. গালিব এবং তাঁর সংগঠনের নেতাকর্মীদের অবিলম্ব নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হোক। ডঃ গালিব তাঁর সংগঠনের মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদের কখনো বোমা মারা, অস্ত্র চালানা, রগ কাটা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা, মানুষ খুন করা ইত্যাদি চরমপন্থী, বে-আইনী ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড শিক্ষা দেননি। তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পথভোলা মানুষগুলিকে প্রকৃত ঈমানদার বানাতে চেয়েছেন। যাদের আহ্বান হবে 'মানুষ মানুষের জন্য'।

উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)

মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐ প্রতিকূল পরিবেশেও ইসলামের দাওয়াত পেয়ে যাঁরা দ্বীনে হক্ব কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন[১] এবং বিভিন্নভাবে ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইলমে হাদীছে তাঁর যেমন অবদান ছিল, কুরআন সংরক্ষণেও তেমনি তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইবাদত-বন্দেগী ও দান-খয়রাতে তিনি যেমন ছিলেন সিদ্ধহস্ত তেমনি স্বামীর খেদমতে ছিলেন অতুলনীয়া। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে থেকে তাঁকে ইসলাম প্রচারে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন। নিজেও সাধ্যমত ইসলামের খেদমত করেছেন। এই বিদুষী রমণীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ তাঁর নাম হাফছাহ। পিতার নাম ওমর (রাঃ) এবং মাতার নাম যয়নাব। তাঁর পূর্ণ বংশপরিক্রমা হচ্ছে- হাফছাহ বিনতু ওমর ইবনিল খাত্ত্বাব ইবনে নুফাইল ইবনে আবদিল উয্যা ইবনে রাবাহ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে কুরত ইবনে রাযাহ ইবনে আদি ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব।[১] মাতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ পরম্পরা হচ্ছে- হাফছাহ বিনতু যয়নাব বিনতে মায'ঊন ইবনে হাবীব ইবনে ওয়াহাব ইবনে হুযাফাহ ইবনে জামুহ।[২]

জন্ম ও শৈশবঃ মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের ৫ বছর পূর্বে তিনি মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৩] কুরাইশ কর্তৃক বায়তুল্লাহ সংস্কারের বছর তাঁর জন্মের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।[৪] হাফছাহ (রাঃ)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতঃ হাফছাহ (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুগেই তাঁর প্রথম স্বামী খুনাইস (রাঃ) সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] তিনি স্বীয় স্বামী খুনাইস (রাঃ)-এর সাথেই মহানবী (ছাঃ)-এর হিজরতের পূর্বে মদীনায় হিজরত করেন।[৬]

বিবাহঃ মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে খুনাইস[৭] ইবনু হুযাফা ইবনে কায়েস ইবনে আদীর সঙ্গে হাফছাহ (রাঃ)-এর প্রথম বিবাহ হয়। তিনি কুরাইশ বংশের বনু সাহাম গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি নবুঅতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। অতঃপর প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন।[৮]

মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহঃ খুনাইস (রাঃ) বদর যুদ্ধের সময় আহত হয়ে মদীনায় মৃত্যুবরণ করায় হাফছাহ (রাঃ) বিধবা হন। ইদ্দত পালন শেষ হ'লে তাঁর পিতা ওমর (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-এর নিকট হাফছাহকে বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন। ওছমান বললেন, এসময় আমি বিবাহ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। অতঃপর তিনি আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে হাফছাহকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) নিরব থাকলেন। এতে ওমর (রাঃ) মনোক্ষুণ্ন হ'লেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা খুলে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, يَتَزَوَّجُ حَفْصَةَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عُثْمَانَ وَيَتَزَوَّجُ عُثْمَانُ مَنْ هِيَ خَيْرٌ مِنْ حَفْصَةَ– 'ওছমানের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি হাফছাহকে বিবাহ করবে এবং ওছমান হাফছাহর চেয়ে উত্তম মেয়েকে বিবাহ করবে'। এরপর নবী করীম (ছাঃ) হাফছাহকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ওমর (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে হাফছাহর বিয়ে দেন।[৯] পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয়

---

* পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. আবু আবদিল্লাহ হাকিম আন-নাইসাপূরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯০/১৪১১ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫; ইবনু সা'আদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭।

২. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৭।

৩. হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিঃ), তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪/১৪১৫ হিঃ), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১; আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম (কায়রোঃ দারুস সালাম, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

৪. আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৫. মহিলা সাহাবী, পৃঃ ৪৪।

৬. তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

৭. আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাঁর নাম হাছান ইবনু হুযাফা বলে উল্লেখ করেন। দ্রঃ আল-ইছাবাহ ফী তামঈীযিছ ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫১।

৮. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১/১৯০৫ খৃঃ), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮; তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, অনুবাদ- আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৪৪।

৯. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫১; হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, (বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য়

কন্যা উম্মু কুলছূমকে ওছমান (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ দেন।[১০]

হিজরতের ৩০ মাসের মাথায় কোন এক শা'বান মাসে মহানবী (ছাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।[১১] কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় হিজরী সালে এ বিবাহ সংঘটিত হয়।[১২] আল্লামা ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাফছাহকে তৃতীয় হিজরীতে বিবাহ করেন, এটাই সঠিক। কেননা তাঁর স্বামী ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের সময় হাফছাহ (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল ২০ বছরের কাছাকাছি।[১৪] এ বিয়েতে মোহরানার পরিমাণ ছিল ৪০০ দিরহাম।[১৫]

ওমর (রাঃ) যখন হাফছাহকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তার নিকট ক্ষমা চাইলেন। তারপর বললেন, তুমি আমার উপর রাগ করো না। আমার কোন ত্রুটি নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট হাফছাহর কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাইনি। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি হাফছাহকে বিবাহ না করতেন তাহ'লে আমি অবশ্যই তাকে বিবাহ করতাম।[১৬]

চরিত্র মাধুর্য ও ইবাদত-বন্দেগীঃ হাফছাহ (রাঃ) ছিলেন উত্তম ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিবরীল (আঃ) স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّ حَفْصَةَ صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَكَانَتْ امْرَأَةً صَالِحَةً 'নিশ্চয়ই হাফছাহ অধিক ছিয়াম পালনকারীণী ও ছালাত আদায়কারীণী এবং তিনি একজন সতীসাধ্বী মহিলা।[১৭] হাফছাহ (রাঃ) অধিকাংশ সময় আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। তিনি আজীবন নফল ছিয়াম পালন করেছেন। নাফে' (রাঃ) বলেন, مَاتَتْ حَفْصَةُ حَتَّى مَا تُفْطِرُ 'হাফছাহ (রাঃ) আমৃত্যু ছিয়াম পালন করেছেন'।[১৮]

তালাক ও রাজা'আতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হাফছাহ (রাঃ)-কে তালাক দিলেন, তখন হাফছাহ (রাঃ)-এর দুই মামা ওছমান ইবনু মায'ঊন ও কুদামা ইবনু মায'ঊন আসলেন। হাফছাহ (রাঃ) কেঁদে কেঁদে বললেন, আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অতৃপ্ত হয়ে আমাকে তালাক দেননি। এ সময় মহানবী (ছাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট আসলেন। তখন তিনি একটি বড় চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসেছিলেন। তিনি হাফছাহকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন'। তিনি আরো বলেন, إِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَهِيَ زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ 'নিশ্চয়ই সে অধিক ছিয়াম পালনকারিণী, অধিক ছালাত আদায়কারিণী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী হিসাবে থাকবে'।[১৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-কে তালাক দিলে ওমর (রাঃ)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল। তিনি তখন তাঁর মাথায় মাটি দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আল্লাহ এরপরেও কেন ওমর ও তার মেয়েকে মাটি দ্বারা পূর্ণ করলেন না? এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, আল্লাহ ওমরের প্রতি করুণা করে হাফছাহকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।[২০] অপর একটি বর্ণনায় আছে,

---

মুদ্রণ, ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬।

১০. তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬।

১১. ফাতহুল আল্লাম বিশারাহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।

১২. আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১; তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।

১৩. আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২; মাহমূদ শাকের বলেন, وقد استشهد في بدر 'তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন'। দ্রঃ আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮; ইবনু সা'দ বলেন, فمات عنها بعد الهجرة مقدم النبي صـ من بدر 'তিনি হিজরতের পর মহানবী (রাঃ) বদর যুদ্ধে হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্তেকাল করেন'। দ্রঃ তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৫; হাকিম নাইসাপুরী উহুদ যুদ্ধের পূর্বে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হাফছাহ (রাঃ)-এর বিবাহ হয় বলে উল্লেখ করেন। দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬।

১৪. সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৭।

১৫. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১।

১৬. তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬; আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫১; সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮; বুখারী, ৯/১৫২-১৫৩।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭।

১৮. আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮।

১৯. সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৮; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮; আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭।

২০. আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২; সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯; হাফেয আবু নাঈম আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আছবাহানী (মৃত্যুঃ ৪৩০ হিঃ), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১ম মুদ্রণ ১৯৮৮/১৪০৯ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাফছাহ্কে তালাক দেয়ার পর ওমর (রাঃ) হাফছাহ্র নিকট গেলেন, তখন হাফছাহ কাঁদছিলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, সম্ভবতঃ আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) তোমাকে তালাক দিয়েছেন। তিনি তালাক দিয়েছিলেন এবং আমার কারণে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। এরপর তোমাকে তালাক দিলে আমি তোমার সাথে আর কোনদিন কথা বলব না।[২১]

মহানবী (ছাঃ) কর্তৃক মধু হারাম করার ঘটনাঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু ভালবাসতেন। তাঁর নিয়ম ছিল আছরের ছালাত পড়ে তিনি স্বীয় স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। একদা তিনি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তার নিকট নিয়মের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করলেন। আমি এ সম্পর্কে হাফছাহ্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমার গোত্রের জনৈক মহিলা আমাকে কিছু মধু হাদিয়া দিয়েছে। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পান করিয়েছি। আয়েশা (রাঃ) বলেন আমি বললাম, নিশ্চয়ই তুমি তাঁর হৃদয়কে জয় করেছ বা তুমি তাঁকে দখল করে নিয়েছ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, সাওদার নিকট আমি বিষয়টি উল্লেখ করলাম। আর তাকে বললাম, যখন আপনার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসবেন এবং আপনার নিকটবর্তী হয়ে খোঁজ-খবর নিবেন, তখন তাঁকে বলবেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন? তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন, না। আপনি বলবেন, তাহ'লে এই দুর্গন্ধ কিসের? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসা অত্যন্ত অপসন্দ করতে। তিনি বলবেন, হাফছাহ আমাকে মধু পান করিয়েছে। তখন আপনি বলবেন, তাহ'লে হয়তো মৌমাছি মাগাফীরের ফুলে বসেছিল (তাই এই দুর্গন্ধ)। আয়েশা বলেন, আমিও অনুরূপ বলব। তিনি ছাফিয়া (রাঃ)-কেও অনুরূপ বলতে বললেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাওদাহ (রাঃ)-এর নিকটে গেলে সাওদাহ অনুরূপ বললেন। আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একই কথা বললেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-এর নিকট গেলে তিনিও একই কথা বললেন।[২২]

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মধু খাবেন না বলে কসম করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ.

'হে নবী! আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, তা নিজের উপর হারাম করছেন কেন'? *(তাহরীম ১)*।

হাফছাহ (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতঃ হাফছাহ ও আয়েশা (রাঃ) উভয়ে কোন এক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাথে অভিমান করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২৩]

إِنْ تَتُوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ.

'তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ, আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী' *(তাহরীম ৪)*।

ইলমে হাদীছে অবদানঃ তিনি মহানবী (ছাঃ) ও স্বীয় পিতা ওমর (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহর পুত্র হামযাহ ও পুত্রবধু ছাফিয়্যাহ বিনতু আবু উবাইদ, উম্মু বিশর আনছারী, মুত্ত্বালিব ইবনু আবু ওয়াদা'আহ, হারিছা ইবনু ওয়াহহাব, শুতাইর ইবনু শেকল, আব্দুল্লাহ ইবনু ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, খুযাঈ, আব্দুর রহমান ইবনুল হারিছ ইবনে হিশাম, মুসাইয়্যেব ইবনু রাফে' ও আবু মুজলেয সহ ছাহাবীদের একটি দল হাদীছ বর্ণনা করেন।[২৪] তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ৬০টি হাদীছ বর্ণনা করেন।[২৫] এর মধ্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) ঐক্যমতে ৪টি এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) এককভাবে ৬টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৬]

পবিত্র কুরআন সংরক্ষণে অবদানঃ যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে কুরআন জমা করার নির্দেশ দিলে আমি চামড়া, হাড্ডি, খেজুরের ডাল ইত্যাদিতে লিখে কুরআন একত্রিত করলাম। এটা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। আবুবকর (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ওমর (রাঃ) একটি ছহীফায় লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে রাখলেন। ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের পরে

---

২১. *আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

২২. *প্রাগুক্ত।*

২৩. *সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।*

২৪. *তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১; আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

২৫. *ফতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১; সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০।*

২৬. *সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০।*

ঐ ছহীফা হাফছাহ (রাঃ)-এর কাছে সংরক্ষিত থাকে। ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তিনি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকটে ঐ ছহীফা এ মর্মে চেয়ে পাঠান যে, এ ছহীফা অবশ্যই ফেরত দেওয়া হবে। হাফছাহ (রাঃ) ছহীফাখানা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট পাঠান। ওছমান (রাঃ) তাঁর সংকলিত মাছহাফ ঐ ছহীফা অনুসারে সুবিন্যাস্ত করলেন। অতঃপর ছহীফাটি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকট ফেরত পাঠালেন। এতে হাফছাহ (রাঃ) অত্যন্ত খুশি হ'লেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছহীফাটি তাঁর নিকটে সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর নিকটে এটি পাঠানো হয়।[২৭]

মৃত্যুঃ হাফছাহ (রাঃ)-এর মৃত্যু তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ৪১ হিজরীর শা'বান[২৮] মতান্তরে জুমাদাল উলা মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল-ওয়াকেদী (রহঃ) বলেন, تُوُفِّيَتْ حَفْصَةُ فِيْ شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فِيْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سِتِّيْنَ سَنَةً 'হাফছা (রাঃ) ৪৫ হিজরীর শা'বান মাসে মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ানের খেলাফতকালে ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন'।[৩০]

আবু বিশর আদ-দুলাবী বলেন, হাফছাহ (রাঃ) ২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। এটা এজন্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনু সা'আদ উল্লেখ করেন ঐ সালে আফ্রিকায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। অপরদিকে মালেক বলেছেন যে, হাফছাহ (রাঃ) আফ্রিকা বিজয়ের বছর ইন্তেকাল করেছেন। দুলাবী এই দুই বক্তব্যকে একত্রিত করে বলে দিয়েছেন যে, হাফছাহ (রাঃ) ২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এটা ভুল।[৩১] কেননা মালেকের বক্তব্য مَاتَتْ حَفْصَةُ عَامَ فُتِحَتْ إِفْرِيْقِيَّةُ 'তিনি আফ্রিকা বিজয়ের বছর ইন্তেকাল করেন'। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয়বার বিজয়। যা ৪৫ হিজরীতে[৩২] মু'আবিয়া ইবনু খাদীজের হাতে সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে প্রথম আফ্রিকা বিজয় সাধিত হয়েছিল ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে ২৭ হিজরীতে।[৩৩] উল্লেখ্য, তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।[৩৪]

জানাযা ও দাফনঃ মদীনার তৎকালীন গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত পড়ান।[৩৫] তিনি দারু বানী হাযম (বানী হাযম গৃহ) থেকে দারু মুগীরা ইবনু শু'বাহ (মুগীরা ইবনু শু'বার গৃহ) পর্যন্ত হাফছাহ (রাঃ)-এর লাশ বহনকারী খাট নিজের কাঁধে বহন করেছেন। এখান থেকে কবর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছাহাবী আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বহন করেছেন।[৩৬] মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) হাফছাহ (রাঃ)-এর লাশের সাথে 'বাকীউল গারক্বাদ' পর্যন্ত যান এবং দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।[৩৭] হাফছাহ (রাঃ)-এর কবরে তাঁর দু'ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আছেম ইবনু ওমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের বংশধর সালেম, আব্দুল্লাহ ও হামযাহ নেমে ছিলেন।[৩৮] তাঁকে 'বাকীউল গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।[৩৯]

সমাপনীঃ উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু, ইবাদতগুযার ও আদর্শবান মহিলা। অধিক ছালাত, ছিয়াম আদায়ের পাশাপাশি তিনি দানের ক্ষেত্রেও ছিলেন উদার ও মুক্তহস্ত। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ও সেবা করে তিনি পতীসেবার এক অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনীতে আমাদের জন্য অনুকরণীয় অনেক দিক রয়েছে। তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে সে মোতাবিক চলতে পারলে বর্তমান পৃথিবীর শান্তিহীন পরিবারে শান্তি ফিরে আসবে, অসুখী দাম্পত্য জীবনে সুখের অনাবিল সমীরণ প্রবাহিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর জীবনী থেকে শিক্ষা নিয়ে সে মোতাবিক চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

২৭. *হিলয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১।*

২৮. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩১; সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯।*

২৯. *আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

৩০. *তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।*

৩১. *তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।*

৩২. *ইবনু হাজার বলেন, ৫০ হিজরীতে আফ্রিকার বিজয় সংঘটিত হয় দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৬১।*

৩৩. *আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

৩৪. *আত-তারীকুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*

৩৫. *তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬; আল-ইছাবাহ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

৩৬. *তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯; সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩০; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬।*

৩৭. *তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯।*

৩৮. *আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৬; তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।*

৩৯. *প্রাগুক্ত।*

ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টি

*মুহাম্মাদ মা'ছুম বিল্লাহ বিন রেযা**

মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হ'ল 'বীর্য'। আল্লাহ তা'আলা পিতার দেহ থেকে বের হওয়া কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ হ'তে নির্গত অসংখ্য ডিম্বের মধ্য থেকে একটি ডিম্ব বাছাই করে নেন এবং তাদের মধ্যে সম্মিলন ঘটান। তারপর এক বিশেষ মানবীয় গর্ভধারণ সংঘটিত হয়। গর্ভ সঞ্চারের পর মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করেন আল্লাহ তা'আলা। অতঃপর তিনি তাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন এক সুন্দর কাঠামো প্রদান করে।

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করেছেন, সেভাবেই মানব সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ সৃষ্টি যথার্থ এবং সর্বোৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন, 'তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন যথার্থ ও সর্বোৎকৃষ্টভাবে। তিনি যেমন আকৃতি ইচ্ছা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(ইনফিত্বর ৭-৮)*।

সন্তান-সন্ততি মাতা-পিতার আকৃতিতে হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হাদীছে আছে, উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মহিলাদের স্বপ্নদোষ হয় কি-না মর্মে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমার ডান হাত ধূলিমলিন হোক, তা না হ'লে কিভাবে সন্তান তাঁর সাদৃশ্য হয়?' *(বুখারী)*। অন্যত্র আরো বলা হয়েছে, 'মাতা-পিতা উভয়ের মধ্যে যার বীর্য জয়যুক্ত হয় অথবা জরায়ুতে প্রবেশ করে সন্তান তারই সাদৃশ্য হয়' *(মুসলিম)*।

এই বীর্য কোথা হ'তে বা কোন স্থান হ'তে উৎপত্তি হয় এটা নিয়ে ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কুরআনুল কারীম সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান ও প্রথম উৎস। পবিত্র কুরআন চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও অন্যতম উৎস। এ কুরআনেই বীর্য সৃষ্টির স্থান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

'এটা (বীর্য) বের হয় (পুরুষের) পৃষ্ঠদেশ ও (মহিলাদের) বক্ষদেশ হ'তে' *(ত্বারিক্ব ৭)*।

তাফসীরবিদগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ সৃষ্টির এই উপাদান সাধারণতঃ পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও মহিলাদের বক্ষদেশ হ'তেই উৎপত্তি হয়। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই উপাদান মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ হ'তে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ, নারী-পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারাই গঠিত হয়ে থাকে। তবে তারা একথাও বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। একারণেই দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত সহবাস করে তারা প্রায় মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরেকটি মত হ'ল, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'তে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান হ'তে নির্গত হয়।

সাধারণতঃ আমরা দেখে থাকি হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও মানুষ সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, বীর্য সারা শরীর থেকে নির্গত হয়। যদি তাই হ'ত তাহ'লে হাত-পা কর্তিত মানুষের পক্ষে সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব হ'ত না। বীর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির অবদানই বেশী। এসব অঙ্গসমূহ ধড়ের সাথে সম্পৃক্ত। মস্তিষ্কের কথা আলাদাভাবে এজন্য বলা হয়নি যে, মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের এমন একটা অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্ক বজায় থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বীর্য সৃষ্টির দু'টি স্থানের কথা বলেছেন, একটা হ'ল 'ছুলবুন' (পৃষ্ঠদেশ), আরেকটা হ'ল 'তারায়িব' (বক্ষদেশ)। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, তারায়িব হ'ল গলার হার পরার স্থান। আবার কেউ কেউ কাঁধ হ'তে বুক পর্যন্ত জায়গাকেও তারায়িব বলেছেন। কণ্ঠনালী হ'তে বুক পর্যন্ত স্থানকেও কেউ কেউ তারায়িব বলেছেন। বুক থেকে নিয়ে উপরের অংশকেও তারায়িব বলা হয়েছে। আবার কেউ কেউ উভয় স্তনের মধ্যবর্তী স্থানকেও তারায়িব বলেছেন। পিঠ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকেও তারায়িব বলা হয়। *(তাফসীর ইবনে কাছীর)*।

উপমহাদেশের জনৈক খ্যাতিমান ডাক্তার জনৈক মাওলানাকে (১৯৭০) জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি যে বলেছেন, মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে বীর্য অগ্রসর হয়। এটা আমার বোধগম্য হ'ল না। কেননা আমরা বাস্তব পর্যবেক্ষণে দেখি অণ্ডকোষে বীর্যের সৃষ্টি হয়। তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Canal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিটির নাম Prostate। এরপর সেখান হ'তে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়ে থাকে। অবশ্য এর নিয়ন্ত্রণ এমন একটি নার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে হয়, যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখানে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত আরো একটি গ্রন্থির তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জবাবে বলা হয়েছে, যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী আলাদা। তবুও কোন অংশ নিজে একাকী কোন কাজ করতে পারে না। বরং প্রত্যেকে অন্যের সহায়তায় নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে।

**ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

নিঃসন্দেহে বীর্যের সৃষ্টি হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান হ'ত তা বের হয়েও আসে এক বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকস্থলী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিষ্ক প্রত্যেকে স্বস্থানে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মানো এবং নির্গত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কিডনীতে পেশাব তৈরী হয় এবং একটি নালীর মাধ্যমে মূত্রাশয়ে পৌঁছে। অতঃপর পেশাব নির্গত হওয়ার পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু রক্ত তৈরী করা ও তাকে সমগ্র দেহে আবর্তিত করে কিডনী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়োজিত সেসব অঙ্গ যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে, তাহ'লে কি কিডনী পারবে রক্ত থেকে পেশাবের উপাদানগুলি আলাদা করে সেগুলিকে একসাথে পেশাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে? এটা কখনো সম্ভব নয়।

তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয়নি যে, এই উপাদানগুলি মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয়। বরং বলা হয়েছে, 'ঐ দু'টির মাঝখানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখান হ'তে এই উপাদানগুলি নির্গত হয়'। এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, বীর্য তৈরী হওয়ার ও নির্গমনের একটি বিশেষ কর্মপ্রণালী রয়েছে। শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এই কাজে নিয়োজিত থাকে। আরো জানা যায়, এই কর্মপ্রণালী স্বতঃপ্রবৃত্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব অঙ্গ স্থাপন করেছেন তাদের সহায়তায় এই কাজটি সম্পাদিত হয়।

ভ্রূণ তত্ত্বের দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, ভ্রূণের (Foetus) মধ্যে যে অণ্ডকোষে বীর্যের জন্ম হয়, তা মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এই কার্যধারা সংঘটিত হয় জন্মের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে জন্মের কিছু পরে।

কিন্তু তবুও তার স্নায়ু ও শিরাগুলির উৎস সব সময় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে থাকে। বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলি (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অঞ্চল সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায়, অণ্ডকোষ আসলেই পিঠের একটি অন্যতম অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তিরিত করা হয়। যদিও অণ্ডকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal Vesicles) জমা থাকে, তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলই হয় তাকে বের করার প্রধান কেন্দ্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে পৌঁছার পর কেন্দ্রের সঞ্চালনে মৌলিক কোষ সংকুচিত হয়। বীর্য সৃষ্টির স্থান সম্পর্কে আলোচনার শেষপ্রান্তে এসে বলা যায়, বীর্য সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআনুল কারীম যে তথ্য প্রদান করেছে তা চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানে লব্ধ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল, বিপরীতমুখী নয়। তাই কুরআনুল কারীম যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস তা এর দ্বারা আরো একবার প্রমাণিত হ'ল।

ক্ষেত-খামার

গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষ

প্রজাতি ভেদে ডালে শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ আমিষ থাকে। বাংলাদেশে ১৪ কোটি লোকের জন্য বার্ষিক ডালের প্রয়োজন প্রায় ২০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে ডালের চাহিদা মেটাতে ডালের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাথী ফসল হিসাবে মুগডাল চাষ করা যায়। ডালের উৎপাদন বাড়াতে হ'লে আখ, তুলা, ভুট্টা প্রভৃতি সারি করে লাগানো ফসলের মধ্যে সাথী ফসল হিসাবে ব্যাপকভাবে মুগ ডালের চাষ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪.৫ লাখ একর জমিতে আখের চাষ হয়। এসব আখের জমিতে প্রথম সাথী ফসল ওঠার পর ২য় সাথী ফসল হিসাবে অন্য কোন ফসলের চাষ হয় না বললেই চলে। দুই সারি আখের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে অথবা দু'টি জোড়া সারি আখের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় ২য় সাথী ফসল হিসাবে অনায়াসে গ্রীষ্মকালীন মুগ ডালের চাষ করা যায়। আখের জমিতে ২য় সাথী ফসল হিসাবে ডাল চাষের সুবিধাগুলো হ'ল-

১. আখের জমিতে ২য় সাথী ফসল হিসাবে মুগ ডালের চাষ করে অতিরিক্ত জমি ছাড়াই চাষীর ডালের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

২. দু'টি জোড়া সারি বা একক সারি আখের মাঝখানে ২য় সাথী ফসল হিসাবে গ্রীষ্মকালীন মুগের চাষের ফলে জমিতে আগাছার উপদ্রব কম হয়।

৩. ২য় সাথী ফসল হিসাবে মুগ ডালের চাষ করে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

৪. ফল তোলার পর মুগ ডালের গাছ, পাতা, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে জৈব সার প্রস্তুত করা যায়।

উপযুক্ত জমিঃ আখ চাষের জন্য উপযুক্ত বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি মুগ ডালের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

জাতঃ বিনা মুগ ৫ ও বারি মুগ-৫।

জীবনকালঃ ৬০ থেকে ৭০ দিন।

জমি তৈরীঃ প্রথম সাথী ফসল তোলার পর দু'এক দিনের মধ্যেই কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। জমি তৈরীর সময় ভাল ফসলের জন্য একরপ্রতি ৮ কেজি ইউরিয়া, ১৬ কেজি টিএসপি ও ১০ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে জমি খুব উর্বর হ'লে এবং প্রথম সাথী ফসলের জন্য মাত্রা অনুযায়ী সার ব্যবহার করলে মুগ ডালের জন্য কোন সার ব্যবহার না করলেও চলবে।

বীজের পরিমাণঃ সাথী ফসল হিসাবে গ্রীষ্মকালীন মুগ ডাল চাষের জন্য একরপ্রতি ৫ থেকে ৬ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন পদ্ধতিঃ ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই জোড়া সারি আখের মাঝখানে ২ থেকে ৩ লাইনের অথবা একক সারি আখের মাঝখানে ১ লাইন মুগ ডাল বপন করতে হবে। সবুজ সার হিসাবে চাষের জন্য মুগ বীজ ছিটিয়ে বোনা যেতে পারে। বীজ বপনকালে জমিতে রসের অভাব হ'লে একটি হালকা সেচ দিতে হবে। এতে চারা গজানোর হার বৃদ্ধি পাবে।

আগাছা দমনঃ চারা গজানোর পর জমিতে আগাছা দেখা গেলে ১৫ থেকে ২০ দিন পরপর নিড়ানি দিয়ে হালকাভাবে আগাছাগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনঃ মুগ ডাল ফসলে বিছা পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। বিছা পোকা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মুগের প্রায় ১৫টি রোগ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এসব রোগের মধ্যে পাতার দাগ রোগ ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস অন্যতম। হলুদ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। পাতার দাগ রোগ দমনের জন্য ব্যাভিস্টিন নামক ছত্রাকনাশক ০.২% হারে ১০ থেকে ১২ দিন অন্তর তিনবার স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহঃ ফল কালচে রঙ ধারণ করলে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। সব ফল এক সঙ্গে পাকে না। তাই ২ থেকে ৩ বারে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহের পর গাছের পাতা, কাণ্ড ইত্যাদি জমিতে চাষ দিয়ে মিশিয়ে দিলে সবুজ সারের কাজ হয়।

ফলনঃ উপযুক্ত যত্ন নিলে সাথী ফসল হিসাবে গ্রীষ্মকালীন মুগের একরপ্রতি ২৫০ থেকে ৩০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

ঝিঙ্গাঃ সবরকম জমিতে

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে ঝিঙ্গা এক পরিচিত নাম। ঝিঙ্গায় শতকরা ০.৫ ভাগ প্রোটিন, ৩.৪ ভাগ শ্বেতসার, ০.১ ভাগ চর্বি, ০.৩ ভাগ খনিজ পদার্থ, ০.৫ ভাগ আলু ও ৯৫.২ ভাগ পানি রয়েছে। এছাড়া ঝিঙ্গাতে ভিটামিন এ, বি এবং আমাদের শরীরের জন্য উপকারী দ্রব্যও রয়েছে। আমাদের দেশে ঝিঙ্গার চাষ ভাল হয় এবং অর্থকরি ফসল হিসাবে এর চাষ করা যায়। এখানে বিজ্ঞানসম্মত ঝিঙ্গা চাষ নিয়ে কিছু আলোচনা করা হ'ল।

আবহাওয়াঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ঝিঙ্গার চাষ করা যায়। তবে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এর চাষ ভাল হয়।

মাটি ও জমি প্রস্তুতঃ সবরকমের জমিতেই ঝিঙ্গা চাষ করা যায়। তবে পানি নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো-আঁশ মাটির জমিতে এর চাষ ভাল হয়। লম্বা ও প্রস্থে ৩-৪ বার চাষ দিয়ে এবং মই দিয়ে জমিকে ঝুরঝুরা করে প্রস্তুত করতে হয়।

উন্নতজাতঃ পুসা নসধর ঝিঙ্গার এক উন্নতজাত। এ জাতের গাছে প্রায় ৬০ দিনে ফুল আসে এবং গাছ প্রতি প্রায় ১৫-২০টি ঝিঙ্গার ফলন হয়।

বীজের পরিমাণঃ বিঘা প্রতি ৫০০-৬০০ গ্রাম বীজের দরকার হয়।

বোনার পদ্ধতিঃ বোনার আগে ভালভাবে প্রস্তুত করা জমিতে ৫-৭ ফুট অন্তর অন্তর একটি করে বেড তৈরী করতে হবে। বেডে ২-৩ ফুট অন্তর অন্তর বীজ লাগানোর জন্য জায়গা করে প্রতি জায়গায় প্রায় ৫ কেজি পচন সার, ৪০-৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৪০-৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ৮০-৯০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজগুলো একরাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে, এক-দুই দিন কাপড়ে বেঁধে রেখে পরের দিন বোনার আইলে বোনা দরকার। প্রতি জায়গায় ২-৩টি করে বীজ রোপণ করতে হয়। শুকনো বীজ রোপণ করলে জমিতে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জমি ভিজে থাকে ও বীজ সহজে অঙ্কুরোদগম হ'তে পারে। ঝিঙ্গার বীজ আষাঢ় মাস পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

মাধ্যমিক পরিচর্যাঃ ঝিঙ্গা গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লতাবার জন্য খাঁচা বা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া দরকার। গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার সেচ দিতে হবে। বর্ষাকালীন ফসলের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সেচ দিতে হয়। ফসল লতিয়ে জমি ভরে না যাওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা ও আগাছা পরিষ্কার করে দেয়া দরকার।

শস্য রক্ষাঃ ঝিঙ্গা গাছের পাতা খাওয়া পোকা বা বিটল এক অনিষ্টকারী পোকা। এ পোকা ঝিঙ্গা গাছের পাতা খায়। এর ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। এ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ম্যালেথিন ৫০ ইসি ওষুধ ২.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ঝিঙ্গার আরেকটি অনিষ্টকারী পোকা হ'ল ফলের মাছি। এ পোকা ঝিঙ্গার মধ্যে ডিম পাড়ে। ফলে এর মধ্যে কীটাণু জন্মে। ফলগুলো পচে যায়। এ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি ম্যালেথিয়ন, ৫০ ইসি ওষুধ ও ১০ গ্রাম গুড় মিশিয়ে ফলের উপর স্প্রে করতে হবে। ওষুধ দেয়ার পর ৭-৮ দিন ঝিঙ্গা তোলা যাবে না। ঝিঙ্গার আরো ২টি অনিষ্টকারী রোগ গুড়োচিতি ও চড়ানোচিতি। গুড়োচিতি রোগে আক্রান্ত গাছে প্রথমে পাতার উপর দিকে ছোট ছোট সাদা বা ধূসর রঙের দাগ দেখা যায়। পরে এ দাগগুলো সংখ্যার এবং আকৃতির দিক থেকে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশ পাউডারের গুঁড়োর মতো সাদা দাগ পাতার উপর ভাগে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতাগুলো মরে যায় এবং গাছের স্বাভাবিক কর্মশক্তি ব্যাহত হয়। এতে আক্রান্ত গাছের ফলন হ্রাস পায়। ইরিসিফি সিকোরাসিয়ারাম নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য রোগাক্রান্ত পাতা এবং মরে যাওয়া অংশ ধ্বংস করতে হবে। আক্রান্ত গাছে কেরাথেন ওষুধ ০.২ শতাংশ বা বেভিস্টিন ০.১ শতাংশ স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়। আর চড়ানোচিতি রোগ সিউডোপেরেনোস্পোরা কিউবেনসিস নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণের ফলে হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতায় প্রথমে হলদে রঙের কোণাকৃতি দাগ পড়ে। আর্দ্র আবহাওয়ায় কোণাকৃতি দাগের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পাতার নিচে বাদামি রঙের আস্তরণ সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত পাতাগুলো কম সময়ের মধ্যে মারা যায়। আক্রান্ত গাছে ঠিক মতো ফুল ফল ধরে না এবং ফলের স্বাদ কমে যায়।

এ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য রোপণের আগে বীজগুলো এগ্রসান জিএন ওষুধের সঙ্গে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ১.৫ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে শোধন করতে হবে। ১.৫ গ্রাম প্রতি কিলো বীজ হারে মিশিয়ে শোধন করা দরকার। রোগাক্রান্ত গাছে ইন্দফিল এম ৪৫ ওষুধ ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে বা ব্লাইটক্স অথবা ফাইটোপান ওষুধ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

পণ করেছি

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

পণ করেছি অনেক কথা
বলব নাকো বলব না,
মুখটি বুজে থাকবো বসে
খুলব না মুখ খুলব না।
নিজেদের দেশেই ঘটছে কত
আজব অলীক ঘটনা,
থাকছে কেহ চুপটি করে
করছে কেহ রটনা।
সারা দেশে যুলুমবাজী
অত্যাচার আর অবিচার,
দেশটি জুড়ে চলছে এখন
দুঃশাসন আর মিথ্যাচার।
যারা এখন মিথ্যাবাদী
চরিত্রহীন মদ মাতাল,
তারাই এখন এই দেশেতে
রাজার হালে কাটায় কাল।
এসব কথা বলতে গেলে
মান থাকে না জানও যায়,
ওসব কথা বলব নাকো
পণ করেছি আজকে তাই।
সব ক্ষমতা তাদের হাতে
তারাই দেশের কর্ণধর,
তাদের ভয়েই ভাল মানুষ
কাঁপছে সদা থরথর।
ধর্মের কেহ লেবাস পরে
ওদের সাথেই চলছে বেশ,
ছদ্মবেশে হদ্দ করে
লুটেপুটে খাচ্ছে দেশ।
ধর্ম এখন ব্যবসা কেবল
চলছে ভীষণ জমজমাট
তাফসীর মাহফিল নামকরণে
লাগায় কতই বাজার হাট।
ধর্মটাকে দিচ্ছে গোরে
কুরআন-হাদীছ বেচে খায়,
ইসলাম ধর্ম যাচ্ছে কোথায়
পরকালের খবর নাই।
মুখে সবার নীতিবাক
দেশ গড়ারও শ্লোগান দেয়,
নিজের গাড়ী-বাড়ীর তরে
শত কোটি করছে ব্যয়।
এত কিছু দেখার পরেও
খুলব না মুখ খুলব না,
বোবার মত থাকবো বসে
কোন কথা বলব না।
কারণ কি তার বলতে হবে?
শোন এবার বলি তাই,
কখন বলে আমার উপর
মিথ্যা বিশটা মামলা হয়।
পুলিশের ভয় আছে জানি
ওরা তো যম এক নম্বর,
জায়গা জমি বেঁচেও শেষে
বেচতে হবে বাড়ী-ঘর।
ওদের কথা বলতে গেলে
আছে ভীষণ মোদের ভয়,
জেএমবি আর বাংলা ভাইয়ের
খাতায় যদি নাম উঠায়!
রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা আবার
ওরা যদি চাপায় ফের,
ঝুলতে হবে ফাঁসিকাষ্ঠে
লাগবে নাকো সময় ঢের।
ক্রসফায়ারে দিলে পরে
ভূত-ভবিষ্যৎ সব ফাঁকা,
এবার তবে ইহধামে
হবে নাকো আর থাকা।
এত কিছু জেনে শুনেও
মনটা যদি ক্ষিপ্ত হয়,
বলবো না তাও কোন কথা
ওরা যদি কাফের কয়?
বলবো না তাও বলতে গিয়ে
সবার কাছে হলাম দাগী,
তবুও শেষে আল্লাহ্‌র কাছে
দেশ ও দশের ভালাই মাগী।

***

হাম্‌দ

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ীহাট, বিরল, দিনাজপুর।

ওগো প্রভু! ওগো দয়াময়!
তোমার কি তুলনা হয়?
তুমিতো রহমান-রহীম
তোমারই কৃপায়
শান্তি যে আছে হেথায়।
সবুজ-শ্যামল মাটির পরে
বিছায়েছ বিছানা সবার তরে।
সুদূর নীল আকাশ
আরামদায়ক শীতল বাতাস।
রহমতের অবিরত ধারা
দিয়েছ তুমি জগৎ ভরা।

***

পাঁচটি রুকন

-মাওলানা আব্দুস সুবহান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

ইসলাম ধর্মের পাঁচটি রুকন
রাখবে মনে ভাই,
ছালাত-ছিয়াম আর হজ্জ-যাকাত
যার তুলনা নাই।
অদৃশ্য বস্তুর প্রতি
ঈমান আনিয়া,
আল্লাহ পাকের নাম রাখিও
হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত করতে কায়েম
না করিও ভুল,
ছালাত-ছিয়াম সঙ্গে কভু
হয় না কারো তুল।
বছর ঘুরে আসবে যখন
পবিত্র রামাযান
করলে পালন খুশি হবেন
আল্লাহ মেহেরবান।
সাধ্য থাকলে হজ্জে যাবে
না থাকলে নয়,
বিত্তবানের যাকাত দিতে
ভুল যেন না হয়।

***

ধর্ম কি?

-আব্দুল মালেক খান
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

চুরি, ডাকাতি, অন্যায় কাজ জীবনে যার ঘুচবে না
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত কাজে তার লাগবে না।
নিজ দায়িত্ব পালন করে উপরি নেয়া হ'লে
শরী'আতের মাপকাঠিতে ঘুষ তাকে বলে।
নিজের মাল বেঁচতে গেলে দোষ-ত্রুটি বলে না
নিজের দোষ চাপা রাখে পরের দোষ ছাড়ে না।
পরের প্রাপ্য চায় না দিতে নিজের বেলায় ছাড়ে না
নিজে খায় মাছ-গোশত চাকরের বেলায় জুটে না।
পাঞ্জাবী আর পাগড়ী-টুপি, লম্বা দাড়ি আননে
কুরআন কেবল পড়েই চলে আমল নাই তার জীবনে ।
ঈমান আছে দাবী করে মুমিন বলে গণ্য হয়
আমলহীন শূন্যখাতা পুণ্যহীন পড়ে রয়।
চুরি, ডাকাতি, মারামারি করে যারা অহংকার
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতে নাইকো তাদের উপকার।
ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা রটায়, করে যারা অত্যাচার
ভাল কাজ তারা যতই করুক পাপ বাড়িবে বরাবর।
বাপ-মা বেঁচে আছে তবু সেবা তাদের করে না
মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে জান্নাত তাদের জুটবে না।
ছিনতাই, রাহাজানি করে বেড়ায় ধর্ষণ
ওরা কপালপোড়া নরকবাসী অনল হবে বর্ষণ।
ইয়াতীম মাল হাতে পেয়ে রক্ষা যারা করবে না
সর্বনাশা হতভাগ্য জান্নাত তার জুটবে না।
লেখাপড়া শিখে যারা কুরআন-হাদীছ পড়ল না
বদনসীব ধ্বংস ওদের একটি ফরয মানলো না।

***

কেমনে ভুল মায়ের কথা

-মুহাম্মাদ বকুলুয্যামান
ডি.সি. কোর্ট, মেহেরপুর।

কেমনে ভুলে যাও মায়ের কথা
করলে বিয়ে পাশ,
মা যে তোমায় রাখছে পেটে
দীর্ঘ কয়েক মাস।
শ্বশুরবাড়ী যাও তুমি ভাই
কমলা-আপেল সাথে,
একটি আপেল দেওনি তুমি
দুঃখিনী মায়ের হাতে।
মিষ্টি কিনে কতই খরচ
করছ তাদের পিছে,
ঔষধ খাওয়ার পয়সা তুমি
দেওনি মায়ের কাছে।
শাশুড়ি কভু চাইলে টাকা
খুলছ টাকার মোট,
মায়ের কাছে দেওনি ভুলেও
দশ টাকার নোট।
শাশুড়িকে দেখতে যাচ্ছ
যদিও তিনি সুস্থ,
মায়ের অসুখ খবর পেলে
অফিসে থাক ব্যস্ত।
শাশুড়িকে বলতে কিছু
ভদ্রতার নেই শেষ,
মায়ের সাথে বলতে কথা
বিশ্রী বল বেশ॥

***

শিক্ষকের উপদেশ

-মুহাম্মাদ রহমতুল্লাহ
মাধবদী, নরসিংদী।

দুষ্ট ছেলের ভীড়ের মাঝে
করবে না আর খেলা,
লেখা-পড়ায় করছ কেন
ভারী অবহেলা?
স্কুল ছেড়ে দুষ্টুমীতে
ডাকছে আবার কারা?
ওদের ডাকে সাড়া দিলে
হবে সর্বহারা॥

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ আফতাবুযযামান, নওফেল, রাশেদুল ইসলাম, আবুল কালাম, আরিফ, শরীফ, আসিফ, আনারুল ইসলাম, ইয়ামিন, মুনীর, ফুয়াদ, আবুল হাসান, রুহুল আমীন।

গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ আনোয়ারুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ ও ওবায়দুল্লাহ।

ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহীঃ আবু জা'ফর, রফীকুল ইসলাম, শহীদুল ইসলাম ও তরীকুল ইসলাম।

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুরঃ ছাকিব, শিহাব ও শরীফ।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধাঃ তাওহীদ হাসান, রাশেদ, রাসেল ও সোহেল।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিশ্বের ক্ষুদ্রতম)-এর সঠিক উত্তর

১। ভ্যাটিকান ২। বুধগ্রহ
৩। ২২ ডিসেম্বর (উত্তর গোলার্ধে)
৪। ওশেনিয়া ৫। ডি. নদী
৬। হার্মিংবার্ড।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী বিষয়)-এর সঠিক উত্তর

১। ২টি। (১) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, যা দ্বারা মানুষকে দিন-রাত দাওয়াত দেয় (২) এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ অর্থ দিয়েছেন, যা থেকে সে দান করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০২)*।

২। ৩টি স্থান। (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে (২) মানুষের মাঝে মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে (৩) স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮১১)*।

৩। ৩টি। (১) ছদাক্বায়ে জারিয়া (২) এমন ইলম, যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে *(মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৩)*।

৪। টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*।

৫। পিতা-মাতা *(বুখারী ও মুসলিম)*।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। সবচেয়ে বেশী দিন ফল দেয় কোন গাছ?
২। উদ্ভিদের পাতা সবুজ হয় কেন?
৩। কোন গাছের রস দিয়ে কুইনাইন তৈরী হয়?
৪। কোন গাছ হাতের ছোঁয়া লাগলেই নুয়ে পড়ে?
৫। কোন গাছ অতিদ্রুত বাড়ে?

** সংকলনেঃ মুহাম্মাদ তাওফীকুর রহমান*
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
২। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রাম কোনটি?
৩। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী কোনটি?
৪। বাংলাদেশের বড় হোটেল কোনটি?
৫। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পবর্তশৃঙ্গ কোনটি?

** সংকলনেঃ মাহফূযুর রহমান*
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায শাখার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণি গঠনতন্ত্র, শিক্ষার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি মারকায শাখার পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেয রবীউল ইসলাম।

আযানের ধ্বনি

এফ.এম. নাছরুল্লাহ বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কোথায় আজ উম্মে মাকতূম
বেলালের মধুর সুর?
যাদের সুরে ধূসর জগৎ
পেত আলোর নূর।
আযানের ধ্বনি শুনেও
কেন মুমিন ঘুমায় অঘোরে,
হলো একি হাল সবি বিশৃংখল
পৃথিবীটা অন্ধকারে।
মুয়াযযিন একা মসজিদ গৃহে
মুছল্লীরা আজ কই?
আখেরাত ভুলে ক্ষণিকের ধরায়
ব্যস্ত কেন পড়ে রই!
আযানের ধ্বনি আকাশে-বাতাসে
ভেসে বেড়ায় নিরবধি,
শুনে সে ধ্বনি নিরব থাকে
পৃথিবীর সব জীব-জন্তু, পশু-পাখি।
হে মুমিন ওঠরে জেগে
আর যেয়ো না ঘুম,
গভীর রজনীতে ঐ শোন তোমায়
ডাকছে উম্মে মাকতূম।
বেলাল বলে এসোরে ভাই
আর করো না হেলা,
দিনে দিনে সময় যায় ফুঁরিয়ে
শেষ হয়ে এল বেলা।

মৃত্যু সংবাদ

আত-তাহরীক সম্পাদকের পিতার ইন্তেকাল

মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর পিতা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার তুলাগাঁও শাখার সভাপতি জনাব শামসুদ্দীন আহমাদ চেয়ারম্যান (৭৫) গত ১৭ মার্চ ২০০৬ শুক্রবার দুপুর ১-২০ মিনিটে কুমিল্লা শহরের মুক্তি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র, ৪ কন্যা, নাতি-নাতনী, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রেখে যান। তিনি দীর্ঘদিন থেকে হার্ট ও বাতের অসুখে ভুগছিলেন। গত বছর ৯ জুন তারিখে কুমিল্লা শহরে ডাক্তার দেখাতে গেলে তিনি রিক্সা থেকে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ সময়ে তাঁর কোমরের জয়েন্ট হাড় ভেঙ্গে যায়। এরপর থেকেই তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। পরবর্তীতে কিছুটা উন্নতি হ'লেও মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'বোন ক্যান্সারে' আক্রান্ত হন।

তাঁর ১ম জানাযার ছালাত পরদিন ১৮ মার্চ শনিবার সকাল ১০-টায় তাঁর ৩য় পুত্র ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন-এর ইমামতিতে তুলাগাঁও দাখিল মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর বেলা ১২-টায় যেলার দেবিদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া) গ্রামের নিজ বাড়ীতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহআলমের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত ২য় জানাযা শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

তার জানাযার ছালাতে কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্জ ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উপদেষ্টা সঊদী মাবঊছ হাফেয আব্দুল মতীন সালাফী, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শরাফত আলী, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, কোরপাই কাকিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা শফীকুল ইসলাম এবং থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মণ্ডলী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সহ দল-মত, মাযহাব নির্বিশেষে শত শত মুছল্লী শরীক হন এবং তাঁর জন্য প্রাণ খোলা দো'আ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত পরিবারের প্রতি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। তাছাড়া 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

[আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর জন্য অন্তর খোলা দো'আ করছি যেন আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করেন- আমীন! -সহকারী সম্পাদক]

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয আর নেই

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয আর নেই। তিনি গত ৩১ মার্চ শুক্রবার দিবাগত রাত ১০-১০ মিনিটে ঢাকার বংশালস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ১ মেয়ে ও বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তাঁর জানাযা ছালাত বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর ২য় পুত্র হাফেয ফয়ছাল-এর ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে বংশাল পঞ্চায়েত কবরস্থানে দাফন করা হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াচ হোসাইন, সহ-সভাপতি জনাব ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ, সাবেক সহ-সভাপতি হাফেয শামসুল হক শিবলী, বর্তমান সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ত্রিশালী, তাবলীগ সম্পাদক আবুবকর, দফতর সম্পাদক মুহসিন আকন্দ সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ জয়পুরহাট থেকে জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু তাঁরা ঢাকা পৌঁছতে বিলম্ব হওয়ায় জানাযায় শরীক হ'তে পারেননি। তাঁরা দাফনের পরে মৃতের কবর যিয়ারত করেন। এরপর তাঁরা তার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সহকারী সম্পাদক]

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শব্দদূষণের খেসারতঃ বিকশিত প্রজন্ম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতি

শব্দদূষণের ফলে শিক্ষার্থীরা মেধার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। ফলে দেশ ও জাতি বিকশিত প্রজন্ম পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা শহরের অধিকাংশ জায়গায় শব্দের সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত মাত্রা অপেক্ষা ১৩ থেকে ৪০ ডেসিবেল বেশী শব্দের মধ্যে মানুষ বসবাস করছে। গত ৫ মার্চ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে 'শব্দদূষণঃ বিপর্যস্ত জনজীবন ও করণীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তাগণ একথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, শব্দদূষণের ফলে সাময়িক এবং স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ। তবে ছাত্র-ছাত্রী, হাসপাতালের রোগী, ট্রাফিক পুলিশ এবং গাড়ীর চালকরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বক্তাগণ বলেন, বনায়ন ধ্বংস ও নগরায়ন, শিল্প ও প্রযুক্তির প্রসার, যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবন ধারণের প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে শব্দদূষণ হচ্ছে। শব্দদূষণ শুধু নাগরিক জীবনের সমস্যা নয়, এটি ধীরে ধীরে গ্রামাঞ্চলের অফিস-আদালত, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাংকের একাধিক গবেষণা থেকে জানা গেছে, ৩০টি কঠিন রোগের কারণ ১২ রকমের পরিবেশ দূষণ। শব্দদূষণ তার মধ্যে অন্যতম। উচ্চমাত্রার শব্দ যদি কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে বার বার আঘাত করতে থাকে, তবে তার মাথাধরা বা যন্ত্রণা, মেজায খিটখিটে, বিরক্তিবোধ, মনোসংযোগ নষ্ট, ঘুমের অসুবিধা হ'তে পারে। হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য উচ্চমাত্রার শব্দ আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ।

রাজধানীতে ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ ভবন ৪০ হাযার

রাজধানীতে ৪০ হাযারের বেশী ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ ভবন রয়েছে। এসব ভবনের অধিকাংশই ১০ থেকে ১৫ বছর আগে পরিত্যক্ত হিসাবে শনাক্ত করার পরও ভাঙ্গা হয়নি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লাখ লাখ মানুষ এসব ভবনে এখনো বসবাস করছে। যেকোন সময় এসব ভবন ধসে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হ'তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশঙ্কা করছেন। কোন ধরনের ভূমিকম্প বা অন্যকোন দুর্যোগ ব্যতীত এমনিতেই যেকোন সময় পুরাতন ঢাকার ৫ শতাধিক ভবন ধসে পড়তে পারে। এসব ভবন ধসে পড়লে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হ'তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন। এছাড়া রাজউকের শনাক্ত করা ১২ হাযার ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ২০০২ সালে ভেঙে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় জনমনে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মেয়াদোত্তীর্ণ, পরিত্যক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন উচ্ছেদ না করায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন উচ্ছেদের দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের। রাজউক এক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু তালিকা তৈরী করার পর সিটি করপোরেশন উচ্ছেদ না করলে রাজউকের করার কিছু নেই। সূত্রমতে, পুরাতন ঢাকায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ধসে পড়লে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করার মতোও কোন সুযোগ-সুবিধা নেই। এলাকার সরু রাস্তা দিয়ে কোন উদ্ধার ক্রেন, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী কিংবা এ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াতের কোন সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সময়মত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে মহা সংকটে পড়তে হবে।

মহাস্থানগড়ে দেড় সহস্রাধিক প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার

বগুড়া যেলার ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে প্রাচীনকালের দেড় সহস্রাধিক স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলি উদ্ধার করেছে ৬জন দিনমজুর। মহাস্থানগড়ের অদূরে বগুড়া সদরের নামুজা ইউনিয়নের মথুরা পশ্চিমপাড়া ইয়ার উদ্দীনের দুই পুত্র ইবরাহীম ও আবদুল মালেক একই গ্রামের আযিমুল্লার পুত্র আকবর আলী, দছির মিয়ার পুত্র নূর আলী, বামনপাড়ার আমীরুদ্দীনের পুত্র বাদশা মিয়া, চিংগাসপুর গ্রামের পলিপাড়ার বাবলুসহ ৬ জন দিনমজুর মথুরা গ্রামের আফছার আলীর উঁচু জমি কেটে নীচু বানানোর চুক্তিতে মাটি কাটার সময় ব্রোঞ্জ নির্মিত হাঁড়ি ভর্তি প্রাচীন কালের উক্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি পেয়েছে। তারা স্বর্ণমুদ্রাগুলি মহাস্থান বাজারের কয়েকজন স্বর্ণকারের নিকট বিক্রি করতে গেলে ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরাধীন মহাস্থান জাদুঘরের কাষ্টোডিয়ান বিষয়টি জানার পর ঐ ৬ জন দিনমজুরের বাড়ীতে যায়। কিন্তু তাদের কাউকে বাড়ীতে পাওয়া যায়নি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ায় সবধরনের চাপ এড়াতে তারা গা ঢাকা দিয়েছে। উল্লেখ্য, ঐ একই জমিতে ইতিপূর্বেও ব্রোঞ্জ নির্মিত প্রাচীনকালের একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, যা বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট জমা আছে।

হাযার কোটি টাকার মেডিকেল যন্ত্রপাতি পড়ে আছে সরকারী হাসপাতালে

হাযার কোটি টাকার মেডিকেল যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে সরকারী বিভিন্ন হাসপাতালে। প্রায় সাড়ে তিনশ' এক্স-রে মেশিন, রেনাল এনজিও গ্রাম, সি আর্ম এক্স-রে মেশিন, লিনিয়ার এক্সিলিটর, সিটিস্ক্যান ও এনজিওগ্রামসহ চিকিৎসার জন্য যরূরী দরকারী প্রায় চারশ' পরীক্ষা যন্ত্র অকেজো করে রাখা হয়েছে। এই যন্ত্রগুলি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এণ্ড ইউরোলজী (কিডনী ইনষ্টিটিউট), ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং ঢাকার মহাখালীস্থ ক্যান্সার হাসপাতালে শো-পিচ হিসাবে পড়ে আছে। রোগীর সেবার পরিবর্তে বিপুল সংখ্যক মূল্যবান এই মেডিকেল যন্ত্রগুলি চালু করার কোন উদ্যোগ মন্ত্রণালয়ের নেই গত এক বছরের বেশী সময় ধরে। হাযার হাযার অসহায় রোগীর জটিল চিকিৎসার সেবা নিশ্চিতের নামে কয়েক বছর ধরে এগুলি সরকারী টাকায় কেনা হয়েছিল।

পেট্রো বাংলা গত অর্থবছরে উত্তরাঞ্চলে ১৬৫ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রি করেছে

'পেট্রোবাংলা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড' গত ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে দেশের উত্তরাঞ্চলে ৬১৮ এম.এম.সি. এম গ্যাস বিক্রি করেছে। এতে রাজস্ব আয় হয়েছে ১৬৪ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে কর পূর্ব নীট লাভের পরিমাণ ৯ কোটি ৩৭ লাখ টাকা, যা পূর্বের বছরের তুলনায় ২২.৫% বেশি। গত ৯ মার্চ কোম্পানীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভায় এ তথ্য জানানো হয়। সূত্র জানায়, গত অর্থবছরে পিজিসিএল, ডিএসএল, লভ্যাংশ ও আয়কর বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ১১ কোটি ৫৫ লাখ টাকা জমা দিয়েছে। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস প্রকল্প অনুমোদিত পিপির বরাদ্দ থেকে ১৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা কম খরচে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বগুড়া শহরে গ্যাস সরবরাহের আওতায় নির্দিষ্ট সময়সীমার ৬ মাস পূর্বেই গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং এ প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা কম খরচ হয়েছে। কোম্পানীর অধিভুক্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ৬৭২ কিলোমিটার পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে গত অর্থবছরে ৪৪০ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন করা হয়।

যমুনা সেতুতে ফাটল!

প্রায় ৪ হাযার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ঢাকা ও উত্তরাঞ্চলের সেতুবন্ধন দেশের বৃহত্তম যমুনা বহুমুখী সেতুর স্থায়ীত্বকাল ৯৯ বছর ধরা হ'লেও মাত্র সাড়ে ৭ বছরে সেতুটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সেতুটিতে ফাটল ধরায় যান চলাচল বিপদজনক হয়ে পড়েছে। চার দশমিক আট কিলোমিটার দীর্ঘ যমুনা সেতুর ২ কিলোমিটার বাদে পুরো সেতুটিতে লম্বালম্বিভাবে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। দশমিক ১ থেকে দশমিক ৫ মিলিমিটার ব্যাসের এসব ফাটল ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। পিলারের উপরে থাকা ৫০টি সেগমেন্ট বাদে প্রায় সবকটিতেই ফাটল দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে ১৭, ৩৬ ও ৩৭ নম্বর পিলারের কাছে ফাটল বিপদজনক। যা দেশের বৃহত্তম এই সেতুটির অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জামিলুর রেযা চৌধুরীকে প্রধান করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। মার্চ মাসের মধ্যেই সেতুতে ফাটলের কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দেশের বৃহত্তম সেতুতে ফাটল ধরার কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ওভারলোডিং, কারিগরি ত্রুটি এবং ফিজিবিলিটি স্টাডিতে যে পরিমাণ গাড়ী চলার ধারণা করা হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি গাড়ী সেতুর উপর দিয়ে চলছে। এছাড়া মূল পরিকল্পনায় মিটার গেজ রেল লাইনের পরিবর্তে ডবল গেজ লাইন স্থাপন করায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।

স্তনক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে

স্তনক্যান্সার মহিলাদের জন্য একটি মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের মধ্যে নারী মৃত্যুর দ্বিতীয় অন্যতম কারণ স্তনক্যান্সার দেশে ক্রমান্বয়ে স্তনক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের সকল মহিলা ক্যান্সার রোগীর ২০-২৫ ভাগই স্তনক্যান্সারে আক্রান্ত। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে স্তন বা বগলের নীচে চাকা বা পিণ্ড অনুভব করা, স্তনের আকারের পরিবর্তন দেখা দেওয়া, স্তনের বোঁটা ভেতরে ঢুকে যাওয়া, স্তন অসমান বা বাঁকা হয়ে যাওয়া, স্তনের বোঁটা দিয়ে অস্বাভাবিক রস বা রক্তক্ষরণ হওয়া, চামড়ার রঙ বা চেহারায় পরিবর্তন দেখা দেওয়া। এসব লক্ষণ দেখা দিলে প্রথমেই চিকিৎসা নেওয়া দরকার। তা না হ'লে ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'তে হবে, যার পরিণতি অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে, স্তনক্যান্সারের প্রাথমিক প্রতিরোধের জন্য প্রত্যেক মহিলাকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। নিজের চোখে উল্লিখিত কারণ পরিলক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা নিলে স্তনক্যান্সার হ'তে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতি ১০ জনে একজন মহিলার এ রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ ৩৫ থেকে ৫৫ বছর বয়সেই এ রোগ বেশি দেখা দেয়। এছাড়া সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ালে এ রোগ হবার ঝুঁকি স্বাভাবিকের চেয়ে ২.৫ গুণ বেড়ে যায়।

সফটওয়্যার রপ্তানী

'রফতানী উন্নয়ন ব্যুরো' কর্তৃক আয়োজিত জার্মানীর হ্যানোভারে আন্তর্জাতিক সফটওয়্যার বাণিজ্য মেলায় (Cebit-2006) বাংলাদেশের প্রখ্যাত ৬টি আইটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী ২টি আইটি প্রতিষ্ঠান হংকং-এর একটি কোম্পানীর 3D animated Game এবং সাউথ আফ্রিকা ও স্লোভাকিয়ার ২টি কোম্পানীর ইন্টারনেট টেলিফোন বিল সংক্রান্ত সফটওয়্যার তৈরী ও রফতানীর জন্য ৩ লাখ মার্কিন ডলারের তাৎক্ষণিক রফতানী অর্ডার পেয়েছে। নতুন ৩টি দেশে উক্ত রফতানী অর্ডার দেশের আইটি সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত, যা ভবিষ্যতে আইটি সেক্টরের উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তি কমে যাচ্ছে

বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্তি কমে যাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য কিংবা প্রকল্প সাহায্য সবধরনের সাহায্যই কমছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছ'মাসে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩২৬ দশমিক ৩৯ মিলিয়ন ডলার কম বিদেশী সাহায্য এসেছে। শতকরা হিসাবে জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫-এ জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪-এর তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ সাহায্য কম এসেছে। ইআরডি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে নীট বিদেশী সাহায্য এসেছে ২৩৭ দশমিক ৫১ মিলিয়ন ডলার। আগের বছর তা ছিল ৫৭৩ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলার। সূত্র জানায়, সাহায্যপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে ধীরগতি এবং দাতাদের বিভিন্ন শর্ত পূরণে ব্যর্থতাজনিত কারণে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক সাহায্য আসছে না। জানা গেছে, গত অর্থবছরের প্রথম ছ'মাসে প্রকল্প সাহায্য হিসাবে ৭৯২ মিলিয়ন এবং খাদ্য সহায়তা হিসাবে ২২ দশমিক ৯০ মিলিয়ন মিলিয়ে মোট ৮১৪ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু চলতি অর্থবছরে প্রকল্প সাহায্য হিসাবে ৪৭২ দশমিক ৭০ মিলিয়ন এবং খাদ্য সহায়তা হিসাবে ১৫ দশমিক ৮১ মিলিয়ন মোট ৪৮৮ দশমিক ৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে। এই অংক গত বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম। এ সময়ের মধ্যে জুলাই, আগষ্ট ও নভেম্বর এই তিন মাসে বিদেশী সাহায্য যে পরিমাণ এসেছে সরকার তার চেয়ে বেশী ঋণ পরিশোধ করেছে। অর্থাৎ এই তিন মাসে মূল ঋণ পরিশোধ করায় বিদেশীরা বাংলাদেশকে যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশী নিয়ে গেছে।

বিদেশ

অবৈধ পারমাণবিক কর্মসূচীর সঙ্গে জড়িত ভারত

ওয়াশিংটনের একটি বেসরকারী বিশেষজ্ঞ সংস্থা 'ইনস্টিটিউট ফর সায়েন্স এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি' (আইএসআইএস) জানিয়েছে ভারত ইউরোপ থেকে অবৈধভাবে পারমাণবিক উপাদান সংগ্রহ করছে, যা গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তির প্রমাণ বহন করে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তথাকথিত পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধের নামে সম্প্রতি ভারতের সাথে বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের ঐ বেসরকারী সংস্থা আইএসআইএস এক প্রতিবেদনে গত ১০ মার্চ বলেছে, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচী আরো উন্নত করতে ভারতের সক্রিয় ও গোপন কর্মসূচীর ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়েছেন। ইউরেনিয়াম পারমাণবিক চুল্লীর জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তা পারমাণবিক বোমার মূল উপাদান হিসাবেও কাজ করতে পারে। জাতিসংঘের সাবেক পারমাণবিক পরিদর্শক ও আইএসআইএস-এর প্রেসিডেন্ট ডেভিড অলব্রাইট বলেছেন, পারমাণবিক কর্মসূচীর জন্য ভারতের সংগ্রহ পদ্ধতিই প্রমাণ করে এসবই গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তি। আইএসআইএস-এর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ভারতের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের নির্দেশনায় মুম্বাইয়ের পাবলিক ফার্ম 'ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড' দক্ষিণ ভারতের মাইশোরের বাইরে গোপনে গ্যাস সেন্টিফিউজ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্লান্ট পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও প্রযুক্তি সংগ্রহ করছে।

ভারতের গোয়ায় আবার মসজিদ ধ্বংস

ভারতের উপকূলীয় গোয়া রাজ্যের সানবদেম শহরে মুসলমানদের একটি মসজিদ ধ্বংস করে দিয়েছে উগ্র হিন্দু জঙ্গীবাদীরা। মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়ার এই উসকানীমূলক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৩ মার্চ ঐ শহরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আকারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতে পুলিশসহ ৫ জন গুরুতরভাবে যখম হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সানবদেম শহর এবং এর আশপাশের এলাকায় কারফিউ বলবৎ করে। ঐ যেলার পুলিশ প্রধান উজ্জ্বল মিশ্র জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শহরের উগ্র হিন্দুরা কারফিউ উপেক্ষা করে মুসলমানদের দোকানপাটগুলিতে বেপরোয়া লুটপাট চালায়। এসময় তাদের অন্তত ৫টি গাড়ী এবং বেশ কয়েকটি বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তারা পুলিশের উপরও চড়াও হয় এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদের এলাকায় হামলা চালায়।

উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রায়ই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। কিন্তু সাবেক পর্তুগীজ কালোনীর গোয়ায় এ ধরনের ঘৃণিত ঘটনা অতীতে খুব কমই ঘটেছে। তবে গত ১লা মার্চ উগ্র হিন্দু জঙ্গীবাদীরা মুসলমানদের একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিলে শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৪ মার্চ শুরু হয় ধর্মীয় দাঙ্গা।

জাতিসংঘে নতুন মানবাধিকার সংস্থা গঠনের প্রস্তাব পাস

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নতুন মানবাধিকার সংস্থা গঠনের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। এ ভোটাভুটির সময় যুক্তরাষ্ট্র একা হয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সমবেত রাষ্ট্রদূতরা একটানা দীর্ঘ করতালি দিয়ে এই প্রস্তাব পাসকে স্বাগত জানান।

১৯১ সদস্য বিশিষ্ট জাতিসংঘের উপস্থিত ১৭৭ সদস্যের মধ্যে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট পড়ে ১৭০টি এবং বিপক্ষে পড়ে ৪টি। তিনটি সদস্য দেশ ভোট দানে বিরত থাকে। প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোটদাতা দেশগুলো হচ্ছে ইসরাঈল, মার্শাল দীপপুঞ্জ, পালাউ এবং যুক্তরাষ্ট্র। অপরদিকে ইরান, বেলারুশ ও ভেনিজুয়েলা ভোটদানে বিরত থাকে। জাতিসংঘের বর্তমান মানবাধিকার সংস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে ঘৃণিত মানবাধিকার লংঘনকারী বেশ কয়েকটি দেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এটি ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জ্যাঁ এলিরাসনের সভাপতিত্বে কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ আলোচনার পর এই পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ পেল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫৩ দেশের সমন্বয়ে গঠিত বর্তমান জাতিসংঘ 'মানবাধিকার কমিশন'-এর পরিবর্তে ৪৭টি দেশের সমন্বয়ে একটি 'মানবাধিকার কাউন্সিল' গঠিত হবে। এই কাউন্সিল জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশুনা করা ছাড়াও বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়নে সহায়তা করবে।

বৃটেনে ১৩ বছরের মধ্যে বেকারের হার সবচেয়ে বেশী

বৃটেনে গত ১৩ বছরের মধ্যে এ বছরেই বেকার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। গত ১৬ মার্চ বৃটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় জানিয়েছে, আগের তুলনায় সেখানে ১৪,৬০০ জন নতুন বেকার ভাতার দাবীদার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হিসাবে সেখানে গত ফেব্রুয়ারী থেকে বেকার ভাতার দাবীদার দাঁড়িয়েছে ৯,১৯,৭০০ জনে। পরিসংখ্যান অফিস জানিয়েছে, বৃটেনে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি একটি মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গত জানুয়ারী মাস থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেকার বৃদ্ধির হার শতকরা ২.৯ ভাগ। জানা যায়, গত জানুয়ারী মাসে বেকার ভাতার নতুন দাবীদার বাড়ে ১ হাযার জন। আবার ফেব্রুয়ারীতে এ সংখ্যা বেড়ে নতুন করে আরো ১ হাযার লোক বেকার ভাতার দাবী করে। বর্ধিত হারে বেকার বৃদ্ধি ও বেকারভাতা প্রদানে বৃটেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রীতিমত চিন্তিত।

মরা মানুষের দাম লাখ ডলার!

সহস্রাধিক লাশের হাড়, দাঁত, চামড়া চুরির চাঞ্চল্যকর একটি মামলায় একজন ডেন্টিস্টসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক পুলিশ চার্জশিট দিয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির কয়েকটি ফিউনারেল হোমের এহেন অপকর্মের ঘটনাটি ফাঁস করেছিল ডেইলি নিউজ পত্রিকা। প্রকাশিত খবরের সূত্র ধরে ব্রুকলিন ডিস্ট্রিক্ট এটর্নির অফিস তদন্ত শুরু করেছিল। দীর্ঘ ২ মাস তদন্ত শেষে ফিউনারেল হোমে রাখা লাশের দাঁত, হাড়, চামড়া চুরির সত্যতা উদঘাটিত হয়েছে। তদন্ত কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, প্রতিটি লাশের দাঁত, চামড়া,

হাড় বিক্রি করা হয় লক্ষাধিক ডলারে। ফলে 'হাতি মরলেও লাখ টাকা' প্রবাদের মতো আমেরিকায় 'মানুষ মরলেও লাখ ডলার' কথাটি যেন বাস্তবে রূপ নিল। তদন্ত কর্মকর্তারা আরো বলেছেন, চামড়া ও হাড় চুরি করার পর প্লাষ্টিকের পাইপ দিয়ে লাশের ডামি তৈরী করে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হ'ত। আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত লাশের মুখ দেখেই স্বস্তি পান বলে যুগের পর যুগ ধরে এহেন অপকর্ম অবাধে চলছে। লাশ ধোয়ার পর স্বজনরা যখন ফিউনারেল হোম থেকে চলে যেতেন তখনই শুরু হ'ত লাশ কাটার হিড়িক। রাতভর চলতো একাজ। এ ঘটনায় বাংলাদেশীরাও আতঙ্কে রয়েছেন। কেননা গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকজনের লাশ দাফনের জন্য ঢাকা প্রেরণের আগে নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ফিউনারেল হোমে রাখা হয়। কেউই দাফনের আগে লাশের সারা শরীর খতিয়ে দেখেননি।

বলকানের কসাই মিলোসেভিচের মৃত্যু

সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং নব্বই দশকের বলকান যুদ্ধের হোতা স্লোবোদান মিলোসেভিচ মারা গেছেন। হেগের একটি বন্দীসেলে গত ১১ মার্চ তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একাধিক গণহত্যার অভিযোগে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে দীর্ঘদিন ধরে মিলোসেভিচের বিচার চলছিল। ৬৪ বছর বয়স্ক মিলোসেভিচের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হেগের আদালতে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে স্লোবেদান মিলোসেভিচের বিচারের শুনানি হচ্ছিল। এই আদালতে তার বিরুদ্ধে ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া ও কসোভোয় গণহত্যা চালানোর অভিযোগসহ মোট ৬৬টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু হৃদরোগজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে তার বিচার কাজ বারবার বিলম্বিত হচ্ছিল। উল্লেখ্য, যুদ্ধাপরাধী মিলোসেভিচ ১৯৯৫ সালে স্রেব্রেনিয়ায় ৮ হাযার মুসলমানকে হত্যা করে। যুগোশ্লাভিয়া বিষয়ক সাবেক মার্কিন আলোচক রিচার্ড হলব্রুক মিলোসেভিচকে একজন 'সোমিওপাথ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, তার নির্দেশিত গণহত্যায় ৩ লাখের বেশী লোক প্রাণ হারিয়েছে, তার কারণে চারটি যুদ্ধ হয়, ইউরোপে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং অপরাধ চক্রের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে নৃশংসতম ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি, যার কোন তুলনা নেই।

মিলোসেভিচ ১৯৪১ সালের ২ আগষ্ট সার্বিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় পোজারেভক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিল একজন গোঁড়া যাজক ও মাতা ছিল একজন কট্টর কম্যুনিষ্ট স্কুল শিক্ষিকা। তার পিতা-মাতা উভয়ে ১০ বছরের ব্যবধানে আত্মহত্যা করে মারা যায়। বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করে মিলোসেভিচ। কম্যুনিষ্ট কার্যক্রমে পারদর্শিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে মিলোসেভিচ সুখ্যাতি লাভ করে মার্শাল টিটোর যুগোশ্লাভিয়ায় এক সময় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে।

আহলেহাদীছ কি?

ইহা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীদের নাম।

মুসলিম জাহান

কানাডা সাহায্য বন্ধ ও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে

নতুন হামাস সরকারের শপথ গ্রহণ

ইসলামপন্থী হামাস গ্রুপের নেতৃত্বাধীন নতুন ফিলিস্তীন সরকার গত ৩০ মার্চ তাদের প্রথম কার্যদিবস অতিবাহিত করেছে। এর আগে গত ২৯ মার্চ গাজা সিটিতে পার্লামেন্ট ভবনে ফিলিস্তীনী কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের উপস্থিতিতে নয়া ফিলিস্তীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে নয়া ফিলিস্তীনী প্রধানমন্ত্রী ইসমাঈল হানিয়া পবিত্র কুরআনের উপর হাত রেখে তাঁর শপথবাক্য পাঠ করেন। তিনি তাঁর শপথ বাক্যে বলেন, 'মহান আল্লাহ'র নামে শপথ করে বলছি, আমি আমার মাতৃভূমি, তার পবিত্র স্থানসমূহ, জনগণ ও তার জাতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের প্রতি অনুগত থাকব, দেশের সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব এবং ফিলিস্তীনী জনগণের স্বার্থকে পুরোপুরি সমুন্নত রাখব'। একজন মহিলা ও একজন খ্রীষ্টানসহ ২৪ সদস্যের মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যও তাদের ডান হাত পবিত্র কুরআনের ওপর রেখে একই শপথবাক্য পাঠ করেন। পশ্চিমতীরের রামাল্লায় প্রধান পার্লামেন্ট ভবনে ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে এই শপথ অনুষ্ঠান কার্যক্রম সম্প্রচার করা হয়।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ গত ২৯ মার্চ বলেছেন, হামাস নেতৃত্বাধীন নয়া ফিলিস্তীনী প্রশাসনকে সমর্থন করার প্রশ্নই ওঠে না, যদি এই ইসলামপন্থী গ্রুপটি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে তাদের সহিংসতা বন্ধ না করে। গত জানুয়ারীতে গ্রুপটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হ'লেও হামাসরা ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলে ফিলিস্তীনী সরকারকে সাহায্যদান বন্ধ করে দেয়ার হুমকির তিনি পুনরুল্লেখ করেন। তিনি ফ্রিডম হাউসে একটি নিরপেক্ষ প্রোডেমোক্র্যাসি গ্রুপের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমি মনে করি এই সাহায্য দুর্ভোগের শিকার ফিলিস্তীনীদের কাছে যাওয়া উচিত। ফিলিস্তীনী সরকারের কাছে নয়। কেননা ঐ সরকার তার প্রতিবেশীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে ফিলিস্তীনী পার্লামেন্ট সদস্যগণ গত ২৯ মার্চ নয়া ফিলিস্তীনী মন্ত্রীসভাকে অনুমোদন করায় কানাডা ফিলিস্তীনী সরকারকে সাহায্য প্রদান বন্ধ ও তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। হামাস সহিংসতা ত্যাগ, ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দান এবং অতীতের সকল চুক্তিসমূহ মেনে না নিলে তাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবে বলে যেসব পশ্চিমা দেশ হুমকি দিয়েছিল কানাডা তাদের একটি।

ফিলিস্তীনীদের ৮ কোটি ডলার সহায়তা প্রদানে জাতিসংঘ-ইইউ চুক্তি

গত ২০ মার্চ ফিলিস্তীনীদের জন্য ৭ কোটি ৮০ লাখ ডলারের (৬ কোটি ৪০ লাখ ইউরোর) একটি যরূরী মঞ্জুরী প্রদানে 'জাতিসংঘে'র সঙ্গে 'ইইউ'র একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত জানুয়ারীতে সাধারণ নির্বাচনে হামাস বিজয়ী হ'লে ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের কাছে মাসে ৫ কোটি ডলার শুল্ক হস্তান্তর স্থগিত

করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে 'ইইউ' ভবিষ্যতে ফিলিস্তীনীদের আরো সহায়তা দানের বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

গত ১৯ মার্চ 'ইউরোপীয় ইউনিয়নে'র একজন কূটনীতিক বলেন, ইইউ হামাসের সঙ্গে কাজ করবে। তবে হামাসের নেতৃত্বে নয়া সরকারকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সরকার পরিচালনায় তাদের সিদ্ধান্তের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হবে। তিনি বলেন, ইসরাঈলকে স্বীকৃতি প্রদান ও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে হামাস সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতি আমরা খেয়াল রাখব। তবে হামাস 'ইইউ'র দাবী অনুযায়ী ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দানসহ কোন দাবী পূরণেই আগ্রহ দেখাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, ২৫ জাতি 'ইইউ'র দৃষ্টিতে হামাস একটি 'সন্ত্রাসী' গ্রুপ।

মালয়েশিয়ায় নতুন গ্যাসকূপ আবিষ্কার

মালয়েশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সারওয়াক প্রদেশের সমুদ্র তীরে একটি নতুন গ্যাসখনি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে সেদেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানী 'পেট্রোনাস' গত ২১ মার্চ জানিয়েছে। এই নতুন গ্যাসকূপটি বহু অনুসন্ধানের পরে এই প্রদেশের মিরা সিটি থেকে ১০৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি খনন কাজ শুরু করা হয় এ বছরের জানুয়ারী মাসে। গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানী 'পেট্রোনাস' আরো জানিয়েছে, এই আবিষ্কার একটি আশাপ্রদ ঘটনা। যা আগামীতে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বড় রকমের ভূমিকা পালন করতে পারে। আবিষ্কৃত গ্যাসখনি সাগরের উচ্চতা থেকে ৩,২৭৩ মিটার তলদেশে অবস্থিত। গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানী আরো জানিয়েছে, 'পেট্রোনাস' এই খননের ফলে আরো গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে। এই এলাকায় খনিগুলো পরস্পর পাশাপাশি রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। নতুন যে গ্যাসকূপটিতে এখন কাজ শুরু করা হয়েছে, সেখান থেকে উৎপাদিত আহরিত গ্যাস পেতে হ'লে ৩,২৭৩ মিটার জায়গা খনন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য এই গ্যাসকূপ আবিষ্কার সে দেশের জন্য বড় ধরনের সফলতা বয়ে আনবে।

শিশু সেনা নিষিদ্ধ

'ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো' থেকে শিশুদের সামরিক বাহিনীতে গ্রহণ না করার জন্য বলে দিয়েছে সে দেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মিশন। জাতিসংঘ কঙ্গোর সব রাজনৈতিক দলকে বলেছে তারা যেন শিশুদের সেনাবাহিনীতে ও শিশুশ্রমিক হিসাবে গ্রহণ না করে। জানানো হয়েছে, শিশুদের নানা ধরনের শ্রম, অত্যাচার ও অবিচারের শিকার হ'তে হয় নিত্যদিন। জাতিসংঘ জানিয়েছে, যে ৭টি দেশে শিশুশ্রম ও শিশু সৈনিকদের ব্যবহার ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে তার মধ্যে কঙ্গো একটি। ধারণা করা হয়, শুধু এই দেশেই মোট ৩০ হাযার শিশু সেনাবাহিনী রয়েছে, যারা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে নিযুক্ত কিংবা তাদের জোর করে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের কারো বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয়।

আরবলীগ শীর্ষ সম্মেলন সমাপ্ত

দারফুরে জাতিসংঘ সৈন্য মোতায়েন প্রত্যাখ্যান, ফিলিস্তীনীদের ৫ কোটি ডলার অর্থ সহায়তা

আফ্রিকার বৃহত্তম মুসলিম দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলীয় দারফুরে মোতায়েন 'আফ্রিকান ইউনিয়নে'র (এইউ) শান্তি মিশনে সৈন্য এবং ফিলিস্তিনীদের প্রতি মাসে সাড়ে ৫ কোটি ডলার তহবিল যোগানোর একটি সমঝোতার মধ্য দিয়ে গত ২৯ মার্চ সুদানের রাজধানী খার্তুমে দু'দিনব্যাপী ২২ জাতি আরবলীগ শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। দারফুরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের একটি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানে আরবলীগের কয়েকটি সদস্য দেশ চাপ দেয়ার পর এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

শীর্ষ সম্মেলনে রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর এ চুক্তির কথা ঘোষণা করে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ ছালেহ সাংবাদিকদের বলেন, আরব নেতৃবৃন্দ আরব দেশগুলো থেকে সৈন্য পাঠানোর মাধ্যমে 'এইউ' বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিতে একমত হয়েছে। ফিলিস্তীনী পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাছের কিদওয়া নিশ্চিত করেছেন যে, আরব নেতৃবৃন্দ আগামী ৬ মাস অথবা 'এইউ'র বর্তমান মিশন শেষ হওয়া নাগাদ 'এইউ' সৈন্যদের অর্থায়নে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, আরব দেশগুলো এইউ বাহিনীতে যোগদানে আরো সৈন্য পাঠাতে আরব আফ্রিকান দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানায়। আরব লীগের মহাসচিব আমর মূসা তহবিল যোগানোর একটি চুক্তি হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন। তবে আরব দেশগুলোর অর্থ সহায়তার পরিমাণ কত, তা তিনি বিস্তারিত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। তবে শীর্ষ সম্মেলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একজন কূটনীতিক জানান ১৫ কোটি ডলার সহায়তা দানের একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

গত ২৫ মার্চ নিরাপত্তা পরিষদে দারফুরে 'আফ্রিকান ইউনিয়নে'র মিশনের স্থলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মোতায়েনের একটি পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আরব লীগ এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে আরব লীগ নেতৃবৃন্দ ফিলিস্তীনীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। গত জানুয়ারী মাসে হামাসের বিজয়ের পর ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের প্রাপ্য মাসিক কিস্তি বন্ধ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রও ফিলিস্তীনীদের অর্থ সহায়তা দান স্থগিত রাখে। এ পরিস্থিতিতে তাদের যে আর্থিক টানাটানি চলছে, আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলনে তার সুরাহা হয়েছে সামান্য। আরব দেশগুলো ইতিপূর্বে ফিলিস্তীনীদের যতটুকু সহায়তা দিত, ততটুকু অর্থ সহায়তার মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকতে চায় বলে মনে হচ্ছে। আরব লীগের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক এবং সউদী বাদশাহ আব্দুল্লাহ যোগদান না করায় শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্য ম্লান হয়ে পড়ে। হামাস নেতা খালেদ মাশাল প্রতি মাসে ১৭ কোটি ডলার সহায়তা দানের আহ্বান জানান। তবে সম্মেলনের একটি খসড়া প্রস্তাবে গত বছর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে ফিলিস্তিনীদের মাসে সাড়ে ৫ কোটি ডলার সহায়তা দানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎ

হাঁটতে হাঁটতে তৈরী হবে বিদ্যুৎ। পিঠের ব্যাগে করে সঞ্চয় করে তা দিয়ে মোবাইল চার্জ দেওয়া থেকে শুরু করে কাপড় ইস্ত্রি করা, টেপরেকর্ডারে গান শোনা এমনকি ল্যাপটপেও কাজ করা যাবে ইচ্ছামতো। এরকমই দাবী পেনসিলভানিয়ার একদল বিজ্ঞানীর। এতদিন কয়লা, তেল, পানির স্রোত, বাতাস ও সৌরশক্তিতে বিদ্যুৎ তৈরীর খবর সকলেরই জানা থাকলেও হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎ তৈরীর খবর একেবারেই নতুন। হাঁটতে হাঁটতে বিদ্যুৎ তৈরীকে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা নাম রেখেছেন 'সাসপেনডেড লোড ব্যাকপ্যাক' বা অল্প ভারের পিঠব্যাক।

হাঁটতে হাঁটতে পিঠব্যাকের ভিতর বিদ্যুৎ তৈরীর কৌশলটিও চমৎকার। আসলে আমরা যে সময় হাঁটি, তখন এক পা সামনে যায় ও অন্য পা পিছনে থাকে। পিছনের পা দেড় থেকে ৩ ইঞ্চি উপরে উঠে আসে। আর পুরা দেহটা এভাঁবে এক পা ছেড়ে অন্য পায়ের ওপর ভর দিতে দিতে যায়। পুরা দেহটাই ঐ উচ্চতায় ওঠানামা করে।

এভাবে সাধারণ হাঁটাহাঁটিতে পিঠে ঝোলানো ব্যাগে সংরক্ষিত এক ধরনের স্প্রিংয়ে ঝাঁকুনি লেগে বিদ্যুৎ তৈরী হয়। কত পরিমাণ বিদ্যুৎ তৈরী হবে তা নির্ভর করছে কত বেশী ভার (ওযন) স্প্রিংয়ের অপর প্রান্তে ঝোলানো হয়েছে, কত দ্রুত ঐ ব্যাগের বাহক হাঁটতে পারবেন, তার উপর।

বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ব্যাগকে এমনভাবে বানিয়েছেন যেন যন্ত্রে সমস্ত বোঝা রাখার থলিটি ঐ স্প্রিং থেকে ঝুলতে পারে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় দেখেছেন, কোন ব্যক্তি যদি সর্বোচ্চ ৩৮ কেজি ওযনের পিঠব্যাগ নিয়ে হাঁটেন, তাহ'লে প্রায় ৭ দশমিক ৪ ওয়াট বিদ্যুৎ তৈরী হ'তে পারে।

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স পত্রিকায় লেখা হয়েছে, হাঁটতে হাঁটতে পিঠের ব্যাগে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ অন্য যে কোন পদ্ধতির বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম। শুধু তাই নয়, বিদ্যুৎ ব্যাগ পিঠে বহনে সাধারণ ব্যাগ বহন করার চেয়ে অনেক কম দৈহিক শক্তির প্রয়োজন হয়। উপরন্তু এই ব্যাগ বহনকারীর নিজের ভার লাঘব সহজ হবে ও হাঁটার কাজ হবে আরামপ্রদ। হাঁটার সময় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ জোগানোর পাশাপাশি এটি অধিক খাদ্য বহনেরও সুযোগ এনে দেবে।

বিজ্ঞানীরা তাই আশা করছেন অচিরেই এই বিদ্যুৎ ব্যাগ পর্যটক, খেলোয়াড়, ইঞ্জিনিয়ার, সেনাসদস্যসহ মাঠ পর্যায়ের কাজে যারা যুক্ত তাদের কাছে আবশ্যক প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হবে। পেনসিলভানিয়ার বিজ্ঞানীরা এও বলেছেন, এত সহজলভ্য, ছোট, হাল্কা সর্বোপরি বাস্তবসম্মত বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন বোধ হয় এতদিন সম্ভব হয়নি। তারা আরো জানিয়েছেন, আগামী বছরগুলিতে ন্যানোটেকনোলজি বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণবিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই পিঠব্যাগ-বিদ্যুৎকেন্দ্র আরো সহজে কাজে লাগানো যাবে।

ইতিমধ্যে লাইটিং প্যাকস এলএলসি নামের একটি কোম্পানী পিঠে ঝোলানো বিদ্যুৎকেন্দ্র বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য পেটেন্টের আবেদনও করেছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভিটামিন 'ডি'

ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে শিশুদের মধ্যে 'রিকেট' রোগ হয়ে থাকে। রিকেট শিশুদের দেহের এমন একটি অবস্থা, যে অবস্থায় দেহের অস্থি নরম হয়ে বেঁকে যায়। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাবে রিকেটের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্যালসিয়ামের শোষণ, রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ অস্থি ও দন্তের সার্বিক গঠনের জন্য ভিটামিন 'ডি'-এর প্রয়োজন। ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, যকৃতে এবং তৈলাক্ত মাছে ভিটামিন 'ডি' বেশী থাকে। তাছাড়া সূর্যরশ্মির সাহায্যেও দেহে ভিটামিন 'ডি' তৈরী হয়ে থাকে। যেসব পশুপাখী সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে থাকে তাদের মধ্যে ভিটামিন 'ডি' বেশী থাকে। মায়ের দুধ ছাড়াবার পর ১-৩ বৎসরের শিশুদের গুরুতর দৈহিক বর্ধনের সময় রিকেটে আক্রান্ত হ'তে বেশী দেখা যায়। গর্ভবতী প্রসূতি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের খাদ্যে ভিটামিন 'ডি'র অভাবে এবং সূর্যরশ্মি না পাওয়ার দরুন ভিটামিন 'ডি'র অভাবজনিত লক্ষণগুলি ধরা পড়ে। বার্ধক্যে থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে কোন পরিবর্তন ঘটলে অস্টিওম্যালেসিয়া রোগে অস্থি দুর্বল হয়ে অস্থির কাঠিন্য কমে যায়। যারা পর্দায় থাকেন তাদের মধ্যেও এর অভাব লক্ষ করা যায়। ভিটামিন ডি-এর অভাবে আরো কিছু লক্ষণ দেখা যায়। যেমন- পেশীর দুর্বলতা, বাইরের দিকে পেট বেড়ে যায়, মাথার খুলি বড় হয়ে যায়, অস্থিরতা বেড়ে যায়, দাঁতের খারাপ গঠন ইত্যাদি।

নতুন সুপারসনিক জেটঃ গতি ঘন্টায় ৮ হাযার কিলোমিটার

অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক সুপারসনিক জেট আবিষ্কার করেছেন। তারা গত ৩০ মার্চ পরীক্ষামূলকভাবে বিমানটি চালু করেছে। বর্তমানে যেসব বিমান চালু রয়েছে তার থেকে ১০ গুন বেশী গতিসম্পন্ন এই সুপারসনিক জেট ঘন্টায় ৮ হাযার কিঃ মিঃ (৫ হাযার মাইল) চলতে সক্ষম।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া রাজ্যের রাজধানী এডেলেইড থেকে প্রায় ৫শ' কিঃমিঃ (৩১০ মাইল) উত্তরে দূরাঞ্চলের উমেরা কমিউনিটিতে জাপান গবেষণা এজেন্সি বা জাক্সা থেকে গবেষকরা বিমানটিকে পরীক্ষামূলক ফ্লাইটে পাঠায়। কুইন্সল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রামজেট বা 'র‍্যামজেট' নামের এই সুপারসনিক বিমানের ইঞ্জিন বর্তমানে চালু বিমানের চেয়ে দশগুণ বেশী গতিসম্পন্ন। জাক্সা উদ্ভাবিত উন্নতমানের জ্বালানী চালিত রামজেট ইঞ্জিনটির ওযন ১০০ কিলোগ্রাম (২২০ পাউণ্ড)।

ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্তদের অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে শরীরের নিম্নাংশ কেটে বাদ দেয়ার সংখ্যা বেশী বলে একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও রক্ত সংবহনের জটিলতা দেখা দেয়ায় তারা সহজে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শরীরের নিম্নাংশ ছেদ করার সম্ভাবনা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ থেকে ১৫% বেশী থাকে। উলভারহ্যাম্পটনের গবেষকরা জানিয়েছেন, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা সঠিক চিকিৎসা ও সেবা পাচ্ছে না বলেই তাদের পা কেটে ফেলতে হচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে শরীরের নিম্নাংশ ছেদ করার পেছনে দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণটি হ'ল ডায়াবেটিস। আবার দেখা গেছে, অঙ্গ ছেদের পরে শতকরা ৭০ ভাগ ডায়াবেটিস রোগী মারা যায়।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে এবং তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশ ও ইসলামী সম্মেলন

চিত্রালী, খুলনা ৩ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় খুলনা মহানগরীর চিত্রালী শ্রমিক কল্যাণ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক ইসলামী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক গোলাম মুক্তাদীর বাবু, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক মাওলানা শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসরাফীল হুসাইন, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘে'র আহ্বায়ক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, খুলনা যেলা আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদে'র যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মুনীরুদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা ৪ মার্চ শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে স্থানীয় ঝাউডাঙ্গা কাপুড়িয়া পট্টি ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদে'র যুগ্ম আহবায়ক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, খুলনা যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদে'র যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান প্রমুখ।

রশিদপুর, সিরাজগঞ্জ ৮ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন' -এর উদ্যোগে নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে স্থানীয় রশিদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল হাশেম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুর্তজা, অত্র এলাকা জনপ্রতিনিধি জনাব সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান, জালালুদ্দীন ভূঁইয়া, আনছার আলী ভূঁইয়া। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন (বগুড়া), মাওলানা আবু সাঈদ ছিদ্দীক (পাবনা), জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, মাওলানা মুয়যাম্মিল হক, সড়াতৈল দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা তমসের আলী প্রমুখ।

চাটমোহর, পাবনা ১৬ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার চাটমোহর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় গোপালপুর মুছল্লীপাড়া গোরস্থান সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা ৫ আসনের (চাটমোহর-ভাঙ্গুরা) মাননীয় সংসদ সদস্য কে.এম. আনোয়ারুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব হায়দার আলী মোল্লা। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, পাবনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন, পাবনা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মোহনপুর, রাজশাহী ১৭ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে স্থানীয় খানপুর বাঘাবাজার প্রাইমারী স্কুল ময়দানে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারুক আহমাদ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

নশীপুর, বগুড়া ২৭ মার্চ সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার নশীপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মুহাতারাম আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে আল-মারকাযুল ইসলামী নশীপুর ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর

ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সদস্য হাফেয মাওলানা আখতার আল-মাদানী, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফিলুদ্দীন বিন আমীন, মাওলানা ইবরাহীম বিন রইসুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রহীম, নশিপুর মাদরাসার শিক্ষক ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মহারাজপুর, নাটোর ২৮ মার্চ মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে মহারাজপুর ঈদগাহ ময়দানে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজপুর দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ বাবর আলী, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, মহারাজপুর দাখিল মাদরাসার সহ-সুপার মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন, সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা কুদরতুল্লাহ, যেলার শাখারীপাড়া ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক, মৌখাড়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মুহাম্মাদ ইবরাহীম হোসাইন, বল্লা সিনিয়র মাদরাসা টাঙ্গাইল-এর প্রভাষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, মহারাজা জে.এন. উচ্চ বিদ্যালয় নাটোর-এর সিনিয়র শিক্ষক মুহাম্মাদ তাবারকুল্লাহ, গুরুদাসপুর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ ইউনুস আলী প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি দেশপ্রেমিক আদর্শ দ্বীনী সংগঠন। জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সাথে এই আন্দোলন-এর কোন সম্পর্ক, সমর্থন ও সংশ্লিষ্টতা নেই। অথচ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে, যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। বক্তাগণ অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে
সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহী ১৭ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে যেলার নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ প্রমুখ। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের প্রায় ত্রিশোর্ধ্ব সাংবাদিক ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্যরাতে ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই জোট সরকার জঙ্গী তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ততার ডাহা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে এবং পরিকল্পিত স্বীকারোক্তি নাটক সাজিয়ে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে রাজশাহীস্থ স্ব স্ব বাসা এবং কেন্দ্রীয় অফিস থেকে আপোষে ডেকে নিয়ে প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখায়। অতঃপর তাঁদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করার হীন উদ্দেশ্যে নওগাঁর বহুল আলোচিত খেজুর আলী হত্যা, গোপালগঞ্জে ডাকাতি, বগুড়ায় নাট্যমঞ্চে ও গাইবান্ধায় যাত্রা প্যাণ্ডেলে বোমা হামলাসহ প্রায় ডজন খানেক মিথ্যা মামলা তাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়ে যারপরনাই হয়রানি ও বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়। উল্লেখ্য যে, সেসময় এক সরকারী প্রেস নোটের মাধ্যমে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) এবং 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' (জেএমজেবি) নামের দু'টি জঙ্গী সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয় বটে, কিন্তু নিষিদ্ধঘোষিত উক্ত সংগঠনদ্বয়ের কোন নেতাকে গ্রেফতার না করে গ্রেফতার করা হয় শান্তিপ্রিয় দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে। জাতির সাথে এর চেয়ে জঘন্য প্রতারণা আর কি হ'তে পারে?

তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, সেদিন প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হ'লে দেশব্যাপী বোমা হামলার মত লোমহর্ষক অপকর্মের সাহস তারা পেত না। সরকারের সেদিনের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই ১৭ আগষ্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা ও তৎপরবর্তী বোমা হামলা সমূহ সংঘটিত হয়েছে এবং নিরীহ জজ, পুলিশসহ সাধারণ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। সেকারণ তাদের মৃত্যুর দায়ভারও এই সরকারকেই বহন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আব্দুর রহমান ও বাংলাভাই সহ শীর্ষ জঙ্গীদের গ্রেফতারের পর জাতির নিকটে আজ সবকিছুই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। নওগাঁর খেজুর আলীকে কারা হত্যা করে টুকরো টুকরো করে লাশ মাটিতে পুঁতে

রেখেছিল? কারা সিনেমা হল, যাত্রা প্যাণ্ডেল ও নাট্যমঞ্চে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, কারা ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও অফিসে ডাকাতি ও হামলা করেছে তা আজ মূল হোতাদের স্বীকারোক্তিতেই বেরিয়ে আসছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মামলার বাদীরাও মিডিয়ার সামনে আসামীদের নাম উপস্থাপন করছেন। এক কথায় ১৭ আগষ্টের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল বোমা হামলা সহ যাবতীয় নাশকতার মূলে যে এই অশুভ চক্রটিই জড়িত তা আর নতুন করে বলার অবকাশ নেই। অতএব আত্মস্বীকৃত ঐসকল জঙ্গীদের অপকর্মের দায়ভার আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপরে চাপিয়ে এই সরকার শুধু মানবাধিকারই লংঘন করেনি বরং বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি জঘন্য ও ঘৃণিত কালো অধ্যায় রচনা করেছে।

তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, আজ জাতির নিকটে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃত জঙ্গী নেতাদের আড়াল করার জন্যই মিথ্যা স্বীকারোক্তির নাটক সাজিয়ে সেদিন এদেশে আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রাণ পুরুষ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** গ্রেফতার করা হয়েছিল। সামান্য ফেরীওয়ালার তথাকথিত বহু অসঙ্গতিপূর্ণ ১৬৪ ধারার সাজানো জবানবন্দীকে পুঁজি করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের একজন প্রফেসরকে গ্রেফতার এবং অপমানজনক ও মানহানিকর মামলার আসামী করে এই সরকার বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে। পাশাপাশি তিনকোটি আহলেহাদীছের হৃদয়ে করেছে বজ্রাঘাত।

তিনি বলেন, গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজশাহীর প্রেস ব্রিফিং-এ মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, 'বোমা হামলার সাথে ডঃ গালিবের সম্পৃক্ততার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি'। সম্প্রতি গ্রেফতারকৃত শীর্ষ জঙ্গীদের স্বীকারোক্তিতেও এ সত্য প্রমাণিত। এছাড়া আমাদের বক্তব্য, বিবৃতি, লেখনী, সাংগঠনিক কার্যক্রম সবই জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট। সুতরাং এখনো কেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত- **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হবে না- এটা প্রায় তিনকোটি আহলেহাদীছসহ সচেতন দেশবাসীর জিজ্ঞাসা। তিনি অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় আর কতকাল আটকে রাখা হবে? জানতে চায় তিন কোটি আহলেহাদীছ

-মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ

রাজশাহী, ২৮ মার্চ মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ১১টায় নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী উত্তর সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি উপরোক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তারা বলেন, নিরপরাধ আলেমদের প্রতি নির্যাতন করে ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এ সরকার অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বোমা হামলার মূল হোতাদের সুকৌশলে আড়াল করতেই সেদিন সরকার ডঃ গালিবকে গ্রেফতারের মিথ্যা নাটক সাজিয়েছিল । ইসলামী মূল্যবোধের নামে ক্ষমতাসীন এই সরকারকে সর্বোচ্চ প্রতারক আখ্যায়িত করে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রফেসর ডঃ গালিবের মত খ্যাতিমান আলেম ও প্রবীণ শিক্ষাবিদকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও বোমাবাজি, খুন, ডাকাতির মত জঘন্য মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দীর্ঘ এক বৎসরাধিককাল যাবৎ ন্যক্কারজনক হয়রানির মাধ্যমে এই সরকার শুধু আহলেহাদীছ জামা'আতের সাথেই নয় বরং দেশের ১৪ কোটি তাওহীদী জনতার সাথে প্রতারণা করেছে। সেদিন ডঃ গালিবকে গ্রেফতার না করে প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হলে ১৭ আগস্ট ও তৎপরবর্তী বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হ'তে পারত না । এর দায়দায়িত্ব সরকার কোনভাবেই এড়াতে পারে না। আব্দুর রহমান ও বাংলাভাই গ্রেফতারের মাধ্যমে যার সবকিছুই পরিষ্কার হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ মাত্র একদিন পরেই রাজশাহীতে আগত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! আপনার বিবেককে প্রশ্ন করতে চাই! ডঃ গালিব, আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মত প্রবীণ আলেমদের উপর আর কতকাল অত্যাচার করবেন? আর কতকাল তাঁদেরকে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নির্মমভাবে আটকে রাখবেন? ডঃ গালিবের হাতে গড়া অত্র অঞ্চলের খ্যাতিসম্পন্ন বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বুকের উপর দিয়ে গিয়ে রাজশাহী বিভাগীয় সমাবেশ করতে আপনার বিবেকে কি সামান্যতম দাগ কাটে না? আপনার বিচার-বিবেচনাকে আজ এ জাতি ধিক্কার জানতে বাধ্য হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ কুরআন ও হাদীছ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে যালিমের পরিণাম সম্পর্কে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং অনতিবিলম্বে নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির জোর দাবী জানান।

রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল এস.এম. লতীফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নুরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক নযরুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আবুল কালাম আযাদ, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক সাঈদুর রহমান, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এডভোকেট জার্জিস আহমাদ, নওদাপাড়া মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

পাঠকের মতামত

বৃদ্ধকল্যাণ ও ইসলাম

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পারিবারিক জীবনের সর্বায়নবাদের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, পারিবারিক জীবনই মানুষের মাঝে আমার এবং তোমার অর্থাৎ আপন-পর ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে কল্পিত রাষ্ট্র। তাঁর এই রাষ্ট্রের সংগঠনে তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন দুইটি উচ্চশ্রেণী এবং একটি নিম্নশ্রেণী।

উচ্চশ্রেণীঃ ১. অভিজাত শ্রেণী, ২. যোদ্ধা শ্রেণী।
নিম্নশ্রেণীঃ উৎপাদনকারী শ্রেণী।

প্লেটো উচ্চশ্রেণীর জন্য এক অভিনব প্রজনন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ করে শীতকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে সবল এবং সুস্থ নর-নারী যুগলবদ্ধ হবে এবং তাদের দৈহিক মিলনের ফলে যে সন্তান-সন্ততির জন্ম হবে তারা যৌথভাবে উচ্চশ্রেণীর পুত্রকন্যা হবে এবং উচ্চশ্রেণীই যৌথভাবে ঐসব শিশুদের পিতা-মাতা হবেন। এসব সন্তান-সন্ততি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রতিপালিত হবে। প্লেটোর মতে, শুধুমাত্র জৈবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই পরিবারের কাজ সীমাবদ্ধ। তিনি পরিবার নামক এই আদি প্রতিষ্ঠানটির বিলোপ কামনা করেছেন।

গোষ্ঠীবদ্ধ বা দলবদ্ধভাবে বসবাস আদিমকাল থেকেই মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর পরিবার হচ্ছে সমাজের আদি এবং অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রথম আদর্শ শিক্ষালয়।

সাম্প্রতিক বিশ্বের অনেক দেশে 'বিবাহ' প্রথা বাধ্যতামূলক নয়। ফলে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের কাহিনী কাল্পনিক হ'লেও এর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। যা কোনভাবেই এবং কখনো আমাদের কাম্য হ'তে পারে না। ইসলাম ধর্মে বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কে কঠোর বিধি-নিষেধ রয়েছে। ইসলাম বিবাহ পূর্ব যৌন সম্পর্ক এবং সন্তান উৎপাদন অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর' *(নিসা ৩৬)*। একথাটিই প্রমাণ করে যে, পারিবারিকভাবে বৃদ্ধদের কল্যাণ সার্বজনীন এবং চিরন্তন। পারিবারিকভাবে বৃদ্ধ কল্যাণের বিকল্প নেই। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও বৃদ্ধদের জন্য রয়েছে বৃদ্ধকল্যাণ নিবাস। উন্নত দেশগুলোতে বিবাহ এবং পরিবার প্রথাটির বাধ্যবাধকতা না থাকায় অধিকাংশ বৃদ্ধদের 'জেরিএট্রিক ওয়েলফেয়ার' হোমে জীবন যাপন করতে হয়। একজন মানুষ বৃদ্ধ বয়সে একেবারে শিশুর মত হয়ে যায়। এ সময় পরিবারের মধ্যে তার সেবাযত্ন দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। 'জেরিএট্রিক ওয়েলফেয়ার' হোমসহ যেসব বৃদ্ধকল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে সেগুলো যত উন্নত হোক না কেন একজন বৃদ্ধ পরিবারের সদস্য দ্বারা যে গুরুত্ব এবং ভালবাসাপূর্ণ সেবা-যত্ন পান, তা আর কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে যে,

শিশুকাল উপভোগ করতে হ'লে জাপানে যাও
যৌবনকাল উপভোগ করতে হ'লে আমেরিকায় যাও
বৃদ্ধকাল উপভোগ করতে হ'লে বাংলাদেশে যাও।

বাংলাদেশে বৃদ্ধদের পারিবারিকভাবে যত যত্ন সহকারে দেখা হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমনটি হয় না।

চীনের একটি প্রবাদ হচ্ছে-

মেরী ইন সুচো
(সুচো অনেকটা বিশ্ব সুন্দরীর মত মহিলা)
ডাইন ইন ক্যান্টোন
(ক্যান্টোনের খাবার খুব সুস্বাদু)
ডাই ইন হোনচো
(হোনচো উৎকৃষ্ট গোরস্থান/শ্মশান)

চীনের সাম্প্রতিক এক জরীপে দেখা গেছে ৬০ বছরোর্ধ্ব বয়সের নাগরিকের সংখ্যা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বর্তমানের ১৪ কোটি ৭০ লাখ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৭ কোটি ৪০ লাখে দাঁড়াবে। যা মোট জনসংখ্যার আট ভাগের একভাগ। ২০২০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ২৪ কোটি ৩০ লাখে, যা মোট জনসংখ্যার ছয়ভাগের একভাগ। এসব বৃদ্ধদের অর্ধেকের বেশী তাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট থেকে দূরে থাকার কারণে হাইপারটেনশন ও উচ্চরক্তচাপে ভোগেন। বৃদ্ধকল্যাণ যদি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহ'লে স্বজনদের নিকটে থাকার কারণে বৃদ্ধরা উচ্চরক্তচাপ, হাইপারটেনশান, বিমর্ষ, হতাশা, বিষন্নতা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে পারবেন। পরিবারের বাইরে রেখে বৃদ্ধদের এ সমস্যাগুলো কোনভাবেই দূর করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আমেরিকার মোট শিশু জন্মে ৩৫.৭ শতাংশ কুমারী মায়েদের গর্ভে। আর এতে ২৫-২৯ বছর বয়স্ক নারীরা বেশী অংশগ্রহণ করেছে। এসব শিশুরা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিপালিত হ'লেও এদের জন্মদাতা বাবা-মা এবং এই শিশুরাই বৃদ্ধ বয়সে নানা জটিলতায় ভুগবে। যা খুবই উদ্বেগের বিষয়। বিশ্বায়নের এই যুগে আমেরিকার মত সংস্কৃতি দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। যা বৃদ্ধদের জন্য রীতিমত একটি সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলাম একটি সার্বজনীন এবং চিরন্তন পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আল্লাহ সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দিবেন। আল-কুরআনের এই কথা দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধকল্যাণ সাধনের কথা বলা হয়েছে।

** মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান*
প্রভাষক
আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

ঝলক জুয়েলার্স
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের
অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও
সরবরাহকারী
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় ৪৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন চাই? প্রশাসনের এই অন্যায় হয়রানি ও সংবাদপত্রের জঘন্য মিথ্যাচারের ফলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মর্মান্তিকভাবে প্রাণ দিতে হ'ল মাওলানা হাফীযুর রহমানকে। অপরদিকে একই সংখ্যার ৩০ পৃঃ রয়েছে 'প্রত্যেক প্রাণীর মরণ নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়েই হবে' (ইউনুস ৪৯)। 'অকালমৃত্যু' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হুসাইন
চক্ষু বিশেষজ্ঞ
ক্যান্টনমেন্ট রোড, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতের বিধান হচ্ছে, প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে হবে, কোনরূপ বিলম্বিত হবে না *(নূহ ৪)* আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরে অবস্থান কর' *(নিসা ৭৮)*। এর উপরেই ঈমান থাকতে হবে। অতএব মাওলানা হাফীযুর রহমানের মৃত্যুও নির্দিষ্ট সময়েই হয়েছে। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল প্রশাসনের অন্যায় হয়রানি ও সংবাদপত্রের জঘন্য মিথ্যাচার, যা তাঁর ভাগ্যেরই লিখন। এই বাস্তব বিষয়টিই মূলতঃ আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং এখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মোটেই অবকাশ নেই। অপরদিকে 'অকালমৃত্যু' দ্বারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যুকে বুঝানো হয়নি, বরং এর দ্বারা কম বয়সে মৃত্যুবরণ করাকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ 'আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না' (ইউনুস ৬৪)। কিন্তু মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত ছালাত উপহার দিলেন, এরপর তা থেকে কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্তে আনলেন। এতে কি তাঁর কথার পরিবর্তন হ'ল না?। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
সিহালী চেতনপীর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ সূরা ইউনুসের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে লিখেছেন,

لاَتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ أَىْ هذَا الْوَعْدُ لاَ يُبَدَّلُ وَلاَ يُخْلَفُ وَلاَ يُغَيَّرُ 'আল্লাহ্‌র কথার পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না। বরং তাঁর অঙ্গীকার অটল ও স্থির থাকে' *(তাফসীরে ইবনু কাছীর ২/৬৫৭ পৃঃ)*। সুতরাং মি'রাজ রজনীর ৫০ ওয়াক্ত ছালাত কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত নির্ধারণ করা তাঁর 'কথা' বা ওয়াদা, যা অটল ও অপরিবর্তিত রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহর কালিমার পরিবর্তন হয় না অর্থ- তিনি সর্বশেষে যেটি নির্ধারণ করেন সেটির পরিবর্তন হয় না। তিনি কেবল এক হুকুমকে রহিত করে আরেক হুকুম নির্ধারণ করেছেন মাত্র। আর এ মর্মে অনেক দলীল বিদ্যমান *(বাক্বারাহ ১০৬)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট আমল আছে কি? তাঁকে দেখলে কি জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তি স্বপ্নে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে সত্যি আমাকেই দেখল। কারণ শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'স্বপ্ন' অধ্যায়, হা/৪৬০৯-১০)*। নবীগণকে স্বপ্নে দেখার জন্য শরী'আতে কোন আমল নেই। আর স্বপ্নে দেখার কারণে জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে এ কথাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত পরে পড়া যাবে কি? অথবা না পড়লেও চলবে কি?

-আব্দুল মজীদ মোল্লা
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ন্যায় সুন্নাত ছালাতেরও ক্বাযা রয়েছে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতগুলি আদায় করা ভাল। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের পূর্বের চার রাক'আত ছালাত আদায় না করতে পারলে যোহরের পরে তা পড়ে নিতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭৮ 'যোহরের সুন্নাত ক্বাযা করা' অনুচ্ছেদ)*। তবে সুন্নাত ছালাত পড়লে নেকী পাওয়া যাবে, না পড়লে পাপ হবে না।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ নং আয়াতের অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছুবহে ছাদিকের পরে সাহারী খাওয়া যাবে না। আর হাদীছে এসেছে যে, 'তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শুনবে তখন যদি তার হাতে খাবারের পাত্র থাকে তাহ'লে খাবার শেষ না করে যেন প্লেট না রাখে'। উক্ত বিপরীতমুখী বক্তব্যের সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযীযুল হক

সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআনের আয়াত ও হাদীছ দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহারী খাওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা হচ্ছে ছুবহে ছাদিক পর্যন্ত। দু'টি পরস্পর বিরোধী নয়। কুরআনে ছুবহে ছাদিকের পরে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আর হাদীছে কেউ খাওয়া অবস্থায় ছুবহে ছাদিক হয়ে গেলে অর্থাৎ ফজরের আযান শুনতে পেলে তার অসমাপ্ত খাওয়া সম্পূর্ণ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিরোধিতা করা হয়নি। বরং একটি বিশেষ অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অতএব কুরআন-হাদীছের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্বলিত ইসলামী গযলের মাধ্যমে মানুষকে হক্বের পথে উদ্বুদ্ধ করলে কোন নেকী হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ শিরক-বিদ'আত মুক্ত এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্বলিত ইসলামী গযলের মাধ্যমে মানুষকে হকপথে উদ্বুদ্ধ করা যায়। আর এর মাধ্যমে কোন লোক ভাল কাজ সম্পাদন করলে উক্ত ব্যক্তি 'সৎকাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ নেকী পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ 'কোন ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখিয়ে দিলে সে তার সমপরিমাণ নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা ২৯/৬৯নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে, 'ঈদের ছালাতের ৬ তাকবীর আদায়কারী ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর আদায় ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ আবশ্যক'। ৬ তাকবীরের কোন ছহীহ দলীল না থাকা সত্ত্বেও ইমামের অনুসরণের পক্ষ অবলম্বন বিতর্কিত বলে মনে হয়েছে। দলীলসহ সংশয়ের নিরসন করে বাধিত করবেন।

-আহমাদুল্লাহ
উত্তর বাহারছড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক এবং ৬ তাকবীর আদায়কারীর পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। জানা আবশ্যক যে, ঈদের তাকবীর সম্পর্কে হুযাইফা ও আবু মূসা (রাঃ) থেকে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন, التَّكْبِيْرُ سُنَّةٌ لاَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِتَرْكِهِ عَمْدًا وَلاَ سَهْوًا 'ঈদের তাকবীর সুন্নাত। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশতঃ কেউ তা ছেড়ে দিলে ছালাত বাতিল হবে না'। ইবনু কুদামা বলছেন, এ বিষয়ে কারো মতবিরোধ আছে বলে আমার জানা নেই' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১পৃঃ 'দুই ঈদের ছালাতে তাকবীর দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় হয় এমন ঈদগাহ না পেলে, ৬ তাকবীর আদায়কারী ইমামের পিছনে অনুসরণ করে ছালাত আদায় করে নিতে পারে। তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ। এর অর্থ এই নয় যে, বার তাকবীরকে উপেক্ষা করে ছয় তাকবীরকে গ্রহণ করা হ'ল। বরং এখানে নিরূপায় অবস্থার কথা বলা হয়েছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ মাদরাসার পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকগণ মসজিদে ছালাত আদায় করেন না, বরং মাদরাসার লাইব্রেরীতে ছালাত আদায় করেন। তাদের ছালাত হবে কি?

-ছানাউল্লাহ হক
বিশুবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মাদরাসার পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও বিনা ওযরে মাদরাসার লাইব্রেরীতে ছালাত আদায় করা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনেছে অথচ জামা'আতে হাযির হয়নি, তার ছালাত নেই; যদি তার কোন গ্রহণীয় ওযর না থাকে' (দারা কুৎনী সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০৭৭, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ আমাদের গ্রামে জুম'আর দিন এক আযানই দেওয়া হয়। তবে আযানের আধা ঘন্টা পূর্বে মুছল্লীদের সতর্ক করার জন্য মাইকে একটি আওয়ায দেওয়া হয়, এটা কি ঠিক?

-আব্দুল মুমিন সরকার
দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুছল্লীদেরকে আহ্বান করার জন্য আযান ব্যতীত অন্য যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত *(ফাৎহুল বারী ২/৪৫৮পৃঃ)*। সুতরাং মুছল্লীদের সতর্ক করার জন্য আওয়ায দেওয়া যাবে না। এ অভ্যাস পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, ক্বিয়ামতের আলামতের একটি হচ্ছে মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব করা। এটি দলীল সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
গোপালবাড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লেখকই লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ১২ রবীউল আউয়াল। কিন্তু মাওলানা ছফিউর রহমান তাঁর 'আর-রাহীকুল

মাখতূম' গ্রন্থে ৯ রবীউল আউয়াল লিখেছেন। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন
বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ৯ রবীউল আউয়াল সোমবার এটাই সঠিক। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস যে সোমবার তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তাঁর জন্মের কোন নির্ধারিত তারিখ উল্লেখ নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে ৮ হ'তে ১২ রবীউল আউয়ালের মধ্যে ৯ ব্যতীত সোমবার ছিল না *(মাওলানা আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত (১৯৭৫) পৃঃ ২২৫)*। অতএব ৯ রবীউল আউয়াল সোমবারই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিন, ১২ রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার নয়। উল্লেখ্য, ধর্মের নামে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করা বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। ছাহাবায়ে কেরাম কখনোই তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন করেননি *(বিস্তারিত দ্রঃ মীলাদ প্রসঙ্গ)*।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ শত্রুর মধ্য থেকে অদৃশ্য হওয়ার কোন দো'আ আছে কি?

-আনারুল হক
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শত্রুর মধ্য হ'তে অদৃশ্য হওয়ার কোন দো'আ নেই। তবে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার দো'আ আছে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সম্প্রদায়ের ভয় করলে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

'হে আল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে তাদের মুখোমুখি রাখলাম। আর আমরা আপনার নিকটে তাদের অনিষ্ট হ'তে আশ্রয় চাই' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১)*। এ সময় দো'আ ইউনুসও পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ কোন রমণী ধর্ষিতা হ'লে সে কি অপরাধী হবে? এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ঘটেছিল কি?

-নাঈমা আখতার
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ এক্ষেত্রে রমণী অত্যাচারিতা ও নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও ঘটেছিল। ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একজন মহিলা ছালাত আদায়ের জন্য বের হয়েছিল। একজন লোক তাকে পেয়ে কাপড়ে ঢেকে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মহিলা চিৎকার শুরু করলে লোকটি চলে যায়। সেখান দিয়ে মুহাজিরদের একদল লোক যাচ্ছিল। মহিলাটি তাদেরকে বলেছিল যে, ঐ লোক আমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে। অতঃপর লোকেরা তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলে তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। আর ঐ ব্যভিচারী পুরুষকে রজম করার আদেশ দিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৭২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭১, হাদীছটি হাসান, 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি কি প্রত্যেক শ্বাসের শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতেন?

-আব্দুর রশীদ
বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতেন, এটাই হাদীছে পাওয়া যায়। নওফাল ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতেন এবং পানি পান শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন *(ইবনু সুন্নী, সিলসিলা ছহীহা হা/১২৭৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ আমার স্বামী দেশের অন্যত্র কাজ করেন এবং ৪ মাস অন্তর বাড়ীতে আসেন। ইচ্ছা করলে তিনি এর আগেও আসতে পারেন। তাঁর এই বিলম্বে আসাটা আমি পসন্দ করি না। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহ দৃষ্টি অবনমিত রাখা এবং লজ্জাস্থান নিরাপদে রাখার মাধ্যম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট হক্ব রয়েছে, যা আদায় করা উভয়ের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ কোন কারণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে পৃথক থাকতে পারে। তবে বিনা কারণে স্ত্রীকে রেখে দীর্ঘদিন দূরে থাকা অনুচিত। বরং সম্ভব হ'লে ঘন ঘন স্ত্রীর নিকটে আসা উচিত।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ৩ মাসে তিন তালাক প্রদান করে। পরে ঐ ব্যক্তির ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে 'হিল্লা' করায় এবং পুনরায় ইদ্দত পালনের পর সে বিবাহ করে। অতঃপর কয়েক বছর পর সে আবার দুই মাসে দুই তালাক দেয়। এখন তারা একসাথেই ঘরসংসার করছে। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আইনুল হক
মিস্ত্রিপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তিন তালাক কার্যকর হওয়ার পর ছোট ভাইয়ের সাথে 'হিল্লা' করানো এবং পরবর্তীতে তাদের বিবাহ সবই হারাম হয়েছে। ফলে অদ্যাবধি তারা ব্যভিচার করে আসছে। এক্ষণে উচিত হবে অনতিবিলম্বে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, ইসলামে 'হিল্লা' বা তাহলীল পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ষাঁড় সম্পর্কে খবর দিব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তখন তিনি বললেন, সে হ'ল ঐ হালালকারী ব্যক্তি। মনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের উপর' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, হাকেম, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০পৃঃ)*। এ সম্পর্কে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এটিকে যেনা বলে গণ্য করতাম। তিনি বলেন, এরা দু'জনেই ব্যভিচারী। যদিও তারা ২০ বছর যাবৎ স্বামী-স্ত্রী নামে দিন যাপন করে *(তাবারাণী, বায়হাক্বী, হাকেম, ইরওয়া হা/১৮৯৮, ৬/৩১১ পৃঃ)*।

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, হালালকারী ব্যক্তি বা যার জন্য হালাল করা হয়েছে, এমন কাউকে আনা হ'লে আমি তাকে স্রেফ 'রজম' করব। অথবা ব্যভিচারীর শাস্তির ন্যায় বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মাথা গুঁড়িয়ে শেষ করে দিব *(ইবনুল মুনযির, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৩৪ পৃঃ বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল')*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যে কিছু গরু-ছাগল ও অল্প জমি-জমার মালিক এমন খেটে খাওয়া মানুষ কি ফক্বীর বা মিসকীন হিসাবে গণ্য হবে এবং তারা কি ফিৎরার হক্বদার হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে এমন ব্যক্তি ফক্বীর বা মিসকীন কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে তার জন্য সওয়াল করাও বৈধ নয়। কাবীসা ইবনু মুখারেক থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সওয়াল করা বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের যামিন হয়, তা পরিশোধ করার জন্য সওয়াল করা বৈধ (২) যে ব্যক্তি কোন বিপদে পতিত হয় এবং তার সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার চাহিদা পূর্ণ করার জন্য অথবা বেঁচে থাকার মত কিছু পাওয়ার আশায় সওয়াল করা বৈধ (৩) যদি কোন ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন তিন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে সত্যিই সে অভাবগ্রস্ত, তবে তার জন্যও সওয়াল করা বৈধ' *(মুসলিম ১/১৮৩৭ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবস্থাসম্পন্ন এবং শক্তিবান পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির জন্য যাকাত বৈধ নয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮৩০)*। অন্য হাদীছে এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কি পরিমাণ মাল তাকে সওয়াল হ'তে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমপরিমাণ স্বর্ণ' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৮৪৭ 'যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল নয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ জনৈক আলেম বলেন, আমরা যদি সামাজিকভাবে বেতন দিয়ে ইমাম রাখি, তাহ'লে তার পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে না। কারণ সে আমাদের কেনা গোলাম। আর গোলামের পিছনে ছালাত হয় না। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মিঠুন আহমাদ
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ মুসলিম জাতির উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং তাদের জীবিকার পথকে গতিশীল করার স্বার্থে ইমাম, মুওয়াযযিন ও বক্তাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা শরী'আত সম্মত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আবুবকর (রাঃ)-কে খলীফা বা ইমাম নিযুক্ত করা হয়, তখন তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় তাঁকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হ'ত *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৪৭ 'কর্মচারীদের বেতন নেয়া ও উপঢৌকন গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ কাশির কারণে জামা'আত ছেড়ে বাইরে কাশ ফেলে এসে পুনরায় জামা'আত ধরলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? ইমাম বা মুক্তাদীর অধিক কাশির কারণে ছালাত সংক্ষিপ্ত করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন
মুহাম্মদপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ইমাম-মুক্তাদী সকলের ক্ষেত্রেই শরী'আতের বিধান হচ্ছে ছালাত ছেড়ে বাইরে না গিয়ে বরং কাশি কাপড়ে জড়িয়ে নিবে *(বুখারী ১/৫০৯-১০ পৃঃ; মুসলিম ১/৫৪ পৃঃ 'মসজিদ' অনুচ্ছেদ)*। আর কাশি অধিক পরিমাণে হ'লে ইমাম ক্বিরাআত সংক্ষিপ্ত করবে। অনুরূপভাবে মুক্তাদীদের মধ্যেও কারো অধিক কাশি হ'লে ইমাম মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল করে ক্বিরাআত সংক্ষিপ্ত করবেন। যাতে ছালাতে বিঘ্ন না ঘটে। আব্দুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদিন ফজরের ছালাতে সূরা মুমিনূন পড়তে শুরু করেন। মূসা, হারূণ এবং ঈসা (আঃ)-এর আলোচনা আসলে তাঁর কাশি উঠে, তখন তিনি রুকূতে চলে যান *(বুখারী, ১/৩৫৯ পৃঃ হা/৭৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ দরিদ্র এবং মাঠে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি যদি অর্থের বিনিময়ে হাট-বাজারে গরু-ছাগল যবেহ করে জীবিকা নির্বাহ করে তবে বৈধ হবে কি?

-আনছার আলী
ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ পশু যবহের বিনিময়ে মজুরী নেওয়া-দেওয়ায় শারাঈ কোন বাধা নেই। তবে কুরবানীর পশু যবহের বিনিময়ে গোশত দেওয়া যাবে না। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ দিলেন কুরবানীর গোশত, চামড়া, ঝোল গরীব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করতে এবং কুরবানীর জন্তুর কোন অংশ হ'তে মজুরী না দেওয়ার জন্য *(বুখারী, হা/১৭১৬; বুলূগুল মারাম হা/১৩৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ 'যার পীর নেই শয়তান তার পীর' উক্তিটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট, ভিত্তিহীন ও ছহীহ আক্বীদা ও শরী'আত পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ এমনকি তাবে-তাবেঈনের যুগেও পীর-মুরীদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু সভ্যতার সংমিশ্রণে এই প্রথার উৎপত্তি হয়। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে এদেশে প্রায় দুই লক্ষ আটানব্বই হাযার 'পীর' রয়েছে। যাদের অধিকাংশ তথাকথিত মা'রেফাতের দোকান খুলে বসে আছে। যারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 'অসীলা' হিসাবে পূজিত হচ্ছে। তারা নিজেদের তৈরি বিভিন্ন জঘন্য বুলি, নিয়ম-নীতি ও নোংরা দর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যেমন ধোঁকা দিচ্ছে, তেমনি ভ্রান্তিতে নিপতিত করে পকেট ছাপ করছে। জীবিত হৌক বা মৃত হৌক তাদের সন্তুষ্টির উপরে মুরীদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এদের মতে পীরকে কামনা করা আল্লাহকে কামনা করার শামিল। এ ধরনের ঈমান বিধ্বংসী কথা ও কর্ম পরিত্যাগ করে তাদেরকে সঠিক আক্বীদায় ফিরে আসার জন্য আমরা আহ্বান জানাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ ধরনের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণ দান করুন- আমীন! *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম রুকূতে চলে যান, তবে মুক্তাদীর করণীয় কি?

-হুমায়ূন
শিরোইল কলোনী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং তিনি যখন রুকূ করবেন তখন মুক্তাদীও রুকূ করবে। তিনি যখন সিজদা করবেন তখন মুক্তাদীও সিজদা করবে *(বুখারী, মিশকাত, ১ম খণ্ড, হা/১১৩৯, 'মুক্তাদীর ইমামের অনুসরণ করা' অনুচ্ছেদ)*। ফলে সূরা ফাতিহা অবশিষ্ট থাকলেও ইমামের অনুসরণ করে রুকুতে চলে যাবে। তবে ইমামকে অবশ্যই মুক্তাদীর বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া কিংবা তিনবার করে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাছ ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠ করা এবং দরূদ শরীফ পড়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ বায়তুল্লাহ
চকমোক্তারপুর সরকার পাড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আমলের প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। অনেকেই এগুলি জায়েয বলে বাতিল ও মিথ্যা হাদীছের আশ্রয় নিয়ে থাকে। অনুরূপ কুরআন পড়া ও তার নেকী কবরে বখশানো ও শরী'আত পরিপন্থী। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত *(যাদুল মা'আদ ১/৫৮৩ পৃঃ বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, প্রশ্ন নং ৯/১০৯)*। তবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ পালন করা ও কর্য আদায় করা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ হানাফীগণ বলেন, আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে ছালাত হবে না, ছালাত মাকরূহ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মজীদ
সুজাপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। কারণ আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে ছালাত হবে না এটা হানাফী বিদ্বানদের অভিমত নয়। বরং ইমাম আবু হানীফা সহ সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হচ্ছে, প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির পিছনে ছালাত জায়েয *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী, পৃঃ ১৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত শেষ রাতে কখন পাঠ করতে হয়? তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের পূর্বে, না পরে?

-মুহাম্মাদ আফসার
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো ঘুম থেকে জেগে ওযূ করার পূর্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে আয়াতগুলি পাঠ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৯৫)*, আবার কখনো মিসওয়াক করে ওযূ করার সময়ও পাঠ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৬)*। অতএব তাহাজ্জুদ ছালাত শেষে নয়, বরং আগেই উক্ত দশটি আয়াত পাঠ করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ আমার প্রথমা স্ত্রীকে প্রায় ৬ বছর পূর্বে তালাক দেই এবং দ্বিতীয় বিবাহ করি। এক্ষণে দ্বিতীয় স্ত্রী থাকাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা প্রথমা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারব কি?

-মুয়াযযেম, নওগাঁ।

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

উত্তরঃ প্রথমা স্ত্রী তিন মাসে তিন তালাকপ্রাপ্তা হ'লে এবং বিনা শর্তে অন্যত্র বিবাহ হওয়ার পর তাকে দ্বিতীয় স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দিলে কিংবা মৃত্যুবরণ করলে ঐ মহিলার প্রথম স্বামী তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৯৫)*। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রতিবন্ধক নয়। কেননা আল্লাহ একজন পুরুষকে এক সাথে চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন *(নিসা ৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ জানাযার ছালাতের নিয়ত আরবীতে না বাংলায় করতে হবে?

-ফিরোজ আহমাদ
আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ সকল কাজের শুরুতে নিয়ত করা যরূরী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। নিয়ত অর্থ সংকল্প করা। জানাযার ছালাতে হোক বা অন্য কোন ছালাতে হোক আরবী বা বাংলায় উচ্চারণ করে গদ বাধা কোন নিয়ত পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং মনে মনে সংকল্প করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ ওযূর সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাওছার
ভেলাবাড়ি, রাজশাহী।

উত্তরঃ মনে মনে ওযূর নিয়ত করে বিস্মিল্লাহ বলে প্রথমে ডান হাত ও পরে বাম হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতে হবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলি খিলাল করতে হবে। আঙ্গুলে আংটি থাকলে নাড়াচাড়া করে সেখানে পানি পৌঁছাতে হবে। এরপর পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করতে হবে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়তে হবে। তারপর সমস্ত মুখমণ্ডল ভালভাবে ধৌত করবে ও দাড়ি খিলাল করবে। অতঃপর প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। এরপর পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার মাথা মাসাহ করবে। অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা পিছনের অংশে মাসাহ করবে। তারপর প্রথমে ডান ও পরে বাম পায়ের টাখনু পর্যন্ত ভালভাবে ধৌত করবে এবং হাতের কনিষ্ট আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে। এভাবে ওযূ শেষে বাম হাতে অল্প কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে। এরপর ওযূর শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَّإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ- اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

উল্লেখ্য, ওযূর অঙ্গগুলি একবার, দু'বার, তিন বার ধোয়া যাবে। তবে তিন বারের অতিরিক্ত ধোয়া যাবে না *(দলীল সহ বিস্তারিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ))*।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ ছালাত শেষে হাত তুলে মুনাজাত না করার কারণে মসজিদের সভাপতি আমাদের কয়েকজনকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেন। এখন আবার যেতে বলেন। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

-শহীদুল ইসলাম
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ যেহেতু ফরয ছালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে ছহীহ কোন দলীল নেই, সেহেতু প্রথমত সভাপতির পক্ষে মসজিদে যেতে নিষেধ করা ঠিক হয়নি। কেননা মসজিদ আল্লাহ্র ঘর ও ইবাদতের স্থান। প্রত্যেক মুসলমানের সেখানে প্রবেশ করে ইবাদত করার অধিকার রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করবে যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং ক্বায়েম করে ছালাত ও আদায় করে যাকাত। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(তওবাহ ১৮)*। তাই এমতাবস্থায় মসজিদে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ অবৈধভাবে কোন মেয়ে অন্তসত্ত্বা হয়ে সন্তান প্রসব করলে তার শাস্তি কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ উক্ত মেয়ে যদি বিবাহিতা হয় তাহ'লে সন্তান প্রসব করত দুধ ছাড়ার পর রজম করে হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*। আর অবিবাহিতা হ'লে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮)*। তবে এ সকল শাস্তি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেশের সরকারের।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ ইমাম ছালাতে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে না তাকিয়ে অন্য কোন দিক তাকালে ছালাত হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
আজারদাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ এক্ষেত্রে ছালাত হয়ে যাবে। তবে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'এ কাজ হ'তে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৩; বঙ্গানুবাদ বুখারী হা/৭৫০)*। অন্য বর্ণনায় আছে, ছালাতে এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা এক ধরনের ছিনতাই। এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার ছালাত হ'তে অংশবিশেষ কেড়ে নেয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ পুরুষদের নামের প্রথমে 'মুহাম্মাদ' এবং মহিলাদের নামের প্রথমে 'মুসাম্মাৎ' লাগানো হয়, এর শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-মেহেদী হাসান
ভবানীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পুরুষদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের পূর্বে 'মুসাম্মাৎ' যুক্ত করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর পূর্বে এই প্রথা চালু হয়। যখন ভারত উপমহাদেশে মুসলিম শাসন চালু হয় তখন অফিস আদালতে হিন্দু এবং মুসলমানকে পার্থক্য করার জন্য মুসলমান পুরুষের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' এবং মহিলাদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাৎ' যোগ করা হ'ত।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আমি একটি মসজিদে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত করেছি। এক্ষণে তা ঐ মসজিদে না দিয়ে অন্য মসজিদে দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইদরীস
আনন্দনগর, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মানত জিনিস যেখানে দেওয়ার নিয়ত করা হবে সাধ্যপক্ষে সেখানেই দিতে হবে, যদি সেটি শিরক ও বিদ'আতী স্থাপনা না হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৪৩৭; বুখারী বুলূগুল মারাম হা/১৩৮২)*। তবে সেখানে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকলে অন্যত্র প্রদান করে মানত পূরণ করবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ আমি কুরআন পড়তে জানি। কিন্তু চর্চা না থাকায় ২/১টা অক্ষর ভুলে যাই। এখন কি আমাকে আবার নতুন করে শিক্ষা করতে হবে?

** -নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

উত্তরঃ কুরআন শিক্ষা গ্রহণের পর চর্চা না করে ভুলে যাওয়া আদৌ ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি যত্নশীল হও। আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়ণপর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৮৭)*। তবে একান্তই ভুলে গেলে তাকে পুনরায় শুদ্ধ করে কুরআন পড়া শিখতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট দু'টি জিনিস বান্দার জন্য সুপারিশ করবে আর আল্লাহও তাদের সুপারিশ কবুল করবেন। সে দু'টির একটি হচ্ছে কুরআন *(বায়হাক্বী, ঈমানুল ঈমান, মিশকাত হা/১৯৬৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ ইক্বামত হ'লে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে শরীক হ'তে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল- ফরয ছালাতের ক্বাযা আদায় করার সময় অন্য কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে করণীয় কি?

-আবুযার গেফারী
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইক্বামত দেয়া হ'লে সব ধরনের সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে শরীক হ'তে হবে। তবে ফরয ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন ফরয ছালাতে শরীক হওয়া যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ খারেজী, শী'আ ও কাদিয়ানীরা কি কালেমা পড়া মুসলমান? ছাহাবীগণ খারেজীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন তা কি বৈধ ছিল?

-শাহীন
সোবহানবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত তিনটি ফের্কার অনুসারীরা মুসলমান বলে দাবী করলেও তাদের আক্বীদাগত বিভ্রান্তির কারণে তারা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বহির্ভূত। তাদেরকে মুসলমান বলা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) খারেজীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়' *(বুখারী হা/৬৯৩২)*। ছাহাবীগণ খারেজীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তা সম্পূর্ণই বৈধ ছিল *(বিস্তারিত দ্রঃ ঐ, হা/৬৯৩৩)*।

শী'আরা পাঁচটি প্রধান দল ও বহু সংখ্যক উপদলে বিভক্ত। ইমামিয়া শী'আদের অন্যতম উপদল। তারা বারো ইমামে বিশ্বাসী। তাদের দৃষ্টিতে রাসূলের পরে আবুবকর (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ছাহাবীগণ মুরতাদ হয়ে গেছেন। এজন্য উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি হ'লেন আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) (নাঊযুবিল্লাহ) *(আল-আদিয়ান পৃঃ ১৮১; আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ১৯৯৭)*। এছাড়া তাদের আক্বীদাতে আলী (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'অছি'। অতএব আলী এবং তাঁর পরিবারের মধ্যেই নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ থাকবে। সেকারণ আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ) ছিলেন তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ খলীফা। *(কিতাবুল ফাছল ২/১১৫ পৃঃ)*। এ কারণে শী'আরাও ইসলাম বহির্ভূত।

রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর ৩০ জন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬)*। তাদের মধ্যে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮ খৃঃ) একজন। সে পরে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর যেলার 'কাদিয়ান' নামক উপশহরে জন্মগ্রহণ করে। ১৮৯১ সালের ২২শে জানুয়ারী নিজেকে মসীহ ঈসা ও ১৮৯৪ সালের ১৭ই মার্চ ইমাম মাহদী এবং ১৯০৮ সালের ৫ই মার্চ নিজেকে নবী হিসাবে ঘোষণা করে। এই ভণ্ডের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার কারণে কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে কাফের। তাদের মুসলমান হওয়ার প্রশ্নই উঠে না *(মাসিক আত-তাহরীক, সম্পাদকীয়, ফেব্রুয়ারী ২০০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ অহংকারী ও লোক দেখানো ছালাত আদায়কারী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য কতটুকু এবং কে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত?

-মুমিনুল ইসলাম
বাঁশবাড়িয়া, কলোনীপাড়া
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী অথবা ছালাতকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফের ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪ ও ৫৮০)*। কিন্তু যে ব্যক্তি অহংকারী ও লোক দেখানো ছালাত আদায়কারী সে কাফির নয়। বরং লোক দেখানো ছালাত আদায়কারী শিরকের পর্যায়ে পড়বে। তাই সে গোনাহগার হবে। কারণ যেকোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। অথচ সে মানুষকে খুশি করার জন্য করছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে বা সরাসরি কথা বলা যাবে কি? সন্তান থাকলে নাকি স্ত্রী সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যায়? এর সত্যতা জানতে চাই।

-মামূনুর রশীদ
নুরুল্লাবাদ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথোপকথন বা সরাসরি আলাপ করা যাবে না *(নূর ৩০)*। কারণ সে অন্যান্য সাধারণ মহিলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সন্তান থাক বা না থাক সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যাবে, একথাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে ১০ খতমের নেকী পাওয়া যায় মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাদের
কলমুডাঙ্গা ইসলামীয়া মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি জাল। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় আছে। কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পড়বে, সে যেন ১০ বার কুরআন পড়ল *(তিরমিযী, দারেমী, হাদীছটি জাল: সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৬৯, মিশকাত হা/২১৪৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়: বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৫ম খণ্ড হা/২০৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ জনৈক আলেম বললেন, দাড়ি ছাটা বা মুষ্টি পরিমাণ রাখা জায়েয। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-মীযানুর রহমান
বাউসা পূর্বপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা দাড়ি ছেঁটে ফেলার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে দাড়ি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার প্রমাণে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর ও দাড়ি লম্বা কর' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ, হা/৫৮৯২-৯৩)*। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রতি যারা শ্রদ্ধা রাখে না, তারাই কেবল উপরোক্ত কথা সমাজে ছড়িয়ে থাকে।

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে

ইসলামী মহাসম্মেলন

॥ স্থানঃ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান, ঢাকা ॥
॥ তারিখঃ ২৬ শে মে দুপুর ২ ঘটিকা ॥

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ